প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন

১৯৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্প

মূল্যায়ন সেক্টর
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০১৬

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন

১৯৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্প

পরামর্শক

অধ্যাপক ড. এ এস এম আমানুল্লাহ

আইএমইডির কর্মকর্তাবৃন্দ’

জনাব খন্দকার আহসান হোসেন
মহাপরিচালক

জনাব আল মামুন
পরিচালক (যুগ্ম সচিব)

জনাব মো :মাহমুদুল হাসান
সহকারী পরিচালক

মূল্যায়ন সেক্টর

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০১৬

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিষয়সমূহ	পৃষ্ঠা নং
	নির্বাহী সার সংক্ষেপ	i-**iv**
অধ্যায় ১	**ভূমিকা**	**১**
১.১	পটভূমি	১
১.২	প্রকল্পের বিবরণী	১
১.৩	প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ ও ব্যয়	২
১.৪	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য	৩
১.৫	প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য	৩
১.৬	প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্যসমূহ (ToR অনুযায়ী)	৩
১.৭	প্রকল্পের অঙ্গ	৩
১.৮	প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়া	৪
১.৯	প্রকল্পের অর্থায়ন সম্পর্কে পর্যালোচনা	৪
১.১০	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ	৪
১.১১	প্রকল্পের কাজ বিলম্বের কারণ	৪
১.১২	প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য নির্বাচিত ৩৫ টি বধ্যভূমির তালিকা	৫
১.১৩	অবস্থান চিত্রঃ বাংলাদেশের মানচিত্রে সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত ১২ টি বধ্যভূমির অবস্থান	৬
অধ্যায় ২	**সমীক্ষা পদ্ধতি ও কার্যপরিকল্পনা**	**৭**
২.১	ধারণাগত কাঠামো	৭
২.২	তথ্য সংগ্রহের কার্যপদ্ধতি	৮
২.৩	সমীক্ষার উত্তরদাতাদের নমুনা শ্রেণীবিন্যাস	৮
২.৪	নমুনা জেলাসমূহ	৯
২.৫	সংখ্যাগত সমীক্ষার নমুনা আকার	৯
২.৬	সংখ্যাগত সমীক্ষার নমুনা বিতরণ	১০
২.৭	পর্যবেক্ষণ নমুনার আকার ও বিতরণ	১০
২.৮	গুণগত সমীক্ষার নমুনা আকার ও নমুনা বিতরণ	১১
২.৯	দলীয় আলোচনার নমুনার আকার ও বিতরণ	১১
২.১০	মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকারের নমুনার আকার ও বিতরণ	১১
২.১১	কেস স্টাডির নমুনার আকার ও বিতরণ	১১
২.১২	সমীক্ষার প্রশ্নপত্র	১২
২.১৩	তথ্য সংগ্রহকারীগণ	১২
২.১৪	তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ	১২
২.১৫	তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রধান দায়িত্বসমূহ	১২
২.১৬	সমীক্ষা উপকরণের মাঠ পরীক্ষা	১২
২.১৭	মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষণ	১৩
২.১৮	তথ্য ব্যবস্থাপনা, বিশ্লেষণ এবং প্রক্রিয়াকরণ	১৩
২.১৯	প্রতিবেদন প্রণয়ন	১৩

অধ্যায় ৩	**প্রাপ্ত তথ্যের সংখ্যাগত বিশ্লেষণ**	**১৪**
অধ্যায় ৪	**এফজিডি, মুখ্য ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় কর্মশালা ও কেস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ**	**২৯**
৪.১	দলীয় আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য	২৯
৪.২	মুখ্য ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য	৩৬
৪.৩	স্থানীয় কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত তথ্য	৩৮
৪.৪	কেস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য	৪০
অধ্যায় ৫	**স্মৃতিস্তম্ভসমূহ পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য**	**৪২**
৫.১	**স্মৃতিস্তম্ভসমূহ পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য**	**৪২**
৫.২	**স্মৃতিস্তম্ভসমূহ পরিদর্শনে প্রাপ্ত বিচ্যুতিসমূহ**	**৪৬**
অধ্যায় ৬	**প্রকল্পের সবল (Strengths), দুর্বল (Weaknesses), সুযোগসমূহ (Opportunities) ও ঝুঁকিসমূহের (Threats) পর্যালোচনা**	**৪৭**
৬.১	প্রকল্পের সবল দিকসমূহ (Strengths)	৪৭
৬.২	প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ (Weaknesses)	৪৭
৬.৩	প্রকল্পের সুযোগসমূহ (Opportunities)	৪৭
৬.৪	প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ (Threats)	৪৭
অধ্যায়ঃ ৭	**সুপারিশ ও উপসংহার**	**৪৮**
৭.১	ভূমিকা	৪৮
৭.২	বধ্যভূমিতে অবস্থিত স্মৃতিস্তম্ভসমূহের বর্তমান অবস্থা	৪৮
৭.৩	প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন	৪৮
৭.৪	প্রকল্পের প্রভাব	৪৮
৭.৫	প্রকিউরমেন্ট পর্যায়ক্রম	৪৯
৭.৬	চ্যালেঞ্জ	৪৯
৭.৭	সুপারিশসমূহ	৪৯
৭.৮	উপসংহার	৫০
সংযুক্তিসমূহ		**৫১**
সংযুক্তি ১	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট	৫১
সংযুক্তি ২	সমীক্ষা প্রশ্নমালা	৫২
সংযুক্তি ৩	মুখ্য ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রশ্নাবলি	৫৬
সংযুক্তি ৪	দলীয় আলোচনার জন্য প্রশ্নাবলি	৫৮
সংযুক্তি ৫	কেস স্টাডির জন্য প্রশ্নাবলি	৬০
সংযুক্তি ৬	ফটো গ্যালারি	৬১

টেবিলসমূহের সূচিপত্র

টেবিল নং	বিষয়সমূহ	পৃষ্ঠা নং
টেবিল ১.১	প্রকল্পের বিবরণী	১
টেবিল ১.২	প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় ও ব্যয়	২
টেবিল ১.৩	প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন	২
টেবিল ১.৪	প্রকল্পের বছর ভিত্তিক ব্যয়	২
টেবিল ১.৫	প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য নির্বাচিত ৩৫ টি বধ্যভূমির তালিকা	৫
টেবিল ২.১	প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও প্রভাব মূল্যায়ন বিষয়টি পরিমাপ করার ধারণাগত কাঠামো	৭
টেবিল ২.২	নমুনা জেলাসমূহ	৯
টেবিল ২.৩	সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত নারী ও পুরুষদের শতকরা ভাগ	১০
টেবিল ২.৪	গুণগত সমীক্ষার নমুনা আকার ও নমুনা বিতরণ	১১
টেবিল ২.৫	সমীক্ষা পদ্ধতি ও অনুমিত নমুনা সংখ্যা	১১
টেবিল ৩.১	উত্তরদাতাদের লিঙ্গ ও বয়সসীমা	১৪
টেবিল ৩.২	উত্তরদাতাদের আর্থসামাজিক তথ্যাবলি	১৬
টেবিল ৩.৩	উত্তরদাতাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত ধারণা	১৭
টেবিল ৩.৪	উত্তরদাতাদের নিজ এলাকায় সংগঠিত গণহত্যা, বধ্যভূমি ও বধ্যভূমিতে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ সংক্রান্ত ধারণা	২১
টেবিল ৩.৫.১	স্মৃতিস্তম্ভের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবসমূহ	২৪
টেবিল ৩.৫.২	স্মৃতিস্তম্ভের অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রভাবসমূহ	২৫
টেবিল ৩.৬	স্মৃতিস্তম্ভের রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত ধারণা	২৬
টেবিল ৩.৭	মহান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে ৬০ বছরের অধিক জনগোষ্ঠীর ধারণা	২৭

লেখচিত্র সমূহের সূচিপত্র

লেখচিত্র নং	বিষয়সমূহ	পৃষ্ঠা নং
লেখচিত্র ৩.১	উত্তরদাতাদের বয়স এবং জেন্ডার	১৪
লেখচিত্র ৩.২	উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	১৫
লেখচিত্র ৩.৩	উত্তরদাতাদের পেশা	১৫
লেখচিত্র ৩.৪	পরিবারের মাসিক আয়	১৫
লেখচিত্র ৩.৫	মুক্তিযুদ্ধের কথা কার কাছে থেকে শুনেছেন ?	১৮
লেখচিত্র ৩.৬	১৯৭১ এর ৭ই মার্চ কি হয়েছিল ?	১৮
লেখচিত্র ৩.৭	১৯৭১ এর ২৫ ই মার্চ কি হয়েছিল ?	১৮
লেখচিত্র ৩.৮	১৯৭১ এর ১৪ই ডিসেম্বর কি হয়েছিল ?	১৯
লেখচিত্র ৩.৯	আমাদের স্বাধীনতা দিবস কবে ?	১৯
লেখচিত্র ৩.১০	আমাদের বিজয় দিবস কবে ?	১৯
লেখচিত্র ৩.১১	কয়েকজন শহীদ বীরশ্রেষ্ঠের নাম বলুন	১৯
লেখচিত্র ৩.১২	মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার এলাকায় পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক কোন গণহত্যা হয়েছিল কি ?	২০
লেখচিত্র ৩.১৩	বধ্যভূমি বলতে কি বোঝায় ?	২০
লেখচিত্র ৩.১৪	এ স্মৃতিস্তম্ভের নাম জানা আছে আপনার ?	২১
লেখচিত্র ৩.১৫	এ স্মৃতিস্তম্ভ এখানে কেন নির্মাণ করা হয়েছে আপনি জানেন ?	২১
লেখচিত্র ৩.১৬	আপনার মতে স্মৃতিস্তম্ভটি কিভাবে তরুণদের ৭১ এর চেতনায় উজ্জীবিত করতে সক্ষম হবে ?	২৩
লেখচিত্র ৩.১৭	স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণের ফলে এলাকার কাদের মধ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে?	২৩

Acronyms

ADP	Annual Development Program
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
DPP	Development Project Proposal
FGD	Focus Group Discussion
GoB	Government of Bangladesh
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
KII	Key Informant Interview
MoLWA	Ministry of Liberation War Affairs
PCP	Project Completion Paper
PP	Project Proposal
PCR	Project Completion Report
PEC	Project Evaluation Committee
POC	Proposal Opening Committee
PPR	Public Procurement Rule
PPS	Proportionate to Population Size
PWD	Public Works Department
SPSS	Statistical Package for Social Sciences
SWOT	Strength, Weakness, Opportunity and Threat
TEC	Technical Evaluation Committee
TOC	Tender Opening Committee
ToR	Terms of Reference

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকহানাদার বাহিনী কর্তৃক এদেশের নিরীহ বাঙালিদের নির্মমভাবে বধ্যভূমিতে নিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। তাঁদের স্মৃতিসমূহ অম্লান করে রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন পর্যায়ে সারাদেশের বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করার পরিকল্পনা নেয়। গত ২৬/১২/২০০০ তারিখে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভায় প্রকল্পের মডেল/ডিজাইন চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। ২০০০-২০০১ সালের এডিপিতে "মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ" প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে ২০০০-২০০১ সালের সংশোধিত এডিপিতে "১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ" করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ০৫-০৩-২০০২ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভার মাধ্যমে এ প্রকল্পটি অনুমোদনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এ প্রকল্পের পিসিপি পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে ২৪-৮-২০০২ তারিখে অনুমোদিত হয় যার আরোপিত ব্যয় ৫৯৭.৩৬ লাখ টাকা এবং অনুমোদিত পিসিপি এর ওপর ভিত্তি করে প্রকৃত পিপি তৈরি করা হয়। এ পরিমার্জিত পিপি নিয়ে পরিকল্পনা কমিশনে ১২-২-২০০৪ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের একটি সভা হয় । সভার সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৩ টি বধ্যভূমি থেকে ৩৫ টি বধ্যভূমি নির্বাচন করা হয় ।

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল, যে সব উদ্দেশ্যে স্মৃতিস্তম্ভসমূহ নির্মিত হয়েছে তার সফলতা কতখানি এবং এলাকার যুবসমাজের মানসপটে এসব স্মৃতিস্তম্ভ কি প্রভাব ফেলেছে তার অবস্থা মূল্যায়ন করা। এছাড়া এ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্যসমূহ হলঃ প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িত বিভিন্ন অঙ্গ ও কর্মকান্ডসমূহের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন যাচাই এবং কোনধরনের বিচ্যুতি বা প্রতিবন্ধকতা থেকে থাকলে তার কারণ চিহ্নিত করা; প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পের বর্তমান পরিস্থিতি কেমন তা পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য করা; প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহ (পণ্য, সেবা ও নির্মাণ কার্যক্রমের) পদ্ধতি (দরপত্র আহ্বান, দরপত্র মূল্যায়ন, ক্রয় পদ্ধতি অনুমোদন, চুক্তিনামা সম্পাদন প্রভৃতি) যথাযথ সংগ্রহ পদ্ধতি অনুসরণ করে করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা; প্রকল্প এলাকার বর্তমান অবস্থা ও প্রকল্পের নথিপত্র অনুযায়ী SWOT (সবল, দুর্বল, সুযোগ এবং ঝুঁকি) বিশ্লেষণ করা; প্রকল্প এলাকায় স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনার প্রভাব মূল্যায়ন বিশেষত যুবসমাজের উপর প্রকল্পের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক কার্যকারিতা যাচাই করা; প্রকল্প এলাকার মূল স্তম্ভ, চারপাশের দেয়াল ও অবকাঠামো নির্মাণের প্রভাব মূল্যায়ন করা এবং প্রকল্প কর্মকান্ডসমূহের আরও কার্যকর ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ ও তা থেকে আরও ভালো প্রকল্প ভবিষ্যতে যাতে বাস্তবায়ন করা যায় তার সুপারিশমালা প্রণয়ন করা।

মূল্যায়ন সমীক্ষাটির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার যথা প্রশ্নাবলি, দলীয় আলোচনা মাধ্যমে মাঠ সমীক্ষা, প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহ, স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা, প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং প্রকল্প এলাকায় পরিদর্শন ইত্যাদি কার্যক্রম পালন করা হয়েছে। নমুনা সংগ্রহের জন্য সংখ্যাগত ও গুণগত, এ দুই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। সমীক্ষা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণের মতামতের ভিত্তিতে ১৬-৫৯ বয়সসীমার উত্তরদাতাদের মধ্যে থেকে ৫০ শতাংশ নারী উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে। এছাড়া ৬০ উর্ধ্ব উত্তরদাতাদের মধ্যে থেকে ৩০ শতাংশ নারী উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে।

এ সমীক্ষায় ৫৭৬ জন উত্তরদাতাদের কাছে থেকে প্রশ্নমালার মাধ্যমে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের প্রায় সকল উত্তরদাতা (৯৯.৭%) মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনেছেন। বেশিরভাগ উত্তরদাতা (৬৬.২%) বাবা-মা ভাইবোন, দাদা-দাদি ও আত্মীয়স্বজনের কাছে থেকে শুনেছেন। প্রায় ৭% উত্তরদাতা বই পুস্তক, রেডিও, টিভি, শিক্ষকদের কাছে থেকে শুনেছেন। উত্তরদাতাদের ৬৬.২% সঠিকভাবে বলতে পেরেছিলেন

যে, ১৯৭১ এর ৭ই মার্চ বঙ্গাবন্ধু ভাষণ দিয়েছিলেন। প্রায় ৪০% উত্তরদাতা ১৯৭১ এর ২৫ শে মার্চ কি হয়েছিল তা জানেন না। প্রায় ৫০% সঠিকভাবে বলতে পেরেছেন যে, ১৯৭১ এর ২৫ শে মার্চে অপারেশন সার্চলাইট বা নিরীহ বাঙ্গালিদের উপরে গণহত্যা শুরু হয়েছিল। প্রায় ৬১% উত্তরদাতা ১৯৭১ এর ১৪ই ডিসেম্বর কি হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলতে পারেনি। আমাদের স্বাধীনতা দিবস কবে এ প্রশ্নের উত্তরে মাত্র ৪৪% উত্তরদাতা সঠিকভাবে উত্তর দিতে পেরেছেন। উত্তরদাতাদের অর্ধেকের বেশি (৫২%) মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীরশ্রেষ্ঠদের সম্পর্কে জানেন না বা কেন তাঁদেরকে বীরশ্রেষ্ঠ বলা হয় তা জানেন না। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৫৭৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে মাত্র ০৪ জন উত্তরদাতা (০.৭%) সঠিকভাবে সাত (০৭) জন শহীদ বীরশ্রেষ্ঠের নাম বলতে পেরেছেন আর ৩১০ জন উত্তরদাতার (৫৪%) একজনও (০১) শহীদ বীরশ্রেষ্ঠের নাম বলতে পারেনি। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬০%-৬৫% মনে করেন যে, স্মৃতিস্তম্ভটি জনগণের মনে মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি করেছে এবং স্মৃতিস্তম্ভটি ১৯৭১ এ গণহত্যার শিকার এলাকার সকল শহীদের স্মৃতি ধরে রাখতে সক্ষম হচ্ছে। প্রায় ৫০% উত্তরদাতা মনে করেন যে, এ স্মৃতিস্তম্ভটি তরুণদের ৭১-এর চেতনায় উজ্জীবিত করতে সক্ষম কিনা সে সম্পর্কে তারা জানেন না।

এ স্মৃতিস্তম্ভটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য আর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এ প্রশ্নে বেশিভাগ উত্তরদাতা মনে করেন যে, বাগান এবং আলোকসজ্জা, পার্ক, নিরাপত্তা বৃদ্ধি, স্মৃতি জাদুঘর ও লাইব্রেরি করা উচিত। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৩২% উত্তরদাতা মনে করেন যে, এ স্মৃতিস্তম্ভটি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না । প্রায় ৬৫% উত্তরদাতা মনে করেন যে, এ স্মৃতিস্তম্ভটির কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। প্রায় ৬২%-৬৩% উত্তরদাতা মনে করেন যে, স্মৃতিস্তম্ভটি ও এর আশেপাশের স্থানগুলো অপরিছন্ন এবং স্মৃতিস্তম্ভগুলোতে মানুষজন নেশা করে। প্রায় ৮৪% উত্তরদাতা মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এ এলাকায় কি কি ক্ষতি হয়েছিল তা বিস্তারিত বলতে পারেন। উত্তরদাতাদের প্রায় ৭০% মনে করেন যে, তরুণরা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অবগত। এ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ফলাফল এবং প্রতিটি নমুনা বধ্যভূমি পরিদর্শনে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়েছে যে, বেশিরভাগ বধ্যভূমি অনেকটা অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে, বেশিরভাগ বধ্যভূমিতে কোন নাম ফলক বা নিরাপত্তা বেষ্টনী বা সীমানা প্রাচীর নেই, বেশিরভাগ স্মৃতিস্তম্ভই প্রচন্ড নোংরা ও ময়লা আবর্জনা পরিপূর্ণ এবং অনেকটা পরিত্যক্ত স্থানের মত অবহেলায় পড়ে আছে।

গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত মোট ৩৫ টি প্যাকেজের মধ্যে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে শেরপুর, ময়মনসিংহ, নাটোর, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ফরিদপুর ও বাগেরহাটসহ প্রতিটি জেলার ১ টি করে মোট ৮ টি প্যাকেজের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ সকল প্যাকেজসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসারে নমুনা প্যাকেজগুলোর ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

সমীক্ষার গুণগত তথ্য সংগ্রহের সময় উত্তরদাতাদের কাছে থেকে প্রকল্পের স্থানীয় পর্যায়ে ঠিকাদার নিয়োগ, ঠিকাদারদের অসহযোগিতা ও অনিয়ম, নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান ইত্যাদি নিয়ে অভিযোগ উঠে এসেছে (এফজিডি ২, ৩, ৬, ৯, ১০ ও ১২; মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার ১; কেস স্টাডি ১ ও ২) । পরবর্তীতে স্মৃতিস্তম্ভসমূহ পরিদর্শনকালে এ সমস্ত অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকার PWD অফিসে খোঁজ নিয়েও এ সংক্রান্ত কোন উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে স্মৃতিস্তম্ভসমূহ পরিদর্শনপূর্বক ইঞ্জিনিয়ার প্রদত্ত তথ্যসমূহ (অধ্যায় ৫, পৃষ্ঠা ৩৫-৩৮) বিশ্লেষণে স্মৃতিস্তম্ভসমূহের যে বর্তমান বেহাল দশার চিত্র ফুটে উঠেছে তার দ্বারা সমীক্ষার গুণগত তথ্য সংগ্রহের সময় উঠে আসা অভিযোগ গুলোর সত্যতা পাওয়া যায়।

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে, এটি একটি রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। সীমিত আকারে হলেও কোন কোন প্রকল্প এলাকায় তরুণ ও যুবসমাজ ৭১-এর চেতনায় উজ্জীবিত হয়েছে। সীমিত আকারে হলেও এ প্রকল্পটি মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মৃতি স্থানীয় পর্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে ।

অনেক ক্ষেত্রেই স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির জন্য বধ্যভূমির উপযুক্ত স্থান চিহ্নিত হয়নি। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত করা হয়নি। প্রকল্পটির বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়েছে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকল্পটি বুঝে দেওয়া হয়নি। প্রকল্প পরবর্তী সময়ে স্মৃতিস্তম্ভগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়নি। নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান নিশ্চিত করা হয়নি এবং প্রকল্প কাজের পর্যাপ্ত তদারকি ও নজরদারির অভাব ছিল। বেশিরভাগ বধ্যভূমিতে কোন নাম ফলক নেই এবং প্রকল্প অঞ্চলকে পর্যটন খাতের সাথে সংযুক্ত করা হয়নি। প্রকল্প এলাকায় কোন ধরনের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক পাঠাগার, যাদুঘর কিংবা কোন নান্দনিক মুর‌্যাল বা স্থাপনা তৈরি করা হয়নি।

এ স্মৃতিস্তম্ভগুলোর আরও উন্নয়নসাধন করে সমগ্র দেশের কোটি কোটি তরুণ ও যুবসমাজকে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব। সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা বধ্যভূমিসমূহে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে প্রত্যেকটা স্থানকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্রছাত্রীদেরকে বছরে একবার বধ্যভূমি পরিদর্শনে নিয়ে আসা সম্ভব। ভবিষ্যতে এ প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ, মুক্তিযোদ্ধা, সুশীল সমাজ, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা সম্ভব। বধ্যভূমিসমূহে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভগুলোকে পর্যটন খাতের সাথে যুক্ত করে পর্যটন খাতকে শক্তিশালী করা সম্ভব। নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভগুলোর সাথে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক পাঠাগার, যাদুঘর, মুক্তমঞ্চ ও মিলনায়তন তৈরি করে বধ্যভূমিসমূহকে একটি "মুক্তিযুদ্ধ চর্চা কেন্দ্র" হিসেবে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

স্থাপনাগুলো অনেকটা অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে এবং বেশিরভাগ বধ্যভূমিতে নিরাপত্তা বেষ্টনী বা সীমানা প্রাচীর নেই । বেশিরভাগ বধ্যভূমিই প্রচন্ড নোংরা ও ময়লা আবর্জনা পরিপূর্ণ এবং অনেকটা পরিত্যক্ত স্থানের মত পরে আছে। স্থানীয় অধিবাসীরা বধ্যভূমিসমূহে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভগুলোর ব্যাপারে নির্বিকার।

এ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ করে স্পষ্টতই বলা যায় যে, এ প্রকল্পটি যে উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়েছিল তা পুরোপুরি সফল হয়নি। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত কোন সামাজিক প্রভাব এ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় উঠে আসেনি। উত্তরদাতাদের সাথে নিবিড় আলোচনা করেও এ প্রকল্পের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। মূলত স্মৃতিস্তম্ভগুলোকে সমাজের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের সাথে সংযুক্ত করা হয়নি। এ প্রকল্পটির সাথে পর্যটন খাতকে সংযুক্ত করা হয়নি।

বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্পটিকে সমন্বিত ব্যবস্থাপনার ভিতরে আনা যেতে পারে যেখানে স্থানীয় প্রশাসন, সুশীল সমাজের সদস্য ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। জেলার মাসিক উন্নয়ন সভায় এজেন্ডা এনে বধ্যভূমিসমূহে অবস্থিত স্মৃতিস্তম্ভসমূহ সুচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য আলোচনা করা এবং একটি বাৎসরিক বাজেটের সংস্থান রাখা যেতে পারে। স্থানীয় প্রশাসন, শিল্পকলা একাডেমি বা মুক্তিযুদ্ধ ট্রাস্ট জাদুঘরের আয়োজনে মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা বিভিন্ন স্তরের (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক) শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাগুলো শোনান যেতে পারে। বধ্যভূমিসমূহে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভগুলোর সাথে মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগার, যাদুঘর, মুক্তমঞ্চ/মিলনায়তন তৈরি করে বধ্যভূমিসমূহকে একটি "মুক্তিযুদ্ধ চর্চা কেন্দ্র" হিসেবে রূপান্তরিত করা সম্ভব। স্মৃতিস্তম্ভসমূহের আশে পাশে পর্যটন কেন্দ্র/পিকনিক স্পট

ইত্যাদি দর্শনীয় স্থাপনা গড়ে তোলা যেতে পারে। শহীদ বীরশ্রেষ্ঠদের ম্যুরাল এবং এপিটাফ স্মৃতিস্তম্ভের পাশে স্থাপন করা যেতে পারে। বধ্যভূমিসমূহে নিহত প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার নাম আলাদা আলাদা করে খোদাই করে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। স্থাপনাগুলোতে নাম ফলক লাগানো ও নিরাপত্তার জন্য নিয়মিত পুলিশ টহলের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্মৃতিস্তম্ভসমূহে ন্যূনতম একজন পরিচ্ছন্নতা কর্মী ও একজন নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ করা যেতে পারে। নকশা অনুযায়ী ভাল করে সীমানা প্রাচীর ও দর্শনার্থীদের জন্য খাবারের কেন্টিন ও টয়লেটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বধ্যভূমিসমূহে বাস্তবায়িত এবং নতুন বাস্তবায়ন হতে যাওয়া স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ ও সংরক্ষণ প্রকল্পটিকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (যেমন জেলা/উপজেলা পরিষদ) এর নিকট হস্তান্তর করা যেতে পারে। জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে (উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে) “বধ্যভূমি স্মৃতিস্তম্ভসমূহ ব্যবস্থাপনা কমিটি” গড়ে তোলা যেতে পারে। নিহত শহীদদের পরিবারকে ব্যবস্থাপনার কাজে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

প্রকল্পের সব অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন করা দরকার এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বাড়ানো যেতে পারে। নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে বধ্যভূমির এলাকা নির্ধারণ কল্পে নতুন সমীক্ষা এবং স্থানীয় অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রয়োজন। ভবিষ্যতে যেকোনো প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত নীতিমালা সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করা দরকার। স্মৃতিস্তম্ভসমূহের পবিত্রতা ও ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং দেশের স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস এবং অন্যান্য দিবসসমূহ বাইরে উদযাপন না করে বধ্যভূমিসমূহে আয়োজন করা যেতে পারে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের বধ্যভূমিসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সংযোজন করা যেতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ১৪ই ডিসেম্বর স্মৃতিস্তম্ভসমূহ পরিদর্শন করানো যেতে পারে। এ ব্যাপারে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে জেলার প্রতিটি স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা থেকে প্রতি বছর একবার করে হলেও স্মৃতিস্তম্ভসমূহ পরিদর্শন করার জন্য বলা যেতে পারে। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের ভিত্তিতে স্মৃতিস্তম্ভগুলো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে প্রবাসী এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জড়িত করা যেতে পারে।

সমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্যাদির উপরে ভিত্তি করে বলা যায় যে, সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুযায়ী কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করলে এবং এ সমীক্ষার দ্বারা প্রণীত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করলে প্রকল্পটির পরবর্তী পর্যায়ের উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ হবে বলে আশা করা যায়।

অধ্যায় ১

ভূমিকা

১.১ পটভূমিঃ

১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে পাকহানাদার বাহিনী কর্তৃক এদেশের নিরীহ বাঙালিকে নির্মমভাবে বধ্যভূমিতে নিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। তাঁদের স্মৃতিসমূহ অম্লান করে রাখার জন্য বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন পর্যায়ে সারাদেশের "মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্পের" আওতাধীন বধ্যভূমিতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এর ফলশ্রুতিতে গত ২৬/১২/২০০০ তারিখে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভায় প্রকল্পের ডিজাইন চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৭/০১/২০০১ তারিখে ৭ টি জেলার জেলা প্রশাসকদের নিয়ে স্থান নির্বাচনের জন্য একটি সভা করা হয়। উক্ত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ৭ টি জেলার ৯ টি স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এসব স্মৃতিস্তম্ভসমূহ সঠিকভাবে নির্মাণের জন্য ২১/০৩/২০০১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির মাধ্যমে প্রস্তাবিত স্মৃতিস্তম্ভ সমূহের নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধান করা হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশের ৭ টি ব্যক্তি মালিকানাধীন বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য প্রকল্প সারপত্র পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করে। ২০০০-২০০১ সালের এডিপিতে "মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ" প্রকল্পের নাম আংশিক পরিবর্তন করে ২০০০-২০০১ সালের সংশোধিত এডিপিতে "১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ" প্রকল্পের নাম রাখা হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ০৫-০৩-২০০২ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভার মাধ্যমে এ প্রকল্পটি অনুমোদনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। এ প্রকল্পের পিসিপি পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে ২৪-৮-২০০২ তারিখে অনুমোদিত হয় যার আরোপিত ব্যয় ৫৯৭.৩৬লাখ টাকা এবং অনুমোদিত পিসিপি এর ওপর ভিত্তি করে প্রকৃত পিপি তৈরি করা হয়। এ পরিমার্জিত পিপি নিয়ে পরিকল্পনা কমিশনে ১২-২-২০০৪ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের একটি সভা করা হয় । সভার সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৩ টি বধ্যভূমি থেকে ৩৫ টি বধ্যভূমি নির্বাচন করা হয়।

১.২ প্রকল্পের বিবরণীঃ

টেবিল ১.১: প্রকল্পের বিবরণী

প্রকল্পের বিবরণী	
প্রকল্পের নাম	১৯৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্প
প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	গণপূর্ত অধিদপ্তর
প্রকল্পের অবস্থান	১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত ৩৫ টি বধ্যভূমি

১.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ ও ব্যয়ঃ

টেবিল ১.২: প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় ও ব্যয়

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		
১	২	৩	৪	৫	৬	৮
মোটঃ৫৯৭.৩৬ জিওবিঃ৫৯৭.৩৬	মোটঃ ৫৭৪.৫৭ জিওবিঃ ৫৭৪.৫৭	মোটঃ ৫৭৪.৫৭ জিওবিঃ ৫৭৪.৫৭	জুলাই ২০০২ হতে জুন ২০০৪	জুলাই ২০০২ হতে জুন ২০০৬	জুলাই ২০০২ হতে জুন ২০০৮	৪ বছর (২০০%)

উৎসঃ আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন, জুন ২০০৮

টেবিল ১.৩: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) :

ক্রমিক নং	পিপি অনুযায়ী কাজের অঙ্গ	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		বাস্তবায়ন
			আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৭
১	জনবল	-	০.৯৪	-	-
২	বাংলাদেশের সর্বত্র বধ্যভূমিতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ	সংখ্যা	৩৯৬.৫২	৩৫	৩৩
৩	ভূমি ব্যয়	একর	১২২.২৮	১১.৫৪৯	-
৪	যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র	সংখ্যা	৫.০০	৩৭	৩৭
৫	যানবাহন				
	ক) ১ টি জীপ সিএনজি কনভার্সন	সংখ্যা	২৪.৬২	১	১
	খ) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	LS	৩.০০	-	-
	গ) জ্বালানী	LS	৫.০০	-	-
৬	আনুষাঙ্গিক ব্যয়	LS	১৭.২৫	-	-
	মোট		৫৭৪.৫৭	-	-

টেবিল ১.৪: প্রকল্পের বছর ভিত্তিক ব্যয়

অর্থবছর	সংশোধিত বরাদ্দ এবং বাস্তব অগ্রগতি			ব্যয় এবং বাস্তব অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	প্রাঃ সাঃ	মোট	টাকা	প্রাঃ সাঃ	বাস্তব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০০২-০৩	১৮২.৫০	১৮২.৫০	-	১৭৭.০০	১৭৭.০০	-	৯৬%
২০০৩-০৪	১০০.০০	১০০.০০	-	৪৬.৮৭	৪৬.৮৭	-	৪৭%
২০০৪-০৫	৩৫.০০	৩৫.০০	-	১১.৯১	১১.৯১	-	৩৪%
২০০৫-০৬	২৬৩.০০	২৬৩.০০	-	২৩৮.০৪	২৩৮.০৪	-	৯০%
২০০৬-০৭	৮০.০০	৮০.০০	-	৩৮.৯৯	৩৮.৯৯	-	৪৯%
২০০৭-০৮	৩১.০০	৩১.০০	-	২১.৫৭	২১.৫৭	-	৭০%

উৎসঃ আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন, জুন ২০০৮

১.৪ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ

১৯৭১ সালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহের মধ্যে এ পর্যন্ত চিহ্নিত ১৯৩ টি বধ্যভূমির মধ্যে ৩৫ টি বধ্যভূমিতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ ও তা সংরক্ষণ করা।

১.৫ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্যঃ

যে সমস্ত উদ্দেশ্য এসব স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছে তার সফলতা কতখানি এবং এলাকার যুবসমাজের মানসপটে এ কর্মসূচি কি প্রভাব ফেলেছে তার অবস্থা মূল্যায়ন করা।

১.৬ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্যসমূহ (ToR অনুযায়ী):

ক	প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িত বিভিন্ন অঙ্গ ও কর্মকান্ডসমূহের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন যাচাই এবং কোন ধরনের বিচ্যুতি বা প্রতিবন্ধকতা থেকে থাকলে তার কারণ চিহ্নিত করা।
খ	প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পের বর্তমান পরিস্থিতি কেমন তা পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য করা।
গ	প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহ (পণ্য, সেবা ও নির্মাণ কার্যক্রমের) পদ্ধতি (দরপত্র আহ্বান, দরপত্র মূল্যায়ন, ক্রয় পদ্ধতি
ঘ	প্রকল্প এলাকার বর্তমান অবস্থা ও প্রকল্পের নথিপত্র অনুযায়ী SWOT (সবল, দুর্বল, সুযোগ এবং ঝুঁকি) বিশ্লেষণ করা।
ঙ	প্রকল্প এলাকায় স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনার প্রভাব মূল্যায়ন বিশেষত যুবসমাজের উপর এ প্রকল্পের সামাজিক-সংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক কার্যকারিতা যাচাই করা।
চ	প্রকল্প এলাকার মূল স্তম্ভ, চারপাশের দেয়াল ও অবকাঠামো নির্মাণের প্রভাব মূল্যায়ন করা।
ছ	প্রকল্প কর্মকান্ডসমূহের আরও কার্যকরী ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ ও তা থেকে আরও ভালো প্রকল্প ভবিষ্যতে যাতে বাস্তবায়ন করা যায় তার সুপারিশমালা প্রণয়ন করা।

১.৭ প্রকল্পের অঙ্গঃ

প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহঃ		
ক	ভূমি অধিগ্রহণ/ ভূমিক্রয়	
খ	পূর্তকাজ	
	১	মূল স্তম্ভ
	২	চারপাশের দেয়াল, পতাকা রাখার স্থান এবং বেদীমূল
	৩	কেন্দ্রীয় চত্বর
	৪	মূল প্রবেশ পথ
	৫	অভিবাদন গ্রহণের স্থান
গ	সমীক্ষা ও নকশা	

১.৮ প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়া

গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত মোট ৩৫ টি প্যাকেজের মধ্যে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে শেরপুর, ময়মনসিংহ, নাটোর, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ফরিদপুর ও বাগেরহাটসহ প্রতিটি জেলার ১ টি করে মোট ৮ টি প্যাকেজের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ সকল প্যাকেজসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, সরকারি ক্রয় নীতিমালা অনুসারে নমুনা প্যাকেজগুলোর ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত দ্রব্য, মালামাল, সেবা ও নির্মাণ কাজে কেন্দ্রীয় অফিসের প্রকল্পের কর্মকর্তারা পিপিএ ২০০৩ ও পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

সমীক্ষার গুণগত তথ্য সংগ্রহের সময় উত্তরদাতাদের কাছে থেকে প্রকল্পের স্থানীয় পর্যায়ে ঠিকাদার নিয়োগ, ঠিকাদারদের অসহযোগিতা ও অনিয়ম, নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান ইত্যাদি নিয়ে অভিযোগ উঠে এসেছে (এফজিডি ২, ৩, ৬, ৯, ১০ ও ১২; মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার ১; কেস স্টাডি ১ ও ২) । পরবর্তীতে স্মৃতিস্তম্ভসমূহ পরিদর্শনকালে এ সমস্ত অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকার PWD অফিসে খোঁজ নিয়েও এ সংক্রান্ত কোন উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে স্মৃতিস্তম্ভসমূহ পরিদর্শনপূর্বক ইঞ্জিনিয়ার প্রদত্ত তথ্যসমূহ (অধ্যায় ৫, পৃষ্ঠা ৩৫-৩৮) বিশ্লেষণে স্মৃতিস্তম্ভসমূহের যে বর্তমান বেহাল দশার চিত্র ফুটে উঠেছে তার দ্বারা সমীক্ষার গুণগত তথ্য সংগ্রহের সময় উঠে আসা অভিযোগ গুলোর সত্যতা পাওয়া যায়।

সার্বিক দিক বিবেচনা করলে এটি স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে, এ প্রকল্পের প্রকিউওরমেনট প্রক্রিয়া যথেষ্ট সঙ্গাতিপূর্ণ ছিল। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকিউওরমেনট প্রক্রিয়া যথেষ্ট সঙ্গাতিপূর্ণ থাকা সত্বেও স্থানীয় পর্যায়ে ঠিকাদারদের অসহযোগিতা ও অনিয়মের কারণে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি (দ্রষ্টব্যঃ অধ্যায় ৫- স্মৃতিস্তম্ভসমূহ পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য)। Case study হিসেবে স্থানীয় পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, বোতলগাড়ী, সৈয়দপুর, নীলফামারীতে স্থানীয় সংসদ সদস্যের চাপে পড়ে স্মৃতিস্তম্ভটির নকশাতে ব্যত্যয় ঘটেছে। একইভাবে চাঁচড়া, রায়পাড়া, কোতোয়ালি, যশোর এর স্মৃতিস্তম্ভটির নকশাতে ব্যত্যয় ঘটেছে কারণ সেখানে একটি মন্দির ছিল। ইচ্ছে করলেই যশোর এর স্মৃতিস্তম্ভটি একটু উত্তর কিংবা দক্ষিণে বড় জায়গায় করা যেত।

১.৯ প্রকল্পের অর্থায়ন সম্পর্কে পর্যালোচনা

প্রকল্পের অর্থায়নের উৎস মূলত জিওবি'র নিজস্ব তহবিল। প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ৫৭৪.৫৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির মোট প্রকৃত ব্যয়ও ৫৭৪.৫৭ লক্ষ টাকা। জমির দাম ছাড়া (কোন কোন জায়গায়) প্রতিটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করতে প্রায় ১১ লাখ ৩৩ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে।

১.১০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ

প্রকল্প বাস্তবায়নে DPP-এর কর্মপরিকল্পনা এ কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যত্যয় ঘটেছে, প্রকল্প বাস্তবায়নে বেশি সময় লেগেছে এবং বধ্যভূমি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রুটি ছিল (দ্রষ্টব্যঃ অধ্যায় ৫- স্মৃতিস্তম্ভসমূহ পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য)।

১.১১ প্রকল্পের কাজ বিলম্বের কারণ

কিছু কিছু স্থান ব্যক্তি মালিকানাধীন হওয়ায় জমি অধিগ্রহণে সমস্যা, নকশায় জটিলতা (যেমন সীমানা প্রাচীর নকশায় ছিলনা), ঘনঘন পিডি পরিবর্তন, টাকা ছাড়করণে বিলম্ব (টেবিল ১.৪), নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান যাচাইয়ের ঘাটতি, পর্যাপ্ত ও কার্যকরী সভার ঘাটতি, আলোচনা ও পরিকল্পনার ঘাটতি, দায়িত্বে অবহেলা ইত্যাদি কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়েছে। প্রকল্পটির এ অবস্থার জন্য কোন ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথাও শোনা যায়নি।

১.১২ প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য নির্বাচিত ৩৫ টি বধ্যভূমির তালিকা

টেবিল ১.৫ : প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য নির্বাচিত ৩৫ টি বধ্যভূমির তালিকা

ক্রমিক নং	বধ্যভূমির নাম
০১	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বধ্যভূমি।
০২	**মুসলিমবাজার/ শিয়ালবাড়ি বধ্যভূমি, মিরপুর, ঢাকা।**
০৩	চুকনগর বধ্যভূমি, খুলনা।
০৪	চট্টগ্রাম পাহাড়তলি বধ্যভূমি, চট্টগ্রাম।
০৫	সিলেট ক্যাডেট কলেজ সংলগ্ন বধ্যভূমি, সিলেট।
০৬	**হবিগঞ্জ বধ্যভূমি, হবিগঞ্জ।**
০৭	**বরিশাল বধ্যভূমি, বরিশাল।**
০৮	**দানাপাটুলি ইউনিয়নে দুলদিয়া ব্রিজ সংলগ্ন বধ্যভূমি, কিশোরগঞ্জ।**
০৯	মানিকগঞ্জ উপজেলা অফিস থেকে ১৫০ গজ পূর্বে বিআরডিবি স্থানীয় এলাকা, মানিকগঞ্জ।
১০	চকদুলু নারায়ণপুর বধ্যভূমি, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।
১১	১ নং আমরখানা বিডিআর সীমান্ত ফাড়ির উত্তর পশ্চিমে চাওয়াই নদীর পাড়ে ঈদগাহ মাঠ সংলগ্ন বধ্যভূমি, পঞ্চগড় সদর।
১২	মুন্সিগঞ্জ সদর, হরগঙ্গা ডিগ্রি কলেজ বধ্যভূমি, মুন্সিগঞ্জ।
১৩	বিষয়খালি বাজার শহীদ গোলাম মোস্তফা উচ্চ বিদ্যালয় বধ্যভূমি, ঝিনাইদহ।
১৪	রহনপুর স্টেশনের পশ্চিমে বিডিআর ক্যাম্পের সামনে গণকবর, চাপাইনবাবগঞ্জ
১৫	**রসুলপুর ফকিরহাট রেল স্টেশনের পাশে, কুমিল্লা।**
১৬	**বোতলগাড়ী, সৈয়দপুর, নীলফামারী।**
১৭	শমশের নগর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।
১৮	সোহাগদল সরকারি কলেজ সংলগ্ন বড়পুকুরের দক্ষিণপাড় ও বরছাকাঠী, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।
১৯	**চাঁচড়া রায়পাড়া, কোতোয়ালি, যশোর।**
২০	ঠাটমারি বধ্যভূমি, বাজারহাট, কুড়িগ্রাম।
২১	রাজবাড়ী রেলওয়ে স্টেশনের স্থানীয় এলাকা, রাজবাড়ী।
২২	**ফরিদপুর শহর থেকে ৩০ কি: মি: দক্ষিণে কোদালা গ্রাম, নগরকান্দা, ফরিদপুর।**
২৩	সিরাজুদ্দৌল্লাহ ক্লাবমাঠ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।
২৪	গান্ধীর ঈদগাহ, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।
২৫	সাপাহার পাহাড়পুকুর (জবাই বিল), সাপাহার, নওগাঁ।
২৬	**ফুলবাগান, নাটোর সদর, নাটোর।**
২৭	**বগুড়া রেল স্টেশনের পশ্চিম পাশে, বগুড়া সদর, বগুড়া।**
২৮	মাজপাড়া, আটঘরিয়া, পাবনা।
২৯	**শেরপুর ঝিনাইগাতি রোডে শেরপুর থেকে ১৮ কিঃ মিঃ উত্তর দিকে রাস্তার পশ্চিম পাশে, ঝিনাইগাতি, শেরপুর।**
৩০	ময়মনসিংহ জেলা পরিষদ ডাকবাংলা সংলগ্ন থানা রোড, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ।
৩১	বাগেরহাট ডাক বাংলা, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট।
৩২	কামাল কাছনা শ্মশান, কোতোয়ালি, রংপুর।
৩৩	**গৃরিধারীপুর, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।**
৩৪	সুখানপুকুর, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।
৩৫	জয়পুরহাট জেলার সদর উপজেলার পাগলা দেওয়ান গ্রামের বধ্যভূমি (কলেজ মাঠ প্রান্তে বধ্যভূমি সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ)

১.১৩ অবস্থান চিত্রঃ বাংলাদেশের মানচিত্রে সমীক্ষার জন্য নির্বাচিত ১২ বধ্যভূমির অবস্থান

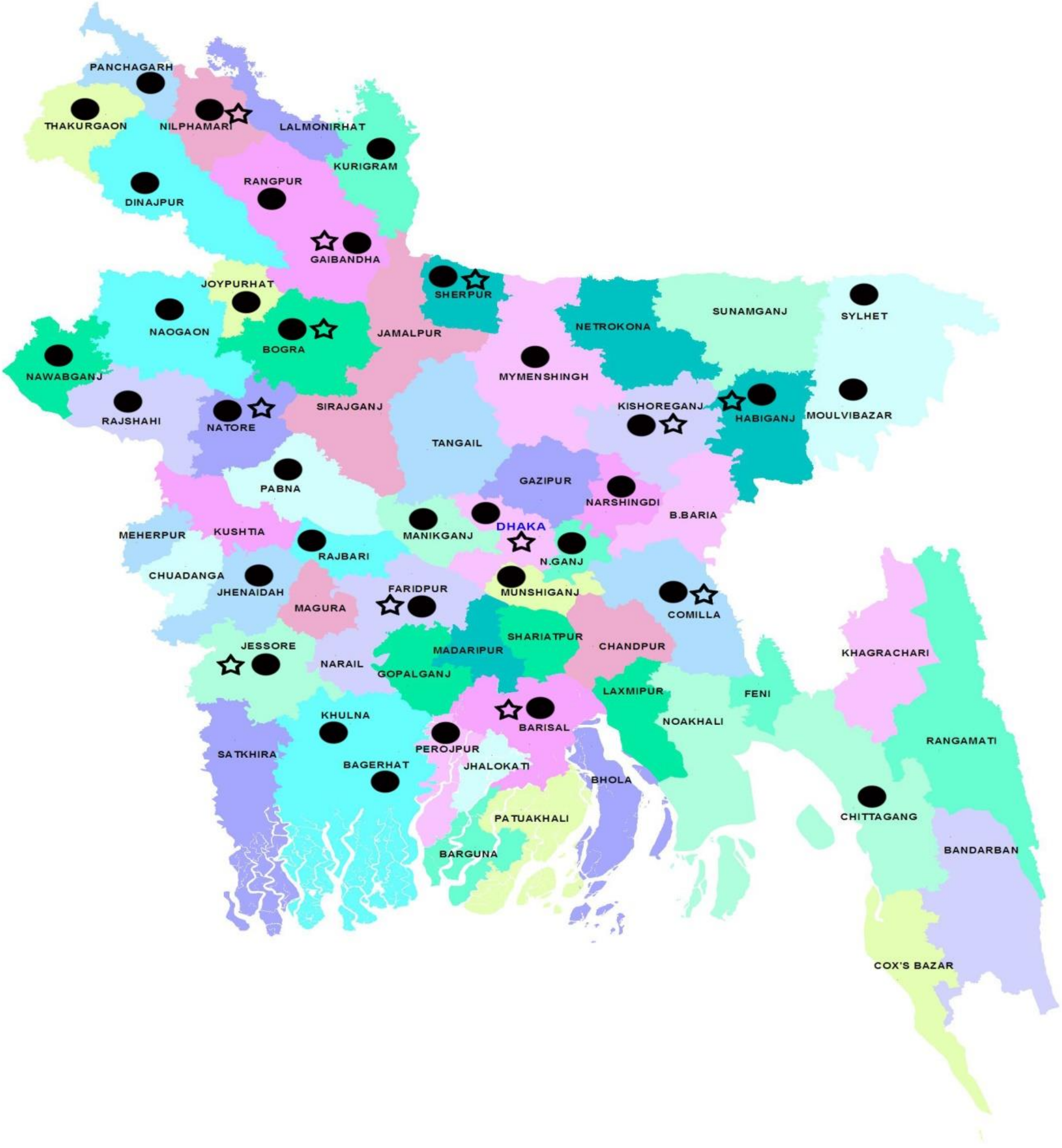

প্রকল্প এলাকার অবস্থান	●
সমীক্ষা এলাকার অবস্থান	☆

অধ্যায় ২

সমীক্ষা পদ্ধতি ও কার্যপরিকল্পনা

এ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। এ পদ্ধতিটি আইএমইডি এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও গণপূর্ত অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রকল্প বাস্তবায়নের অবস্থা মূল্যায়ন, ফলাফল ও সহায়তা সংক্রান্ত বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে সম্পৃক্ত করেছে। মূল্যায়ন সমীক্ষাটির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার যথা দলীয় আলোচনা, প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে মাঠ সমীক্ষা, প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি তথ্য সংগ্রহ, স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা, প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং প্রকল্প এলাকায় পরিদর্শন ইত্যাদি কার্যক্রম পালন করা হয়েছে। নমুনা সংগ্রহের জন্য সংখ্যাগত ও গুণগত এ দুই ধরনের পদ্ধতিই ব্যবহার করা হয়েছে।

২.১ ধারণাগত কাঠামোঃ

নিম্নে বর্ণিত বিস্তারিত সূচক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও প্রভাব মূল্যায়ন বিষয়টি পরিমাপ করা হয়েছে।

টেবিল ২.১ : প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য ও প্রভাব মূল্যায়ন বিষয়টি পরিমাপ করার ধারণাগত কাঠামো

Input	Output	Outcome	Impact
ক	খ	গ	**ঘ**
➲	➲	➲	
১.নির্মাণ সামগ্রী ২. শ্রমিক ৩.ইলেক্ট্রো-মেকানিকাল সামগ্রী ৪.স্থাপত্য সামগ্রী ও সেবা ৫.জমি ও মূলধন	১. মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সহযোগিতায় পিডব্লিউডি কর্তৃক ৩৫ টি বধ্যভূমিতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ ২. মূল স্তম্ভ তৈরি ৩. চারপাশের দেয়াল তৈরি ৪. পতাকা রাখার স্থান এবং বেদীমূল তৈরি ৫. কেন্দ্রীয় চত্বর তৈরি ৬. মূল প্রবেশ পথ তৈরি ৭. অভিবাদন গ্রহণের স্থান তৈরি	১. ১২ টি সমীক্ষা এলাকায় বধ্যভূমির মধ্যে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছে। ২. সব জায়গায় ৩৫ ফুট উঁচু স্তম্ভ নির্মিত হয়নি। ৩. ১২ টি সমীক্ষা এলাকায় কোথাও ৫ ফুট উচ্চতার বেষ্টনী দেয়াল নির্মিত হয়নি। ৪. সব জায়গায় পতাকা রাখার স্থান নির্মিত হয়নি। ৫. সব জায়গায় ৬০ ফুট X ৩০ ফুট মূল প্রবেশ পথ নির্মিত হয়নি। ৬. সব জায়গায় ৮০ ফুট X ৮০ ফুট কেন্দ্রীয় চত্বর ও অভিবাদন গ্রহণের স্থান নির্মিত হয়নি। ৭. এলাকার মানুষদের মধ্যে ভালভাবে সচেতনতা সৃষ্টি হয়নি।	১. মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের আত্মত্যাগের কাহিনী দেশে এবং বিদেশে মানুষ ভালভাবে জানতে পারেনি। ২. ৩৫ টি বধ্যভূমিতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হওয়ার কারণে ঐ এলাকাসমূহের তরুণ ও যুবসমাজ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ভালভাবে উজ্জীবিত হয়নি। ৩. বধ্যভূমিতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হওয়ার কারণে ঐ এলাকাসমূহের তরুণ, যুবসমাজ এবং আপামর জনসাধারণ মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আশাব্যঞ্জকভাবে উজ্জীবিত হয় নাই।

২.২ তথ্য সংগ্রহের কার্যপদ্ধতিঃ
প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় তথ্য সংগ্রহ ও ফলাফল নিরূপণের জন্য নিম্নরূপ পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ করা হয়েছেঃ

(১) নথি অনুসন্ধানঃ বাহ্যিক ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিপরীতে প্রকৃত অগ্রগতি নিরূপণের উদ্দেশ্য প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত নথিসমূহ (যেমনঃ ডিপিপি, পিসিআর ইত্যাদি) পর্যালোচনা করা হয়েছে।

(২) সংখ্যাগত সমীক্ষাঃ প্রকল্প এলাকাসমূহের ৩ ধরনের বয়সসীমার উত্তরদাতাদের থেকে অনুমোদিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রকল্পের সাফল্য সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করে প্রকল্পের প্রভাব সম্পর্কে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

(৩) পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টঃ পর্যবেক্ষণের জন্য চেকলিস্টের মাধ্যমে নমুনায়িত প্রকল্প এলাকায় নির্মিত স্থাপনার বর্তমান অবস্থাসহ নানাবিধ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সরেজমিন পর্যবেক্ষণ, বিভিন্ন রেজিস্টার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও স্থানীয় পর্যায়ে আলোচনা করে এ চেকলিস্ট পূরণ করা হয়েছে। নমুনায়িত প্রকল্প এলাকা এই কার্যক্রমের আওতায় ছিল।

(৪) দলীয় আলোচনাঃ গুণগত বিশ্লেষণের জন্য সমীক্ষা জেলাসমূহের মধ্যে প্রতিটি জেলায় (১২ টি জেলায়) দলীয় আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেক দলীয় আলোচনায় ৮-১০ জন অংশগ্রহণকারী ছিল। দলীয় আলোচনার অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে দলীয় আলোচনাগুলো এমন একটি স্থানে করা হয়েছিল যাতে সকল ধরনের অংশগ্রহণকারী সহজে অংশগ্রহণ করতে পেরেছে এবং অবাধে মতামত দিতে পেরেছে। অনুমোদিত গাইডলাইন অনুযায়ী প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য দলীয় আলোচনা করা হয়েছে। দলীয় আলোচনায় নিম্নোক্ত ধরনের উত্তরদাতাগণ অংশগ্রহণ করেছিলেনঃ

ক. বীর মুক্তিযোদ্ধা;
খ. শিক্ষক;
গ. শিক্ষার্থী;
ঘ. স্থানীয় প্রশাসন;
ঙ. স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও
চ. স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ

(৫) মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকারঃ প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছেঃ

ক. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি;
খ. গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি;
গ. পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি;
ঘ. আইএমইডি এর প্রতিনিধি

(৬) কেস স্টাডিঃ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য সমীক্ষায় নিম্নোক্ত ধরনের উত্তরদাতাদের কেস স্টাডি করা হয়েছেঃ

ক. বীর মুক্তিযোদ্ধা;
খ. বীরাঙ্গনা

(৭) কর্মশালাঃ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালা করা হয়েছে।

২.৩ সমীক্ষার উত্তরদাতাগণের নমুনা শ্রেণীবিন্যাসঃ

সমীক্ষার জনগোষ্ঠী ছিল ১৬-২৯, ৩০-৫৯ ও ৬০ উর্ধ্ব এই ৩ ধরনের বয়সসীমার।

২.৪ নমুনা জেলাসমূহঃ

টেবিল ২.২ : নমুনা জেলাসমূহ

ক্রমিক নং	বিভাগসমূহ	নমুনা জেলার ক্রমিক নং	জেলাসমূহ
১	ঢাকা	১	ঢাকা
		২	ফরিদপুর
		৩	কিশোরগঞ্জ
২	সিলেট	৪	হবিগঞ্জ
৩	চট্টগ্রাম	৫	কুমিল্লা
৪	বরিশাল	৬	বরিশাল
৫	খুলনা	৭	যশোর
৬	ময়মনসিংহ	৮	শেরপুর
৭	রাজশাহী	৯	নাটোর
		১০	বগুড়া
৮	রংপুর	১১	গাইবান্ধা
		১২	নীলফামারী

২.৫ সংখ্যাগত সমীক্ষার নমুনা আকারঃ

মূল্যায়নের সংখ্যাগত সমীক্ষার জন্য নিম্নের সূত্র অনুযায়ী নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

$$n = \frac{p(1-p)\times Z^2}{e^2}\times Deff$$ [1]

where,
n= required sample size
p= in the absence of any information on p it is considered 50% or .50
e = margin of error=5%
Z= 1.96 which corresponds to the 95% confidence level at 5% significance level
Deff (Design Effect) = 1.5

$$n = \frac{p(1-p)Z^2}{e^2}\times Deff$$

$$= \frac{.50(.50)\times(1.96)^2}{(.05)^2}\times 1.5$$

= 576

তিন ধরনের বয়সসীমা অনুযায়ী নমুনা সংখ্যার বিতরণঃ

১৬-২৯ = .৪৫× ৫৭৬ = ২৫৯
৩০-৫৯ = .৩৭× ৫৭৬ = ২১৩
৬০ উর্ধ্ব= .১৮× ৫৭৬ = ১০৪
সর্বমোট = ৫৭৬[2]

---

[1]Fisher, R.A. (1973). *Statistical Methods and Scientific Inference*, 3rd ed. Hafner Press, London.
[2]বিবিএস কর্তৃক প্রণীত জাতীয় আদমশুমারি ২০১১ এর তথ্য এবং পিপিএস পদ্ধতি অনুসরণ করে নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত নারী ও পুরুষদের শতকরা ভাগঃ

টেবিল ২.৩ : সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত নারী ও পুরুষদের শতকরা ভাগঃ

ক্রমিক নং	বয়সসীমা	শতকরা ভাগ	
		পুরুষ	নারী
০১	১৬-২৯	৫০%	৫০%
০২	৩০-৫৯	৫০%	৫০%
০৩	৬০ উর্ধ্ব	৭০%	৩০%[3]

- বধ্যভূমির ২ কি.মি এর মধ্যে তথ্য নেওয়া হয়েছে।
- ১ম বাড়িতে (১৬-২৯), ২য় বাড়িতে (৩০-৫৯) এবং ৩য় বাড়িতে (৬০ উর্ধ্ব) বয়সসীমা অনুযায়ী উত্তরদাতা বাছাই করা হয়েছে।
- ১ম বাড়ীতে পুরুষ এবং ২য় বাড়িতে নারী উত্তরদাতা বাছাই করা হবে (১৬-২৯ এবং ৩০-৫৯ বয়সসীমার ক্ষেত্রে) কিন্তু ৬০ উর্ধ্ব বয়সসীমার ক্ষেত্রে প্রতি ৩ বাড়ি অন্তর একজন নারী উত্তরদাতা বাছাই করা হয়েছে।

নমুনা বাছাই এবং গণনা করার জন্য একটি সুসজ্জিত পরিসংখ্যানের মূলনীতি অনুসরণ করে নমুনা বাছাই এবং গণনা করা হয়েছে। সমীক্ষা কাজ সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে যাতে কোন রকম ভুল ত্রুটি না থাকে। উপকারভোগী পরিবারের তালিকা বিদ্যমান না থাকায় এ সমীক্ষা কার্যক্রমের জন্য Cluster sampling ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে পাড়াকে Cluster হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

২.৬ সংখ্যাগত সমীক্ষার নমুনা বিতরণঃ

মোট নমুনা সংখ্যা ৫৭৬ কে ১২টি সমীক্ষা এলাকায় আনুপাতিক হারে বিতরণ করা হয়েছে। বধ্যভূমির আশেপাশের প্রতিটি সমীক্ষা এলাকাকে ২ কিঃ মিঃ ব্যাসার্ধ ধরে চারটি ভাগে ভাগ করে প্রতিটি থেকে Systematic Random পদ্ধতিতে ১২টি পরিবারকে সমীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। সংক্ষেপে প্রতি এলাকাকে ৪ টি পাড়ায় ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের বাড়িগুলোর শুরু-শেষ কিংবা মাঝামাঝি থেকে ১ ঘর পরপর Systematic Random পদ্ধতিতে ১ জন পুরুষ ও ১ জন ১৬-৫৯ বয়সসীমার নারী ও ৩ ঘর পরপর ১ জন ৬০ উর্ধ্ব নারীকে সাক্ষাৎকারের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। অর্থাৎ ১ম বাড়িতে (১৬-২৯), ২য় বাড়িতে (৩০-৫৯) এবং ৩য় বাড়িতে (৬০ উর্ধ্ব) বয়সসীমা অনুযায়ী উত্তরদাতা বাছাই করতে হয়েছে। নারী উত্তরদাতাদের জন্য মাঠ পর্যায়ে পৃথক নমুনা কাঠামো ব্যবহার করা হয়েছে। ১২ টি নমুনা এলাকার ৪৮ টি পাড়াতে ৫৭৬জন উত্তরদাতার উপর সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। সমীক্ষা সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণের মতামতের ভিত্তিতে ১৬-৫৯ বয়সসীমার উত্তরদাতাদের মধ্যে থেকে ৫০ শতাংশ নারী উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে। এছাড়াও ৬০ উর্ধ্ব উত্তরদাতাদের মধ্যে থেকে ৩০ শতাংশ নারী উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে।

২.৭ পর্যবেক্ষণ নমুনার আকার ও বিতরণঃ

প্রকল্পের আওতায় থাকা ৩৫টি বধ্যভূমির মধ্যে থেকে সমীক্ষার জন্য বেছে নেওয়া এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১২টি বধ্যভূমিতে পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টের দ্বারা প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থাৎ ১২ × ১ = ১২ টি পর্যবেক্ষণ।

[3]১৯৭১ এ নারীদের গৃহকর্ম ব্যতিত বাইরে সংশ্লিষ্টতা কম ছিল, এই দৃষ্টিকোণ থেকে ৬০ উর্ধ্ব নারী উত্তরদাতাদের ৫০ শতাংশের পরিবর্তে ৩০ শতাংশ নির্বাচিত করা হয়েছে।

২.৮ গুণগত সমীক্ষার নমুনা আকার ও নমুনা বিতরণঃ

টেবিল ২.৪ : গুণগত সমীক্ষার নমুনা আকার ও নমুনা বিতরণঃ

মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার	দলীয় আলোচনা	কেস স্টাডি
০৪ জন	১২ টি	০৪ টি

২.৯ দলীয় আলোচনার নমুনার আকার ও বিতরণঃ

প্রকল্পের আওতায় থাকা ৩৫টি বধ্যভূমির মধ্যে সমীক্ষা জেলাসমূহের মধ্যে প্রতিটি জেলায় (১২ টি জেলায়) দলীয় আলোচনা করা হয়েছে।

২.১০ মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকারের নমুনার আকার ও বিতরণঃ

প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ০৪ জন মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।

২.১১ কেস স্টাডির নমুনার আকার ও বিতরণঃ

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য সমীক্ষায় মোট ০৪ টি কেস স্টাডি করা হয়েছে।

টেবিল ২.৫: পরিমাণগত/সংখ্যাগত সমীক্ষা পদ্ধতি ও অনুমিত নমুনা সংখ্যা

ক্রমিক	সমীক্ষা প্রণালী	সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী	নমুনার আকার
০১	সংখ্যাগত সমীক্ষা	ক. ১৬-২৯ বয়সি নারী ও পুরুষ খ. ৩০-৫৯ বয়সি নারী ও পুরুষ গ. ৬০ বছরের উর্ধ্ব নারী ও পুরুষ	বয়সসীমা অনুযায়ী ১৬-২৯ = ২৫৯ ৩০-৫৯ = ২১৩ ৬০ উর্ধ্ব = ১০৪
০২	মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার	ক. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি খ. গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি গ. পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি ঘ. আইএমইডি এর প্রতিনিধি	মোট ১+১+১+১ =৪
০৩	দলীয় আলোচনা	ক. বীর মুক্তিযোদ্ধা; খ. শিক্ষক; গ. শিক্ষার্থী; ঘ. স্থানীয় প্রশাসন; ঙ. স্থানীয় জনপ্রতিনিধি; চ. স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ	প্রতিটি জেলায় একটি করে (মোট=১২ টি)
০৪	কেস স্টাডি	ক. বীর মুক্তিযোদ্ধা; খ. বীরাঙ্গনা (টেকনিক্যাল কমিটির সভায় ২ জন যুদ্ধশিশুকে কেস স্টাডি করার জন্য বলা হয়েছিল কিন্তু উপযুক্ত কাউকে খুঁজে না পাওয়ায় তা করা সম্ভব হয়নি)	মোট ২+২ = ৪
০৫	স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা	ক. বীর মুক্তিযোদ্ধা; খ. শিক্ষক; গ. শিক্ষার্থী; ঘ. স্থানীয় প্রশাসন; ঙ. স্থানীয় জনপ্রতিনিধি; চ. স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ; ছ. আইএমইডি প্রতিনিধি	মোট= ১
০৬	পর্যবেক্ষণ	ক. ঢাকা (মিরপুর); খ. ঢাকা (কিশোরগঞ্জ); গ. ঢাকা (ফরিদপুর); ঘ.ময়মনসিংহ (শেরপুর); ঙ. সিলেট (হবিগঞ্জ); চ. চট্টগ্রাম (কুমিল্লা) ছ. বরিশাল (সদর); জ. খুলনা যশোর); ঝ. রাজশাহী (নাটোর) ঞ. রাজশাহী (বগুড়া); ট. রংপুর (গাইবান্ধা); ঠ. রংপুর (নীলফামারী)	মোট ১২× ১ = ১২

২.১২ সমীক্ষার প্রশ্নপত্রঃ

প্রকল্পটির সুষ্ঠু সমীক্ষা ও তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রশ্নাবলি ও চেকলিস্ট উভয় কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। যেমনঃ

ক. সংখ্যাগত সমীক্ষার প্রশ্নমালা;
খ. পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট;
গ. মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকারের প্রশ্নমালা;
ঘ. দলীয় আলোচনার প্রশ্নমালা;
ঙ. কেস স্টাডির চেকলিস্ট।

২.১৩ তথ্য সংগ্রহকারীগণঃ

এ সমীক্ষার জন্য ০৬ জন তথ্য সংগ্রহকারী অনুমোদিত প্রশ্নমালা দিয়ে তথ্যসংগ্রহ করেছে। এছাড়া ০১ জন ইঞ্জিনিয়ার নির্বাচিত প্রকল্প এলাকার স্মৃতিস্তম্ভগুলো সরেজমিনে পরিদর্শন করেছে।

২.১৪ তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণঃ

তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছেঃ
ক. সমীক্ষার পটভূমি এবং উদ্দেশ্য;
খ. সমীক্ষা পদ্ধতি;
গ. সমীক্ষার প্রশ্নপত্র;
ঘ. উত্তরদাতার শ্রেণীবিন্যাস;
ঙ. উত্তরদাতাকে প্রশ্ন করার ধরন
চ. তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি এবং ধরন;
ছ. উত্তর লিপিবদ্ধকরণ;
জ.পূরণকৃত প্রশ্নপত্রসহ সমীক্ষা প্রতিবেদন জমাদানের বিষয়সমূহ।

২.১৫ তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রধান দায়িত্বসমূহঃ
ক. সমীক্ষা এলাকার বাড়িসমূহে গিয়ে তিন ধরনের বয়সসীমা (১৬-২৯, ৩০-৫৯ এবং ৬০ উর্ধ্ব) অনুযায়ী উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়েছে।
খ. নির্বাচিত উত্তরদাতার নিকট হতে সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
গ. প্রশ্নাবলির উত্তর সঠিকভাবে রেকর্ড এবং লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
ঘ. উত্তরের সম্পূর্ণতা নিশ্চিত করে প্রশ্নাবলির সঠিকতার মান নিশ্চিত করা হয়েছে।
ঙ. সংগৃহীত সম্পূর্ণ প্রশ্নমালা পরামর্শকের নিকট জমা দেওয়া হয়েছে।
চ. সংগৃহীত তথ্যেও গোপনীয়তা এবং ব্যক্তিগত তথ্যাদি গোপন রাখা হয়েছে।

২.১৬ সমীক্ষা উপকরণের মাঠ পরীক্ষাঃ

প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের পূর্বে সমীক্ষা উপকরণসমূহ (প্রশ্নপত্র, চেকলিস্ট) ৩ জন সহকারী নিয়ে মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। এ সমীক্ষায় ব্যবহৃত প্রশ্নমালা ও অন্যান্য চেকলিস্টসমূহের উপযোগিতা (পাইলটিং) ঢাকার মিরপুরস্থ বধ্যভূমি ও স্মৃতিস্তম্ভ এলাকায় গত ২৯ নভেম্বর ২০১৫ ও হবিগঞ্জ বধ্যভূমিতে গত ৪ ডিসেম্বর ২০১৫ তে যাচাই করা হয়েছে। পাইলটিং এর প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে এ সমীক্ষার ব্যক্তি পরামর্শক অধ্যাপক ড. এ এস এম আমানুল্লাহ এ সমীক্ষায় ব্যবহৃত প্রশ্নমালা ও অন্যান্য চেকলিস্টসমূহ সংশোধন ও পরিমার্জন করেছেন।

২.১৭ মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষণঃ

আইএমইডির মূল্যায়ন সেক্টরের কর্মকর্তাগণ এবং ব্যক্তি পরামর্শক তথ্যসংগ্রহ চলাকালে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করেছেন। তথ্যসংগ্রহকারীদের অবস্থানস্থল সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। তথ্য কম্পিউটারে লিপিবদ্ধ করার পূর্বেই পূরণকৃত প্রশ্নমালাসমূহ ভালোভাবে যাচাই বাছাই করা হয়েছে। প্রতিবেদন লেখার আগে সংগৃহীত তথ্যসমূহ পুনরায় ভালভাবে যাচাই বাছাই করা হয়েছে।

২.১৮ তথ্য ব্যবস্থাপনা, বিশ্লেষণ এবং প্রক্রিয়াকরণঃ

মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্ত পূরণকৃত প্রশ্নাবলি বিশ্লেষণের জন্য নিম্নের কার্যক্রমগুলো গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রশ্নাবলি সম্পাদনা ও কোডিংঃ
প্রতিটি প্রশ্নাবলি কম্পিউটারে এন্ট্রির পূর্বেই সম্পাদনা ও কোডিংয়ের কাজ করা হয়েছে।

তথ্য কম্পিউটারে এন্ট্রি ও বিশ্লেষণঃ

সম্পাদিত ও কোডিং তথ্য প্রশ্নাবলি অনুযায়ী ডেটা অপারেটরের মাধ্যমে কম্পিউটারের সফটওয়্যারে এন্ট্রি করা হয়েছে। SPSS প্যাকেজ ডেটা এন্ট্রির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল সমস্ত ভেরিয়েবলে এবং ক্রস টেবিল যা মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা প্রণয়ন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায় হতে যে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে তা সামষ্টিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং উপাত্তগুলো জেলা, বয়সসীমা ও লিঙ্গ ভেদে পৃথক করা হয়েছে। এ কাজের জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উপাত্ত টেবিল সমস্ত প্রধান সূচকের জন্য তৈরি করা হয়েছে। সেকেন্ডারি বিশ্লেষণের তথ্য ও প্রাথমিক বিশ্লেষণের উপাত্তের সাথে তুলনাপূর্বক বিস্তারিত টেবিল, বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.১৯ প্রতিবেদন প্রণয়নঃ

আইএমইডিতে উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে পরামর্শক নিম্নোক্ত প্রতিবেদনসমূহ পেশ করেছেনঃ

ক. প্রারম্ভিক প্রতিবেদনঃ
চুক্তি স্বাক্ষরের পরবর্তী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে আইএমইডি তে প্রারম্ভিক প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বিস্তারিত সমীক্ষা পদ্ধতি এবং কার্য-পরিকল্পনার ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

খ. খসড়া সমীক্ষা প্রতিবেদনঃ
খসড়া সমীক্ষা প্রতিবেদন ২৪ এপ্রিল ২০১৬ এর মধ্যে জমা দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে সমীক্ষা ফলাফল সংগৃহীত তথ্যাদির আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গ. চূড়ান্ত প্রতিবেদনঃ
সমীক্ষার খসড়া প্রতিবেদনের উপর জাতীয় কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের পরামর্শের উপর ভিত্তি করে সমীক্ষা প্রতিবেদন ১৫ মে ২০১৬ এর মধ্যে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

অধ্যায়ঃ ৩

প্রাপ্ত তথ্যের সংখ্যাগত বিশ্লেষণ

৩.১ উত্তরদাতাদের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সামাজিক পটভূমি

এ সমীক্ষায় ৫৭৬ জন উত্তরদাতাদের কাছে থেকে প্রশ্নমালার মাধ্যমে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৮৫ জন ছিলেন বিভিন্ন বয়সি নারী ও ২৯১ জন বিভিন্ন বয়সি পুরুষ। উত্তরদাতাদের মধ্যে ১৬ থেকে ২৯ বছরের উত্তরদাতা ছিলেন ৪৫.৪%, ৩০ থেকে ৫৯ বছরের উত্তরদাতা ছিলেন ৩৭.৩% এবং ৬০ উর্ধ্ব প্রবীণ উত্তরদাতা ছিলেন প্রায় ১৭% (টেবিল ৩.১) **(লেখচিত্রঃ ৩.১)**। উত্তদাতাদের প্রায় ১৩% নিরক্ষর। নিরক্ষরতার পরিমাণ ৬০ উর্ধ্ব প্রবীণদের ভিতরে বেশি। বেশিরভাগ উত্তরদাতায় সর্বনিম্ন ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ও সর্বোচ্চ স্নাতকোত্তর পর্যন্ত (টেবিল ৩.১) **(লেখচিত্রঃ ৩.২)**। উত্তরদাতাদের বেশিরভাগই ছিলেন গৃহিণী (২৫.৩%), ছাত্র (২২.২%), চাকরিজীবী (১২.৮%) ও ব্যবসায়ী (১১.৫%)। সমীক্ষায় অল্পবয়সীদের মধ্যে বেশিরভাগ ছিলেন ছাত্র (৪৭.৭%) আর বয়স্কদের ভিতরে বেশিরভাগ ছিলেন গৃহিণী (৩৫.১%) **(টেবিল ৩.১) (লেখচিত্রঃ ৩.৩)**।

সমীক্ষায় ৪৩% উত্তরদাতার মাসিক আয় ৬ থেকে ১৫ হাজার, ২৭.৩% উত্তরদাতার মাসিক আয় ৫ হাজারের নিচে এবং ১৩.৪% উত্তরদাতার মাসিক আয় ছিল ১৬ থেকে ২০ হাজার। সমীক্ষায় প্রায় ১৪% উত্তরদাতার মাসিক আয় ২১ থেকে ৫০ হাজার (টেবিল ৩.২) **(লেখচিত্রঃ ৩.৪)**। এ সমীক্ষায় প্রায় ৬১% উত্তরদাতা বিবাহিত এবং প্রায় ৩২% উত্তরদাতা অবিবাহিত। বিবাহিতদের মধ্যে প্রায় ৯০% ৩০ থেকে ৫৯ বছর বয়সি এবং অবিবাহিতদের মধ্যে প্রায় ৬৫% ১৬ থেকে ২৯ বছর বয়সি **(টেবিল ৩.১ ও ৩.২)।**

টেবিল ৩.১ উত্তরদাতাদের জেন্ডার ও বয়সসীমা

উত্তরদাতাদের বয়সসীমা	উত্তরদাতাদের লিঙ্গ		মোট
	নারী	পুরুষ	
১৬-২৯	৪৫.৩%	৪৬.৪%	৪৫.৪%
৩০-৫৯	৩৭.৫%	৩৭.১%	৩৭.৩%
৬০ উর্ধ্ব	১৭.২%	১৬.৫%	১৬.৮%
মোট	**(২৮৫) ১০০.০%**	**(২৯১) ১০০.০%**	**(৫৭৬) ১০০.০%**

লেখচিত্রঃ ৩.১ উত্তরদাতাদের বয়স এবং জেন্ডার

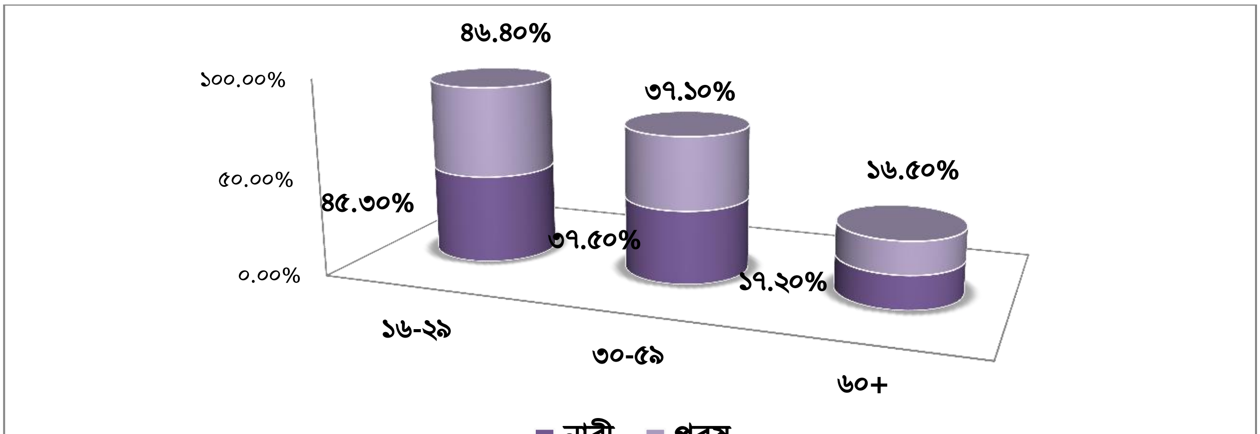

লেখচিত্রঃ ৩.২ উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

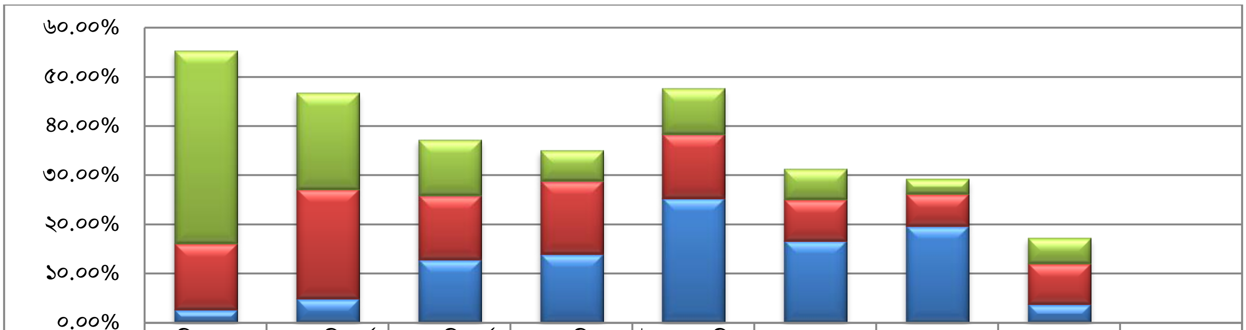

	নিরক্ষর	৫ম শ্রেণি পর্যন্ত	৮ম শ্রেণি পর্যন্ত	মাধ্যমিক	উচ্চ মাধ্যমিক	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	অন্যান্য
৬০+	৩৯.২০%	১৯.৬০%	১১.৩০%	৬.২০%	৯.৩০%	৬.২০%	৩.১০%	৫.২০%
৩০-৫৯	১৩.৫০%	২২.৩০%	১৩.০০%	১৪.৯০%	১৩.০০%	৮.৪০%	৬.৫০%	৮.৩০%
১৬-২৯	২.৭০%	৪.৯০%	১২.৯০%	১৪.০০%	২৫.৪০%	১৬.৭০%	১৯.৭০%	৩.৮০%

লেখচিত্রঃ ৩.৩ উত্তরদাতাদের পেশা

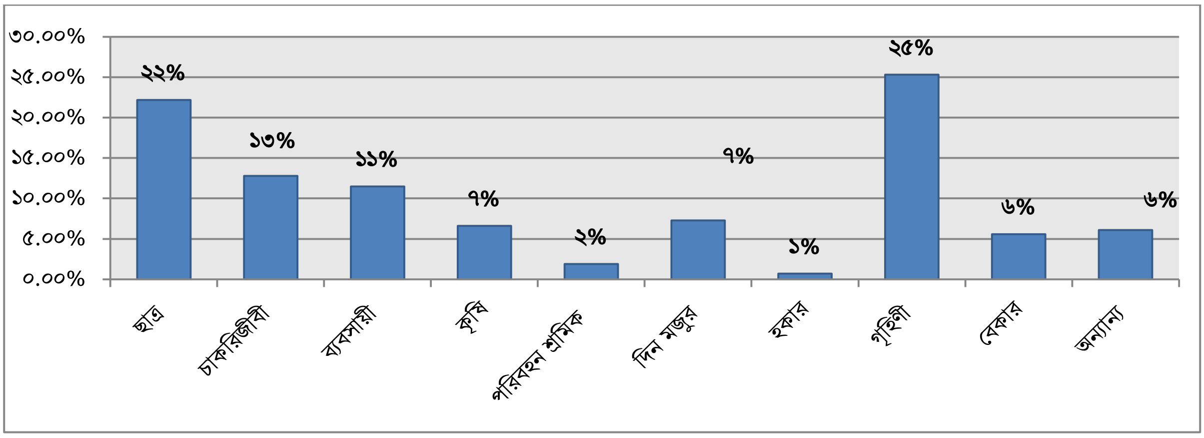

লেখচিত্রঃ ৩.৪ পরিবারের মাসিক আয়

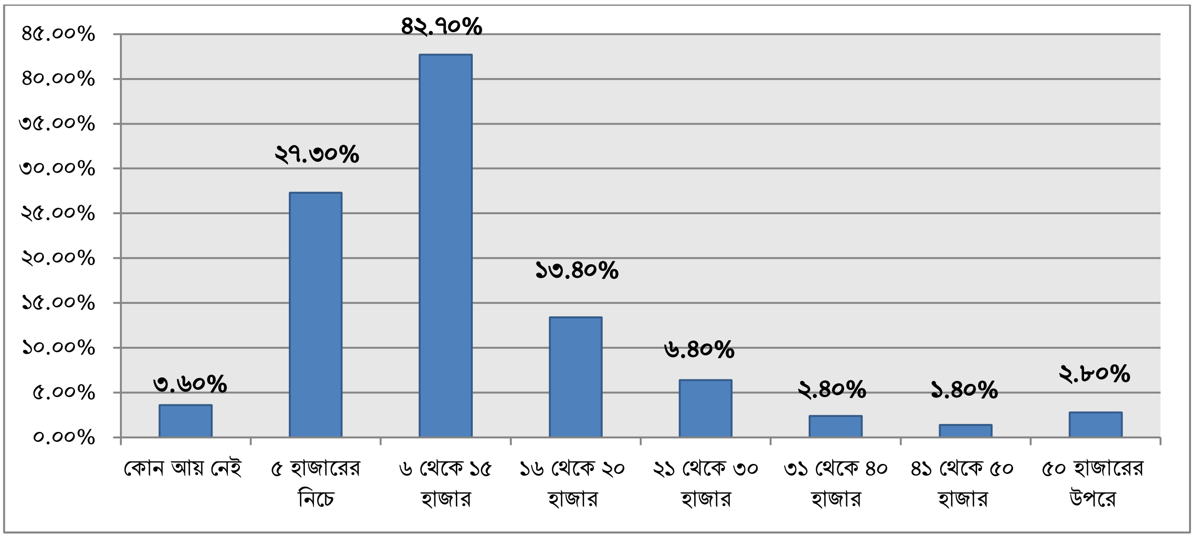

টেবিল ৩.২ উত্তরদাতাদের আর্থসামাজিক তথ্যাবলি				
উত্তরের ধরন	**উত্তরদাতাদের বয়সসীমা**			**মোট**
	১৬-২৯	**৩০-৫৯**	**৬০ উর্ধ্ব**	
শিক্ষাগত যোগ্যতা				
নিরক্ষর	২.৭%	১৩.৫%	৩৯.২%	১২.৮%
৫ম শ্রেণি পর্যন্ত	৪.৯%	২২.৩%	১৯.৬%	১৩.৯%
৮ম শ্রেণি পর্যন্ত	১২.৯%	১৩.০%	১১.৩%	১২.৭%
মাধ্যমিক	১৪.০%	১৪.৯%	১৪.৯%	১৩.০%
উচ্চ মাধ্যমিক	২৫.৪%	১৩.০%	৯.৩%	১৮.১%
স্নাতক	১৬.৭%	৮.৪%	৬.২%	১১.৮%
স্নাতকোত্তর	১৯.৭%	৬.৫%	৩.১%	১২.০%
অন্যান্য	৩.৮%	৮.৩%	৫.২%	৫.৭%
মোট	**(২৬৮) ১০০.০%**	**(২১৫) ১০০.০%**	**(৯৭) ১০০.০%**	**(৫৭৬) ১০০.০%**
বৈবাহিক অবস্থা				
অবিবাহিত	৬৪.৮%	৪.৭%	১.০%	৩১.৬%
বিবাহিত	৩৪.৫%	৮৯.৩%	৭০.১%	৬০.৯%
বিধবা	০.৮%	৫.১%	২৫.৮%	৬.৬%
বিপত্নীক	০.০%	০.৯%	৩.১%	০.৯%
মোট	**(২৬৪) ১০০.০%**	**(২১৫) ১০০.০%**	**(৯৭) ১০০.০%**	**(৫৭৬) ১০০.০%**

৩.২ মহান মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত ধারণা

এ সমীক্ষায় প্রায় সকল উত্তরদাতায় (৯৯.৭%) মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনেছেন **(টেবিল ৩.৩)**। বেশিরভাগ উত্তরদাতা (৬৬.২%) বাবা-মা, ভাইবোন, দাদা-দাদি ও আত্মীয়স্বজনের কাছে থেকে শুনেছেন **(লেখচিত্র ৩.৫)**। উত্তরদাতাদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অংশ (n=১০৭) নিজেই শুনেছে, দেখেছেন অথবা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন । প্রায় ১৭% উত্তরদাতা নিজেই দেখেছেন বা শুনেছেন বা অংশগ্রহণ করেছেন । প্রায় ৭% উত্তরদাতা বই পুস্তক, রেডিও, টিভি, শিক্ষকদের কাছে থেকে শুনেছেন । সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৫৭৬ জনের মধ্যে ১৭৪ মুক্তিযুদ্ধের আগে জন্মগ্রহণ করেছিল। এদের মধ্যে বেশিরভাগই (৩৪%) বলেছে মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের বয়স ছিল ১ থেকে ১০ বছর, ৩১% বলেছিল তাদের বয়স ছিল ১১ থেকে ২০ বছর এবং ২৬% বলেছে তাদের বয়স ছিল ২১ থেকে ৩০ বছর। উত্তরদাতাদের ৬৬.২% সঠিকভাবে বলতে পেরেছিলেন যে, ১৯৭১ এর ৭ই মার্চ বঙ্গাবন্ধু ভাষণ দিয়েছিলেন। প্রায় ৩৪% উত্তরদাতা সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। প্রায় ১৯% উত্তরদাতা মনে করেন যে, ১৯৭১ এর ৭ই মার্চ বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা হয়েছিল **(লেখচিত্র ৩.৬)**। প্রায় ৪০% উত্তরদাতা ১৯৭১ এর ২৫ শে মার্চ কি হয়েছিল তা জানেন না। যারা জানেন না তাদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী (প্রায় ৫০%)।

উত্তরদাতাদের প্রায় ৫০% সঠিকভাবে বলতে পেরেছিল যে, ১৯৭১ এর ২৫ শে মার্চে অপারেশন সার্চলাইট বা নিরীহ বাঙালিদের উপরে গণহত্যা শুরু হয়েছিল (টেবিল ৩.৩) **(লেখচিত্র ৩.৭)**। একইরকমভাবে প্রায় ৬১% উত্তরদাতা ১৯৭১ এর ১৪ই ডিসেম্বর কি হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলতে পারেনি। শুধুমাত্র ২৬% উত্তরদাতা এ প্রশ্নের উত্তরে সঠিকভাবে বলেছেন যে, ঐ দিন বুদ্ধিজীবীদেরকে হত্যা করা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে প্রবীণদের তুলনায় ১৬ থেক ২৯ বছর বয়স্ক উত্তরদাতারা সঠিক উত্তর বেশি দিয়েছেন **(লেখচিত্র ৩.৮)**। আমাদের স্বাধীনতা দিবস কবে এ প্রশ্নের উত্তরে মাত্র ৪৪% উত্তরদাতা সঠিকভাবে বলতে পেরেছেন যে, ২৬ এ মার্চ। প্রায় ৫৬% উত্তরদাতা এ প্রশ্নের উত্তর

জানে না বা ভুল উত্তর দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে প্রবীণদের তুলনায় ১৬ থেকে ২৯ বছর বয়স্ক উত্তরদাতারা সঠিক উত্তর বেশি দিয়েছেন **(লেখচিত্র ৩.৯)**। আমাদের বিজয় দিবস কবে এর উত্তরে প্রায় ৭০% উত্তরদাতা সঠিক উত্তর দিয়েছেন। প্রায় ২৪% উত্তরদাতা আমাদের বিজয় দিবস কবে তা জানেনা এবং প্রায় ৭ শতাংশ উত্তরদাতা এ প্রশ্নের ভুল উত্তর দিয়েছেন **(লেখচিত্র ৩.১০)**। উত্তরদাতাদের অর্ধেকের বেশি (প্রায় ৫২%) মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীরশ্রেষ্ঠদের সম্পর্কে জানেন না বা কেন তাঁদেরকে বীরশ্রেষ্ঠ বলা হয় তা জানেন না। প্রায় ৪৮% উত্তরদাতা বলেছেন যে, তারা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন বা বড় অবদান রেখেছেন। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৫৭৬ জন উত্তরদাতার মধ্যে মাত্র ০৪ জন উত্তরদাতা (০.৭%) সঠিকভাবে সাত (০৭) জন শহীদ বীরশ্রেষ্ঠের নাম বলতে পেরেছেন আর ৩১০ জন (৫৪%) উত্তরদাতাদের মধ্যে একজন (০১) শহীদ বীরশ্রেষ্ঠের নাম ও বলতে পারেনি **(লেখচিত্র ৩.১১) (টেবিল ৩.৩)**।

<table>
<tr><th colspan="5">টেবিল ৩.৩ উত্তরদাতাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত ধারণা</th></tr>
<tr><th rowspan="2">উত্তরের ধরন</th><th colspan="3">উত্তরদাতাদের বয়সসীমা</th><th rowspan="2">মোট</th></tr>
<tr><th>১৬-২৯</th><th>৩০-৫৯</th><th>৬০ উর্ধ্ব</th></tr>
<tr><td colspan="5">আপনি মহান মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনেছেন কি ?</td></tr>
<tr><td>হ্যাঁ</td><td>১০০.০%</td><td>৯৯.১%</td><td>১০০.০%</td><td>৯৯.৭%</td></tr>
<tr><td>না</td><td>০.০%</td><td>০.৯%</td><td>০.০%</td><td>০.৩%</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>(২৬৪) ১০০.০%</td><td>(২১৫) ১০০.০%</td><td>(৯৭) ১০০.০%</td><td>(৫৭৬) ১০০.০%</td></tr>
<tr><td colspan="5">মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার বয়স কত ছিল ?</td></tr>
<tr><td rowspan="2">উত্তরদাতাদের মুক্তিযুদ্ধকালীন বয়সসীমা</td><td colspan="3">উত্তরদাতাদের বয়সসীমা</td><td rowspan="2">মোট</td></tr>
<tr><td>৩০-৫৯</td><td colspan="2">৬০ উর্ধ্ব</td></tr>
<tr><td>১-১০</td><td>৬৫.১%</td><td colspan="2">০.০%</td><td>৩৩.৯%</td></tr>
<tr><td>১১-২০</td><td>৩২.৬%</td><td colspan="2">২৯.৪%</td><td>৩০.৫%</td></tr>
<tr><td>২১-৩০</td><td>২.৩%</td><td colspan="2">৫১.৮%</td><td>২৬.৪%</td></tr>
<tr><td>৩১ উর্ধ্ব</td><td>০.০%</td><td colspan="2">১৮.৮%</td><td>৯.২%</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>(৮৯) ১০০%</td><td colspan="2">(৮৫) ১০০%</td><td>(১৭৮) ১১%</td></tr>
<tr><td colspan="5">মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীরশ্রেষ্ঠদের সম্পর্কে জানেন কি? কেন তাঁদেরকে বীরশ্রেষ্ঠ বলা হয় ?</td></tr>
<tr><td>উত্তর দেয়নি</td><td>৪.%</td><td colspan="2">৫.%</td><td>০.%</td></tr>
<tr><td>তাঁরা শহীদ হয়ে গেছেন</td><td>৫৮.৩%</td><td colspan="2">৩৩.৮%</td><td>২৪.৭%</td></tr>
<tr><td>না</td><td>৩৬.৪%</td><td colspan="2">৬২.০%</td><td>৭২.২%</td></tr>
<tr><td>গণহত্যা</td><td>০.৪%</td><td colspan="2">০.০%</td><td>০.০%</td></tr>
<tr><td>বড় অবদানের জন্য</td><td>৪.৫%</td><td colspan="2">৩.৩%</td><td>২.১%</td></tr>
<tr><td>জানিনা</td><td>০.০%</td><td colspan="2">০.৫%</td><td>১.০%</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>(২৬৪) ১০০.০%</td><td colspan="2">(২১৩) ১০০.০%</td><td>(৯৭) ১০০.০%</td></tr>
</table>

লেখচিত্র ৩.৫ মহান মুক্তিযুদ্ধের কথা আপনি কার কাছ থেকে শুনেছেন?

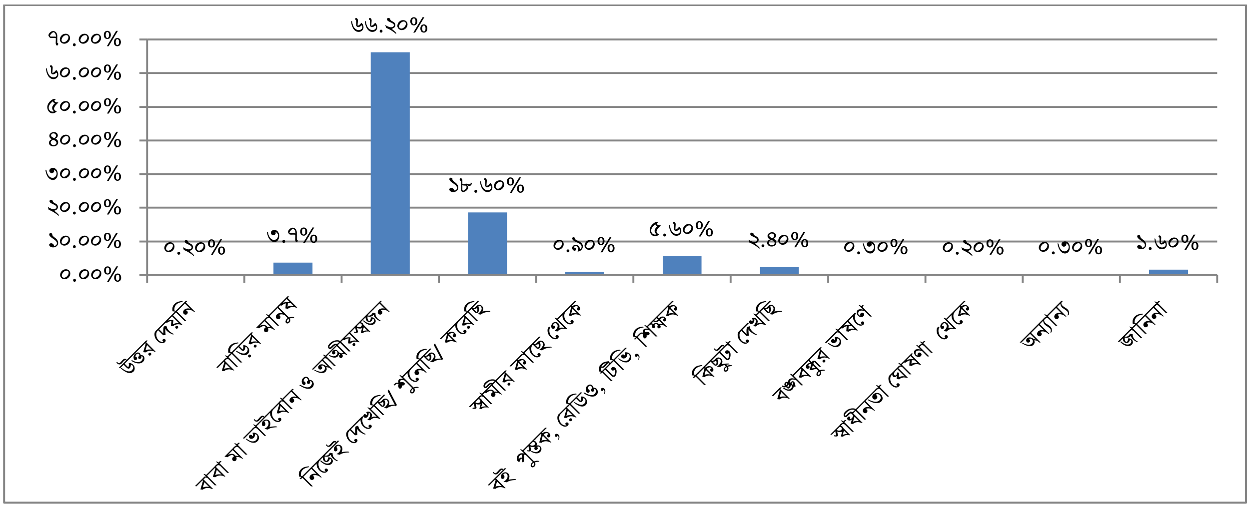

লেখচিত্রঃ ৩.৬ ১৯৭১ এর ৭ই মার্চ কি হয়েছিল ?

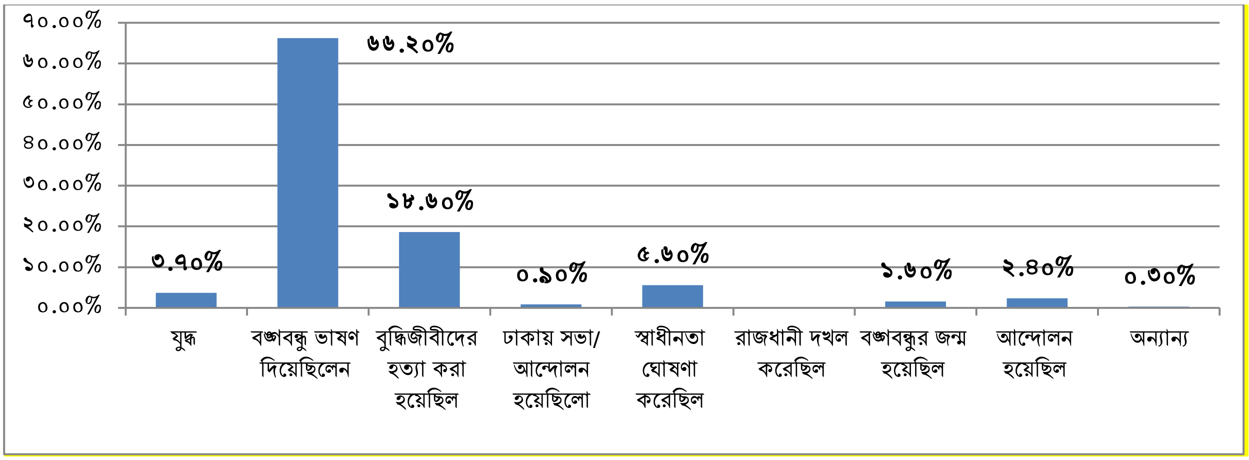

লেখচিত্রঃ ৩.৭ ১৯৭১ এর ২৫ ই মার্চ কি হয়েছিল

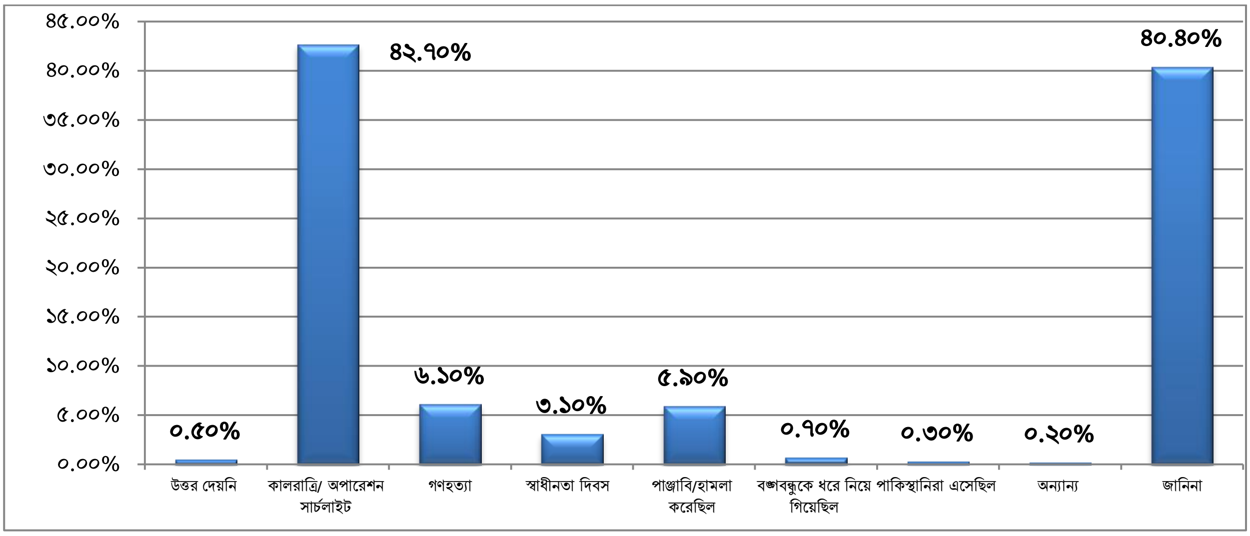

লেখচিত্রঃ ৩.৮ ১৯৭১ এর ১৪ই ডিসেম্বর কি হয়েছিল ?

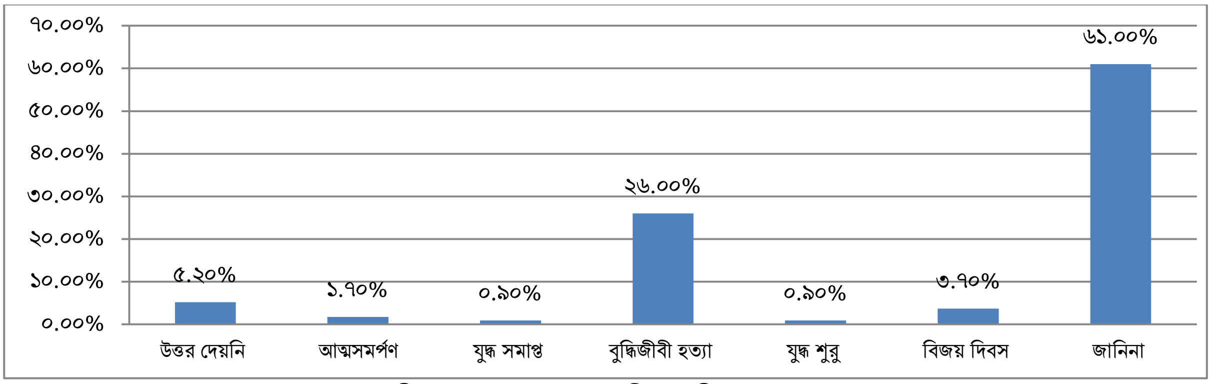

লেখচিত্রঃ ৩.৯ আমাদের স্বাধীনতা দিবস কবে ?

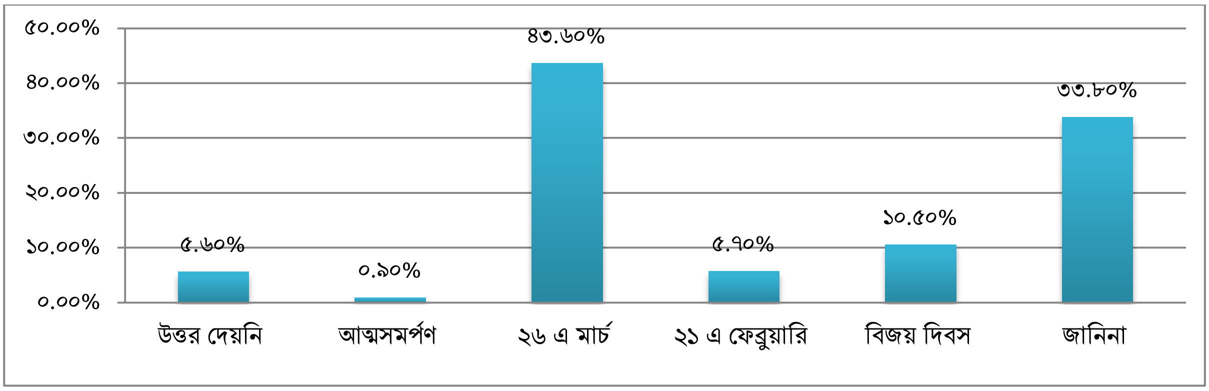

লেখচিত্রঃ ৩.১০ আমাদের বিজয় দিবস কবে ?

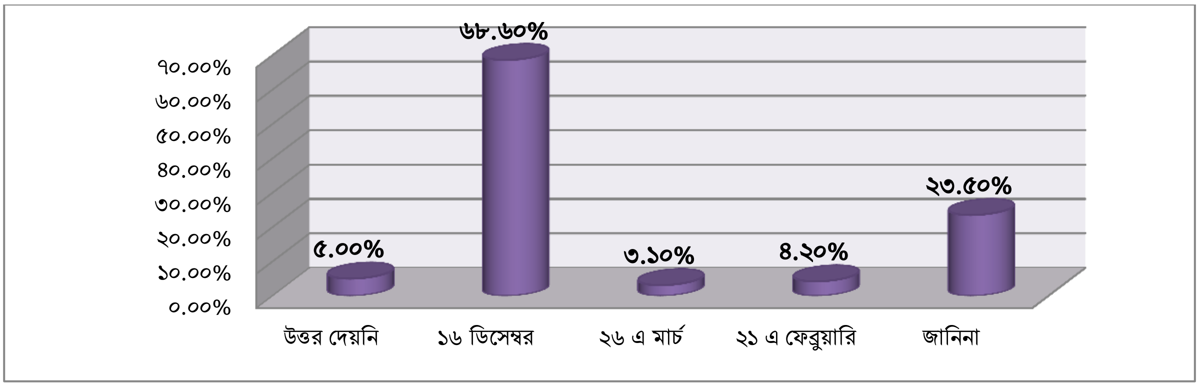

লেখচিত্রঃ ৩.১১ কয়েকজন শহীদ বীরশ্রেষ্ঠের নাম বলুন

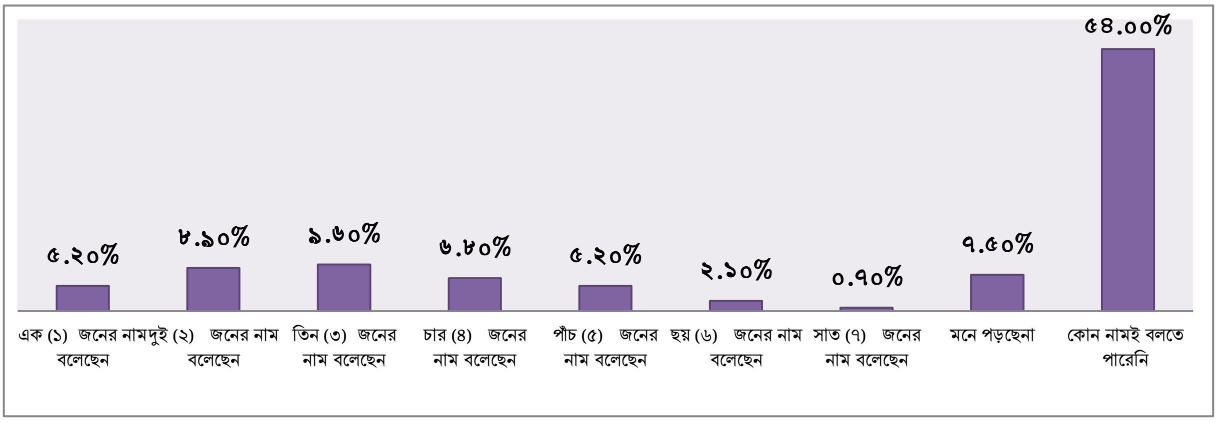

৩.৩ উত্তরদাতাদের নিজ এলাকায় সংগঠিত গণহত্যা, বধ্যভূমি ও বধ্যভূমিতে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ সংক্রান্ত ধারণা

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে বেশিরভাগই (৮৮.২%) বলেছেন যে, ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের এলাকায় পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক কোন গণহত্যা হয়েছিল **(লেখচিত্র ৩.১২)**। সমীক্ষায় ৬৮% উত্তরদাতা গণহত্যার শিকার শহীদদের লাশ কোথায় রাখা হয়েছিল তা জানতেন **(টেবিল ৩.৪)** ।

প্রায় ৫০% বলেছেন বধ্যভূমি বলতে "গণকবর" কে বোঝায় **(লেখচিত্র ৩.১৩)**। প্রায় ৮২% উত্তরদাতা বলেছে যে, তাঁদের এলাকায় বধ্যভূমি আছে এবং ৯৩% উত্তরদাতা বলেছেন তাঁদের এলাকায় বধ্যভূমিতে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ আছে। তবে, প্রায় ৭৪% উত্তরদাতা বলেছেন যে, সে স্মৃতিস্তম্ভের নাম তারা জানেন না **(লেখচিত্র ৩.১৪)**। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৮৩% উত্তরদাতা মনে করেন যে, শহীদদের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে **(লেখচিত্র ৩.১৫)**।

এ সমীক্ষায় ৯১% উত্তরদাতা বলেছেন যে, তারা স্মৃতিস্তম্ভটিতে গিয়েছেন। উত্তরদাতাদের প্রায় ৫০% একা পরিদর্শন করেছেন, ২৪% পরিবারের সদস্যদের সাথে গিয়েছেন এবং ২০% বন্ধুদের সাথে গিয়েছেন। মাত্র ৪% উত্তরদাতা বলেছেন তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে গিয়েছেন । সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৭১% উত্তরদাতা বলেছেন স্থানটির মালিক সরকার । সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৮২% উত্তরদাতা মনে করে যে, স্মৃতিস্তম্ভটি দেখতে এখানে লোকজন আসে । অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে ৬৮% উত্তরদাতা বলেন যে, এটি সম্পর্কে স্থানীয় জনগণ সচেতন **(টেবিল ৩.৪)** ।

লেখচিত্রঃ ৩.১২ ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার এলাকায় পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক কোন গণহত্যা হয়েছিল?

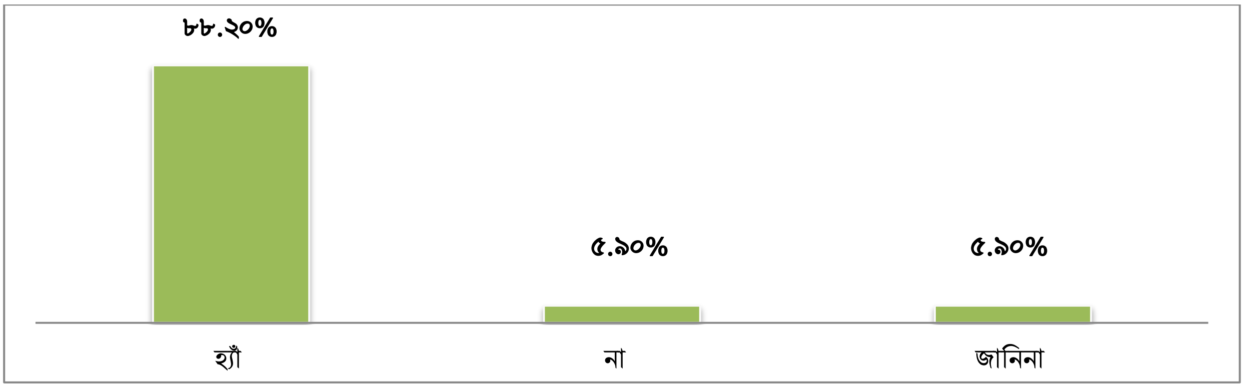

লেখচিত্রঃ ৩.১৩ বধ্যভূমি বলতে কি বোঝায়?

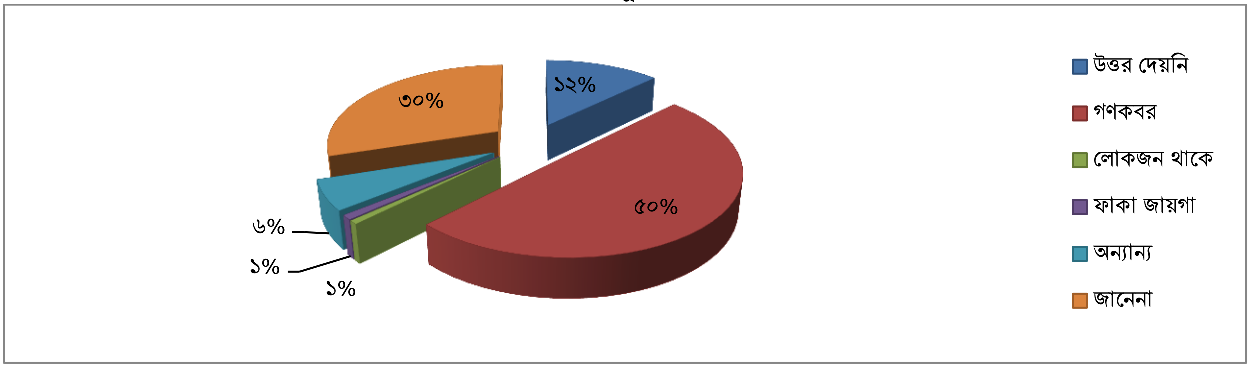

লেখচিত্রঃ ৩.১৪ এ স্মৃতিস্তম্ভের নাম আপনার জানা আছে ?

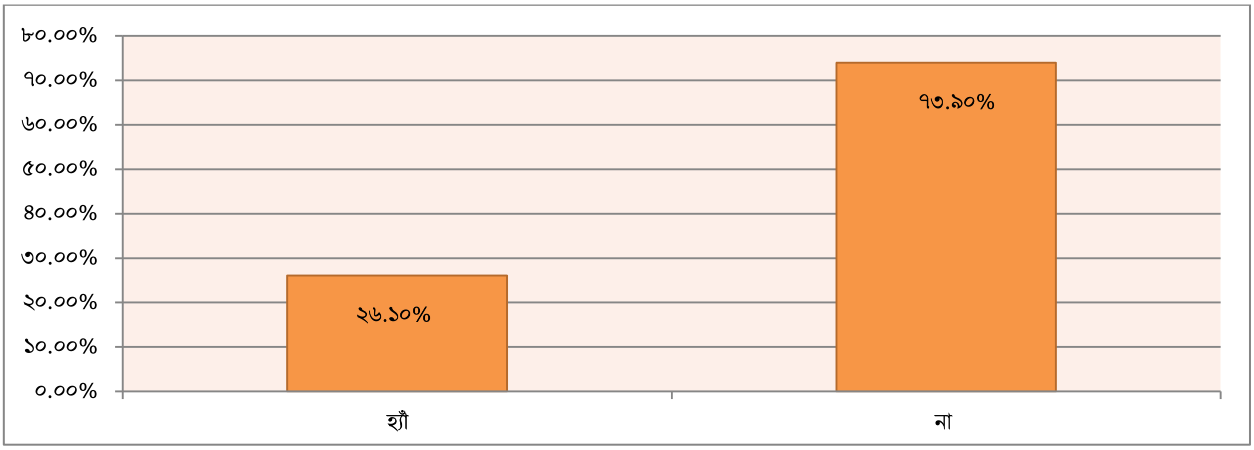

লেখচিত্রঃ ৩.১৫ আপনি জানেন কি এ স্মৃতিস্তম্ভ এখানে কেন নির্মাণ করা হয়েছে?

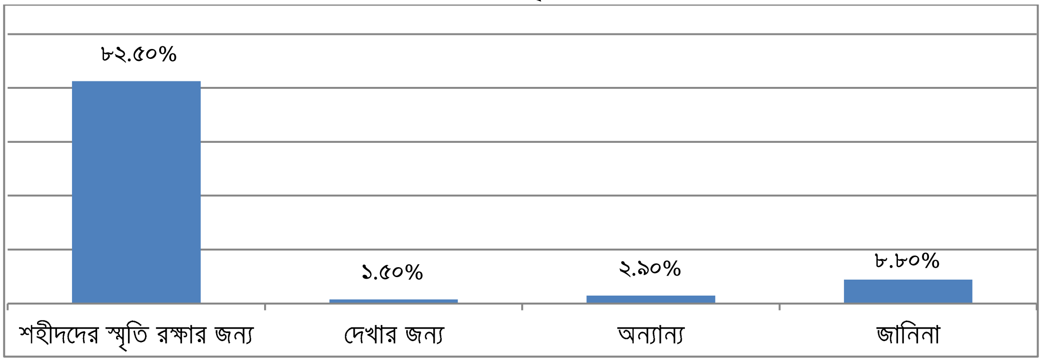

টেবিল ৩.৪ উত্তরদাতাদের নিজ এলাকায় সংগঠিত গণহত্যা, বধ্যভূমি ও বধ্যভূমিতে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ সংক্রান্ত ধারণা				
উত্তরের ধরন	**উত্তরদাতাদের বয়সসীমা**			**মোট**
	১৬-২৯	**৩০-৫৯**	**৬০ উর্ধ্ব**	
গণহত্যার শিকার সেসমস্ত শহীদদের লাশ কোথায় রাখা হয়েছিল আপনি জানেন ?				
হাঁ	৫৬.৮%	৭২.৪%	৮৬.২%	৬৮.০%
না	২৫.৬%	২২.২%	১১.৭%	২১.৭%
জানিনা	১৭.৬%	৫.৪%	২.১%	১০.৩%
মোট	**(২২৭) ১০০.০%**	**(১৮৫) ১০০.০%**	**(৯৪) ১০০.০%**	**(৫০৬) ১০০.০%**
আপনাদের এলাকায় কোন বধ্যভূমি আছে ?				
হাঁ	৮৪.৮%	৭৮.৯%	৭৬.৩%	৮১.৫%
না	৯.৮%	১৫.৫%	১৬.৫%	১৩.১%
জানিনা	৫.৩%	৪.৭%	৭.২%	৫.৪%
মোট	**(২৬৪) ১০০.০%**	**(২১৩) ১০০.০%**	**(৯৭) ১০০.০%**	**(৫৭৪) ১০০.০%**
আপনাদের এলাকায় বধ্যভূমিতে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মরণে কোন স্মৃতিস্তম্ভ আছে ?				
হ্যাঁ	৯৩.২%	৯০.৬%	৮৭.৬%	৯১.৩%
না	৬.১%	৭.৫%	৯.৩%	৭.১%
জানিনা	০.৮%	১.৯%	৩.১%	১.৬%
মোট	**(২৬৪) ১০০.০%**	**(২১৩) ১০০.০%**	**(৯৭) ১০০.০%**	**(৫৭৪) ১০০.০%**

আপনি স্মৃতিস্তম্ভটিতে কখনও গিয়েছেন ?				
হ্যাঁ	৯২.৩%	৯৩.৮%	৮১.২%	৯১.০%
না	৭.৭%	৬.২%	১৮.৮%	৯.০%
মোট	**(২৪৬) ১০০.০%**	**(১৯৩) ১০০.০%**	**(৮৫) ১০০.০%**	**(৫২৪) ১০০.০%**
কাদের সাথে গিয়েছেন ?				
একা	৪১.০%	৫৮.০%	৫৮.০%	৪৯.৯%
পরিবার	১৯.৮%	২৬.৫%	৩০.৪%	২৩.৯%
বন্ধু	৩৪.৮%	৬.১%	৫.৮%	১৯.৭%
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৩.১%	৫.৫%	০.০%	৩.৬%
অন্যান্য	১.৩%	৩.৯%	৫.৮%	২.৯%
মোট	**(২২৭) ১০০.০%**	**(১৮১) ১০০.০%**	**(৬৯) ১০০.০%**	**(৪৭৭) ১০০.০%**
স্থানটির মালিক কে বা কারা বলে আপনার ধারণা ?				
উত্তর দেয়নি	৮.০%	৯.৪%	১৩.৪%	৯.৪%
সরকার	৭০.১%	৭৪.৬%	৬৭.০%	৭১.৩%
জনগণ	৯.৮%	৮.০%	১১.৩%	৯.৪%
জানি না	১২.১%	৮.০%	৮.২%	৯.৯%
মোট	**(২৬৪) ১০০.০%**	**(২১৩) ১০০.০%**	**(৯৭) ১০০.০%**	**(৫৭৪) ১০০.০%**

৩.৪ স্মৃতিস্তম্ভের প্রভাবসমূহ

উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬০% মনে করেন যে, এ স্মৃতিস্তম্ভটি জনগণের মনে মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি করেছে **(টেবিল ৩.৫.১)**। উত্তরদাতাদের ৬৫% মনে করেন যে, এ স্মৃতিস্তম্ভটি এ স্থানে ১৯৭১ এ গণহত্যার শিকার এলাকার সমস্ত শহীদের স্মৃতি ধরে রাখতে সক্ষম হচ্ছে **(লেখচিত্র ৩.১৬)**। তবে প্রায় ৫০% উত্তরদাতা মনে করেন যে এ স্মৃতিস্তম্ভটি তরুণদের ৭১ এর চেতনায় উজ্জীবিত করতে সক্ষম কিনা সে সম্পর্কে তারা জানেন না।

প্রায় ৩৪% উত্তরদাতা মনে করেন যে, আরও বেশি করে জানানোর মাধ্যমে এবং ১৮% মনে করেন যে, বেশি করে ইতিহাস তুলে ধরার মাধ্যমে স্মৃতিস্তম্ভটি তরুণদের ৭১-এর চেতনায় উজ্জীবিত করতে সক্ষম হবে **(টেবিল ৩.৫.১)**।

প্রায় ৬০% উত্তরদাতা মনে করেন যে, এ স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণের ফলে এ এলাকার জনগণের মধ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে। বেশীরভাগ উত্তরদাতা (৭২%) মনে করেন নতুন প্রজন্মের তরুণ তরুণী এবং ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে এ স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণের ফলে মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে **(লেখচিত্র ৩.১৭)**। এ স্মৃতিস্তম্ভটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য আর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এ প্রশ্নে বেশিরভাগ উত্তরদাতা মনে করেন যে, বাগান এবং আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা, নিয়মিত সংস্কার করা, পার্ক তৈরি করা, নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা, স্মৃতি জাদুঘর ও লাইব্রেরি করা উচিত ।

এ সমীক্ষায় ৮২% উত্তরদাতা মনে করেন যে, এ স্মৃতিস্তম্ভটিকে কেন্দ্র করে এখানে নতুন দোকানপাট বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি এবং ৫০% উত্তরদাতা মনে করেন যে, এ স্মৃতিস্তম্ভটির কারণে এ এলাকার সাথে জনগণের যোগাযোগ বা যাতায়াত বৃদ্ধি পায়নি। ৬৫% উত্তরদাতা মনে করেন যে, এ স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণের ফলে এখানকার জনগণের মাঝে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে জানার আগ্রহ বেড়েছে। ৮২% উত্তরদাতা মনে করেন যে, এ স্মৃতিস্তম্ভটিকে কেন্দ্র করে এখানে নতুন দোকানপাট বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি এবং ৫০% উত্তরদাতা মনে করেন যে, এ স্মৃতিস্তম্ভটির কারণে এ এলাকার সাথে জনগণের যোগাযোগ বা যাতায়াত বৃদ্ধি পায়নি । প্রায় ৬৫% উত্তরদাতা মনে করেন যে, এ স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণের ফলে এখানকার জনগণের মাঝে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে জানার আগ্রহ বেড়েছে। প্রায় ৪৪% উত্তরদাতা মনে করেন যে, মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য এ এলাকায় বৃহত্তর প্রকল্প নেওয়া দরকার **(টেবিল ৩.৫.২)**।

লেখচিত্রঃ ৩.১৬ আপনার মতে স্মৃতিস্তম্ভটি কিভাবে তরুণদের ৭১ এর চেতনায় উজ্জীবিত করতে সক্ষম হবে

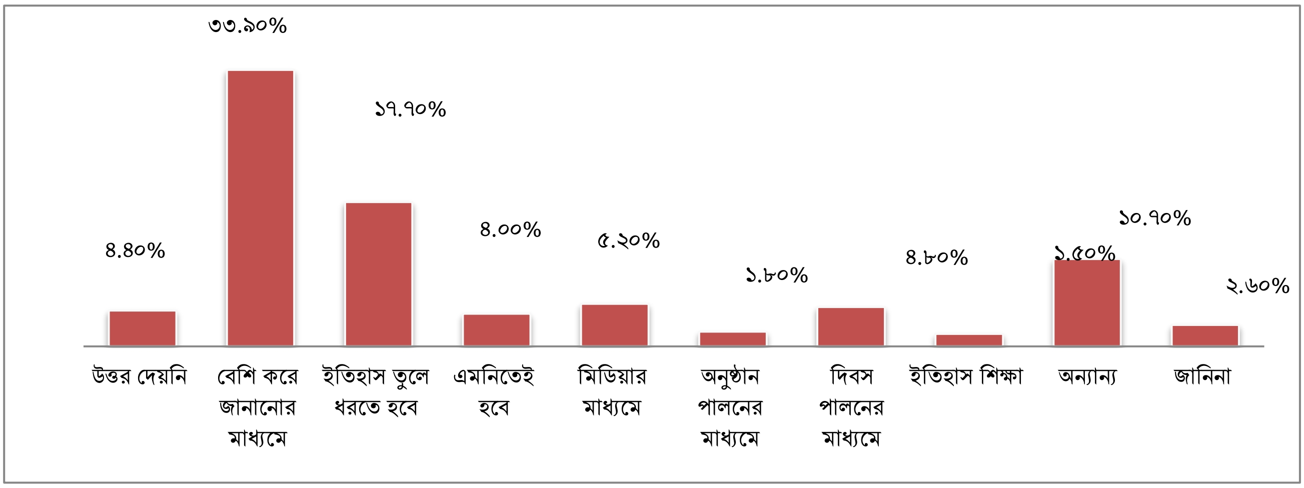

লেখচিত্রঃ ৩.১৭ স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণের ফলে এ এলাকার কাদের মধ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে ?

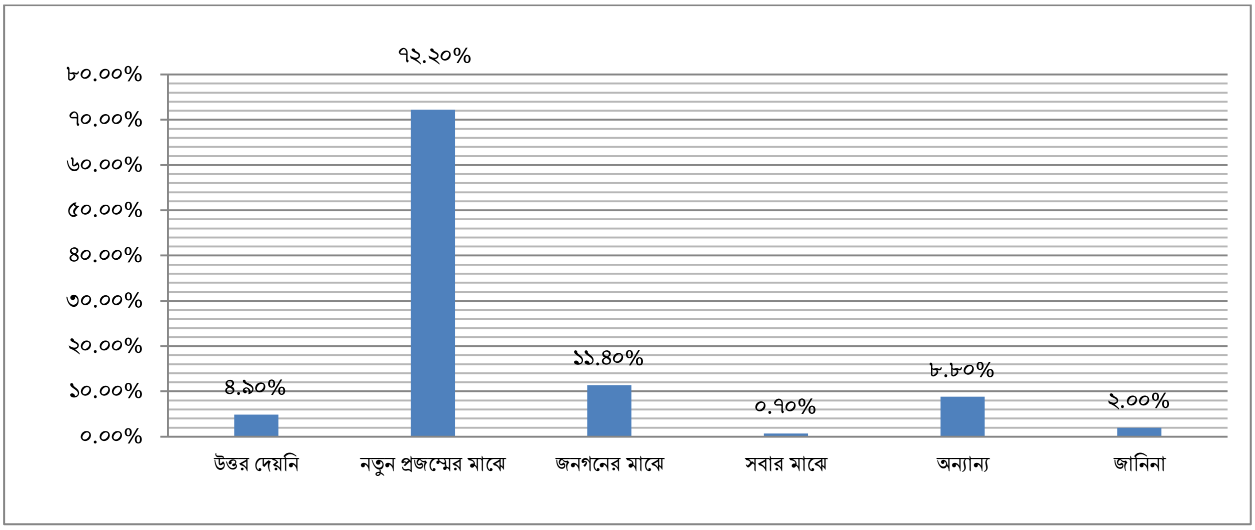

৩.৫ স্মৃতিস্তম্ভের রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত ধারণা

এ স্মৃতিস্তম্ভটির অবস্থা দেখার জন্য সরকারিভাবে কেউ পরিদর্শনে আসে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে প্রায় ৪০% এর বেশি উত্তরদাতা মনে করেন যে, কেউ সরকারিভাবে পরিদর্শনে আসেন না এবং প্রায় ৬০% মনে করেন যে, সরকারিভাবে পরিদর্শনে আসে। এ সমীক্ষায় ৩২% উত্তরদাতা মনে করেন যে, এ স্মৃতিস্তম্ভটি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। এছাড়া ৫৫% উত্তরদাতা মনে করেন যে, এ স্মৃতিস্তম্ভটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সরকারের। এছাড়া প্রায় ২২% উত্তরদাতা মনে করেন যে, শুধু সরকার নয়, সাথে জনগণেরও দায়িত্ব রয়েছে। এ স্মৃতিস্তম্ভটির কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে প্রায় ৬৫% উত্তরদাতা “না” বলেছেন। স্মৃতিস্তম্ভটির সার্বিক পরিবেশ ভালো বলে মনে করে প্রায় ৫০% উত্তরদাতা। অন্যদিকে প্রায় ৬৩% উত্তরদাতা মনে করেন স্মৃতিস্তম্ভটি ও এর আশেপাশের স্থানগুলো অপিরচ্ছন্ন। উত্তরদাতাদের প্রায় ৫৯% মনে করে যে, স্মৃতিস্তম্ভগুলোতে কোন ধরনের অপ্রীতিকর কার্যকলাপ হয় না। অন্যদিকে ৬২% উত্তরদাতা বলেছেন যে, স্মৃতিস্তম্ভগুলোতে বিভিন্ন ধরনের অপ্রীতিকর কার্যকলাপ হয়ে থাকে। **(টেবিল ৩.৬)**

টেবিল ৩.৫.১ স্মৃতিস্তম্ভের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবসমূহ				
উত্তরের ধরন	**উত্তরদাতাদের বয়সসীমা**			**মোট**
	১৬-২৯	**৩০-৫৯**	**৬০ উর্ধ্ব**	
সামাজিক প্রভাবসমূহ				
স্মৃতিস্তম্ভটি দেখতে এখানে লোকজন আসে কি?				
হ্যাঁ	৮০.৯%	৮৪.৫%	৭৬.৫%	৮১.৫%
না	১০.৬%	১০.৪%	৮.২%	১০.১%
জানি না	৮.৫%	৫.২%	১৫.৩%	৮.৩%
মোট	**(২৪৬) ১০০.০%**	**(১৯৩) ১০০.০%**	**(৮৫) ১০০.০%**	**(৫২৪) ১০০.০%**
এটি সম্পর্কে স্থানীয় জনগণ কি সচেতন বলে আপনি মনে করেন ?				
হ্যাঁ	৬৫.৪%	৭২.০%	৬৪.৫%	৬৭.৫%
না	১৯.৫%	১৫.০%	৮.২%	১৬.০%
জানি না	১৫.০%	১৩.০%	২৭.১%	১৬.২%
মোট	**(২৪৬) ১০০.০%**	**(১৯৩) ১০০.০%**	**(৮৫) ১০০.০%**	**(৫২৪) ১০০.০%**
আপনি কি মনে করেন এ স্মৃতিস্তম্ভটি জনগণের মনে মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি করেছে ?				
হ্যাঁ	৫৯.৩%	৬৩.৭%	৫৫.৩%	৬০.৩%
না	১৬.৭%	১৩.০%	১২.৯%	১৪.৭%
জানি না	২৪.০%	২৩.৩%	৩১.৮%	২৫.০%
মোট	**(২৪৬) ১০০.০%**	**(১৯৩) ১০০.০%**	**(৮৫) ১০০.০%**	**(৫২৪) ১০০.০%**
সাংস্কৃতিক প্রভাবসমূহ				
এ স্মৃতিস্তম্ভটি কি এ স্থানে ১৯৭১ এ গণহত্যার শিকার আপনার এলাকার সমস্ত শহীদের স্মৃতি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে বলে আপনি মনে করেন ?				
হ্যাঁ	৬৮.৭%	৬৪.২%	৫৫.৩%	৬৪.৯%
না	১১.৪%	১৪.৫%	১১.৮%	১২.৬%
জানি না	১৯.৯%	২১.২%	৩২.৯%	২২.৫%
মোট	**(২৪৬) ১০০.০%**	**(১৯৩) ১০০.০%**	**(৮৫) ১০০.০%**	**(৫২৪) ১০০.০%**
আপনি কি মনে করেন এ স্মৃতিস্তম্ভটি তরুণদের ৭১ এর চেতনায় উজ্জীবিত করতে সক্ষম ?				
হ্যাঁ	৫৭.৩%	৪৮.২%	৪৩.৫%	৫১.৭%
না	১৩.৮%	১৬.১%	১১.৮%	১৪.৩%
জানি না	২৮.৯%	৩৫.৮%	৪৪.৭%	৩৪.০%
মোট	**(২৪৬) ১০০.০%**	**(১৯৩) ১০০.০%**	**(৮৫) ১০০.০%**	**(৫২৪) ১০০.০%**
আপনি কি মনে করেন এ স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণের ফলে এ এলাকার জনগণের মধ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে ?				
হ্যাঁ	৫৯.৩%	৫৯.১%	৫৪.১%	৫৮.৪%
না	১৫.০%	১৫.৫%	১১.৮%	১৪.৭%
জানি না	২৫.৬%	২৫.৪%	৩৪.৬%	২৬.৯%
মোট	**(২৪৬) ১০০.০%**	**(১৯৩) ১০০.০%**	**(৮৫) ১০০.০%**	**(৫২৪) ১০০.০%**
এ স্মৃতিস্তম্ভটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য আর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত?				
বাগান এবং আলোকসজ্জা	২.১%	২.৬%	২.২%	২.৩%
নাম ফলক	১৫.১%	৬.১%	৮.৭%	১.৮%
পার্ক তৈরি করা	১৬.৪%	১৩.২%	১৫.২%	১৫.০%

পরিষ্কার করা	৪.৮%	৩.৫%	৮.৭%	৪.৯%
লাইটিং	৬.২%	৩.৫%	৪.৩%	৪.৯%
নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা	১৮.৫%	২৮.১%	১৩.০%	২১.২%
সাজানো	০.০%	১.৮%	০.০%	০.৭%
ঘাস লাগানো	০.০%	১.৮%	২.২%	১.৬%
বিনোদন	০.০%	০.০%	২.২%	০.৩%
ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে আসা	০.৭%	০.৯%	০.০%	০.৭%
স্মৃতি জাদুঘর	১৩.০%	১০.৫%	১৩.০%	১২.১%
লাইব্রেরি	৪.১%	৭.০%	৮.৭%	৫.৯%
মোট	**১৪৬**	**১১৪**	**৪৬**	**৩০৬**

৩.৫.২ স্মৃতিস্তম্ভের অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রভাবসমূহ				
এ স্মৃতিস্তম্ভটিকে কেন্দ্র করে কি এখানে নতুন দোকানপাট বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে ?				
হ্যাঁ	১৭.৫%	১৮.১%	২০.০%	১৮.১%
না	৮২.৫%	৮১.৯%	৮০.১%	৮১.৯%
মোট	**(২৪৬) ১০০.০%**	**(১৯৩) ১০০.০%**	**(৮৫) ১০০.০%**	**(৫২৪) ১০০.০%**
এ স্মৃতিস্তম্ভটির কারণে কি এই এলাকার সাথে জনগণের যোগাযোগ বা যাতায়াত বৃদ্ধি পেয়েছে?				
হ্যাঁ	৫০.৮%	৫১.৮%	৫৭.৬%	৫২.৩%
না	৪৯.২%	৪৮.২%	৪২.৪%	৪৭.৭%
মোট	**(২৪৬) ১০০.০%**	**(১৯৩)১০০.০%**	**(৮৫) ১০০.০%**	**(৫২৪) ১০০.০%**
ঐতিহাসিক প্রভাবসমূহ				
এ স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণের ফলে এখানকার জনগণের মাঝে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে জানার আগ্রহ বেড়েছে বলে আপনি মনে করেন ?				
হ্যাঁ	৬২.৬%	৬৭.৪%	৬২.৪%	৬৪.৭%
না	৯.৮%	৬.৭%	৭.১%	৮.২%
জানি না	২৭.৬%	২৫.৯%	৩০.৬%	২৭.৫%
মোট	**(২৪৬) ১০০.০%**	**(১৯৩) ১০০.০%**	**(৮৫) ১০০.০%**	**(৫২৪) ১০০.০%**
আপনার মতে মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য আপনার এলাকায় আর কি কি পদক্ষেপ নেওয়া দরকার?				
উত্তর দেয়নি	১৮.২%	১৮.৮%	২৭.৮%	২০.০%
পার্ক তৈরি	১.১%	২.৮%	০.০%	১.৬%
রাস্তার উন্নয়ন করা	.৮%	০.৯%	০.০%	০.৭%
স্কুল তৈরি	১.৫%	.০%	১.০%	১.০%
সুন্দর করলে হবে	৫.৭%	৬.৬%	৭.২%	৬.৩%
অনুষ্ঠান করা	৬.৮%	১.৪%	৩.১%	৪.২%
এভাবে থাকলেই ভালো হয়	১.১%	০.৫%	২.১%	১.০%
বৃহত্তর প্রকল্প নেওয়া দরকার	৪৭.০%	৪৫.৫%	৩৩.৬%	৪৪.১%
শহীদ মিনার নির্মাণ	১.৯%	৩.৮%	৩.১%	২.৮%
অন্যান্য	৫.৭%	১১.৩%	৭.২%	৮.০%
জানি না	৫.৭%	১১.৩%	৭.২%	৮.০%
মোট	**(২৬৪) ১০০.০%**	**(২১৩) ১০০.০%**	**(৯৭) ১০০.০%**	**(৫৭৪) ১০০.০%**

টেবিল ৩.৬ স্মৃতিস্তম্ভের রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত ধারণা				
উত্তরের ধরন	**উত্তরদাতাদের বয়সসীমা**			**মোট**
	১৬-২৯	**৩০-৫৯**	**৬০ উর্ধ্ব**	
এ স্মৃতিস্তম্ভটির অবস্থা দেখার জন্য সরকারিভাবে কেউ কি পরিদর্শনে আসে?				
হ্যাঁ	৫৮.৫%	৫৭.৫%	৫৭.৬%	৫৮.০%
না	২২.০%	২৫.৪%	২৪.৭%	২৩.৭%
জানি না	১৯.৫%	১৭.১%	১৭.৬%	১৮.৩%
মোট	**(২৪৬) ১০০.০%**	**(১৯৩) ১০০.০%**	**(৮৫) ১০০.০%**	**(৫২৪) ১০০.০%**
এ স্মৃতিস্তম্ভটির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় কি?				
হ্যাঁ	৩১.৭%	২৯.০%	৩৬.৫%	৩১.৫%
না	৬৮.৩%	৭১.০%	৬৩.৫%	৬৮.৫%
মোট	**(২৪৬) ১০০.০%**	**(১৯৩) ১০০.০%**	**(৮৫) ১০০.০%**	**(৫২৪) ১০০.০%**
এ স্মৃতিস্তম্ভটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কার বলে আপনি মনে করেন ?				
উত্তর দেয়নি	১.৩%	০.০%	০.০%	০.৬%
সরকার	৫৩.৮%	৫১.৮%	৬৮.৫%	৫৫.২%
সরকার ও জনগন	২৪.০%	২১.৪%	১৬.৫%	২১.৮%
চেয়ারম্যান বা মেম্বার	১৪.১%	২৩.১%	১২.৯%	১৭.০%
প্রশাসন	৩.৮%	৩.৬%	৩.২%	৩.৬%
স্কুলের শিক্ষক	১.৩%	০.০%	০.০%	০.৬%
অন্যান্য	১.৩ %	০.০%	০.০%	০.৬%
জানি না	%০.	০.০%	৩.২%	০.৬%
মোট	**৭৮**	**৫৬**	**৩১**	**১৬৫**
এ স্মৃতিস্তম্ভটির কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে কি?				
হ্যাঁ	২৪.০%	২৩.৮%	২৯.৪%	২৪.৮%
না	৬৬.৩%	৬৭.৪%	৫৭.৬%	৬৫.৩%
জানি না	৯.৮%	৮.৮%	১২.৯%	৯.৯%
মোট	**(২৪৬) ১০০.০%**	**(১৯৩) ১০০.০%**	**(৮৫) ১০০.০%**	**(৫২৪) ১০০.০%**
স্মৃতিস্তম্ভটির সার্বিক পরিবেশ আপনার কাছে কেমন বলে মনে হয় ?				
ভালো	৫০.৪%	৪৫.৬%	৫৭.৬%	৪৯.৮%
খারাপ	১৮.৭%	১৪.০%	১৭.৬%	১৬.৮%
মোটামুটি	৩০.৯%	৪০.৪%	২৪.৭%	৩৩.৪%
মোট	**(২৪৬) ১০০.০%**	**(১৯৩) ১০০.০%**	**(৮৫) ১০০.০%**	**(৫২৪) ১০০.০%**
স্মৃতিস্তম্ভটি ও এর আশেপাশের স্থানগুলোকে কি আপনার কাছে পরিচ্ছন্ন বলে মনে হয় ?				
হ্যাঁ	৩৬.৬%	৩৫.৮%	৪৩.৫%	৩৭.৪%
না	৬৩.৪%	৬৪.২%	৫৬.৬%	৬২.৬%
মোট	**(২৪৬) ১০০.০%**	**(১৯৩) ১০০.০%**	**(৮৫) ১০০.০%**	**(৫২৪) ১০০.০%**
এ বধ্যভূমি কে কেন্দ্র করে এখানে কি কোনধরনের অপ্রীতিকর কার্যকলাপ হয় ?				
হ্যাঁ	৩০.১%	২১.২%	৮.২%	২৩.৩%
না	৫৪.১%	৬১.১%	৬৮.২%	৫৯.২%
জানি না	১৫.২%	১৭.৬%	২৩.৫%	১৭.৭%
মোট	**(২৪৬) ১০০.০%**	**(১৯৩) ১০০.০%**	**(৮৫) ১০০.০%**	**(৫২৪) ১০০.০%**

কি ধরনের অপ্রীতিকর কার্যকলাপ সাধারণত এখানে হয়ে থাকে ?				
উত্তর দেয়নি	৪.১%	০.০%	০.০%	২.৫%
নেশা , বিড়ি সিগারেট	৫৯.৫%	৬৫.৯%	৭১.৪%	৬২.৩%
ছিনতাই , মারামারি	১৩.৫%	২২.০%	১৪.৩%	১৬.৪%
অন্যান্য	৬.৮%	৭.৩%	.০%	৬.৬%
জানি না	১৩.৫%	৪.৯%	১৪.৩%	১০.৭%
মোট	**৭৪**	**৪১**	**৭**	**১২২**

৩.৬ মহান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে ৬০ বছরের অধিক জনগোষ্ঠীর ধারণা

এ সমীক্ষায় ৬০ উর্ধ্ব উত্তরদাতাদের (৫৭৬ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে মোট ৯৭ জন ছিল ৬০ উর্ধ্ব) মধ্যে প্রায় ৯৬% মহান মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন। তবে তাঁদের মধ্যে প্রায় ৭০% উত্তরদাতা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। প্রায় ৫৮% উত্তরদাতাদের পরিচিত আত্মীয়স্বজন মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন । মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় উত্তরদাতদের এলাকায় কি কি ক্ষতি হয়েছিল তা বিস্তারিত বলতে পারেনি প্রায় ৮৪% উত্তরদাতা। প্রায় ৫৪% উত্তরদাতাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া মুক্তিযুদ্ধাদের সাথে পরিচয় আছে । মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া উত্তরদাতার এলাকার কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম বলতে পেরেছেন প্রায় ৯০% উত্তরদাতা। প্রায় ৭০% উত্তরদাতা মনে করেন যে, তরুণরা মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অবগত। উত্তরদাতাদের ৭৩% মনে করেন যে তরুণরা এ প্রকল্পের ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে । **(টেবিল ৩.৭)**

টেবিল ৩.৭ মহান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে ৬০ বছরের অধিক জনগোষ্ঠীর ধারণা		
উত্তরের ধরন	**উত্তরদাতাদের বয়সসীমা**	**মোট**
	৬০ উর্ধ্ব	
আপনি মহান মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন ?		
হ্যাঁ	৯৫.৫%	৯৫.৫%
না	৪.১%	৪.১%
মোট	**(৯৭) ১০০.০%**	**(৯৭) ১০০.০%**
আপনি মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন ?		
হ্যাঁ	২৯.৫%	২৯.৫%
না	৭০.৫%	৭০.৫%
মোট	**(৯৭) ১০০.০%**	**(৯৭) ১০০.০%**
১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এ এলাকায় কোন যুদ্ধ হয়েছিল ?		
হ্যাঁ	৭৮.৪%	৭৮.৪%
না	২১.৬%	২১.৬%
মোট	**(৯৭) ১০০.০%**	**(৯৭) ১০০.০%**
আপনার পরিচিত কেউ কি মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন ?		
হ্যাঁ	৫৭.৭%	৫৭.৭%
না	৪২.৩%	৪২.৩%
মোট	**(৯৭) ১০০.০%**	**(৯৭) ১০০.০%**

মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এ এলাকায় কি কি ক্ষতি হয়েছিল?		
উত্তর দেয় নি	৮৩.৯%	৮৩.৯%
বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল/ ভেঙ্গে দিয়েছিল	৫.৪%	৫.৪%
লুটপাট	৫.৪%	৫.৪%
মানুষজন ধরে নিয়ে গেছিল	১.৮%	১.৮%
গুলি করেছিল	৩.৬%	৩.৬%
মোট	৫৬	৫৬
মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া কোন বীর মুক্তিযোদ্ধার সাথে আপনার পরিচয় আছে ?		
হ্যাঁ	৫৩.৬%	৫৩.৬%
না	৪৬.৪%	৪৬.৪%
মোট	**(৯৭) ১০০.০%**	**(৯৭) ১০০.০%**
মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া আপনার এলাকার কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম বলতে পারবেন ?		
উত্তর দেয় নি	১.৯%	১.৯%
হ্যাঁ	৯০.৪%	৯০.৪%
না	১.৯%	১.৯%
জানি না	৫.৮%	৫.৮%
মোট	৫২	৫২
আপনার এলাকায় তরুণ প্রজন্ম মহান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে অবগত কি?		
হ্যাঁ	৬৯.১%	৬৯.১%
না	৩০.৯%	৩০.৯%
মোট	**(৯৭) ১০০.০%**	**(৯৭) ১০০.০%**
আপনার এলাকায় তরুণ প্রজন্ম মহান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছে কি?		
হ্যাঁ	৭৩.২%	৭৩.২%
না	২৬.৮%	২৬.৮%
মোট	**(৯৭) ১০০.০%**	**(৯৭) ১০০.০%**

অধ্যায়ঃ ৪

এফজিডি, মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার, স্থানীয় কর্মশালা ও কেস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ

৪.১ দলীয় আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য

এফজিডিঃ ১, স্থানঃ আমতলী সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয়, বাহুবল, হবিগঞ্জ, তারিখঃ ২৬- ০৩-২০১৬

- দলীয় আলোচনার শুরুতেই বীর মুক্তিযোদ্ধা ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান আবুল হাসিম উক্ত প্রকল্পটির ধারণার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন রাজাকার, আলবদর ও পাকবাহিনীর নির্মমভাবে হত্যাযজ্ঞের এক জলন্ত সাক্ষী হল এ স্থানটি।
- প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এক বীর মুক্তিযোদ্ধা নরেশ গোয়ালা বলেন যে, আমরা তো মরেই যাবো, আমাদের নাতি-নাতনিরা যেন যুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পারে তার জন্য এ স্তম্ভের গুরুত্ব অনেক বেশি।
- আঃ লতিফ বলেন যে, যুদ্ধ শেষ হয়েছে ৪৫ বছর আগে, ক্ষত মুছে যায়নি, আর এ স্তম্ভটি দেখলেই ১৯৭১ বর্বরতার চিত্র চোখে ভেসে ওঠে। তাই এটির প্রয়োজনীয়তা অত্যাধিক। কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থী রোদ ব্যনার্জী বলেন, আমি যুদ্ধ দেখিনি, আমাদের প্রজন্মের কেউই যুদ্ধ দেখেনি, হত্যাযজ্ঞ দেখেনি, বর্বরতা দেখেনি, তাই এ স্তম্ভটা দেখলেই তাদের কথা মনে পড়ে যারা নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন এখানে।
- আমতলি চা বাগানের ম্যানেজার বলেন যে, যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এ মিনারটি নির্মাণ করা হয়েছে তা আদৌ সফল হয়নি। আশপাশের লোকজনই এ সম্পর্কে তেমন ভালো জানে না। কেননা এর সম্পর্কে তাদের কিছুই জানানো হয়নি এবং এখানে কোন দিবস উদযাপন করা হয়না।
- তার বক্তব্য সমর্থন করে সহকারী শিক্ষিকা সুপ্রীয়া রাণী দেব বলেন উদ্দেশ্য মহৎ হলেও রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকির অভাবে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয়নি। স্থানীয় মেম্বার শ্রীকুমার বলেন স্মৃতিস্তম্ভটির সীমানাটুকুই জঞ্জালের আস্তরন পড়ে লতাপাতায় ঢেকে গেছে। যার ফলে দেখা যায় যে, স্তম্ভটি ঘন ঝোপঝাড়ের মধ্যে অবস্থান করছে। তার মতে স্তম্ভটির বর্তমান অবস্থা তেমন ভালো নেই।
- স্কুলের প্রধান শিক্ষক আব্দুল কুদ্দুস বলেন যে, স্তম্ভটির গুরুত্ব, তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমতলী গ্রামে বসবাসকারী ৫% লোকও সঠিকভাবে বলতে পারবে না।
- এদিকে লতিফ নূর বলেন, মিনারটি ভেঙে যাচ্ছে, শেওলা পড়ে সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেন যে, পরিবেশ অত্যন্ত ভালো কিন্তু পাহাড়ের অনেক উচুতে স্তম্ভটির অবস্থান। তাই দূর-দূরান্ত থেকে ছেলে মেয়েরা এখানে এসে অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়। যার অনেক অনেক প্রমাণ আমরা নিজেরাই। সন্ধ্যা হওয়া মানেই স্তম্ভটির সামনের সমতল পাকা অংশটিতে মদ, জুয়া, গাঁজার আসর বসে। তাস খেলা তো সাধারণ হয়ে গেছে। এখন তো পরিবারের লোকেরাই শিশুদের ওইখানে যেতে দেয় না কারণ ওইখানে নাকি খারাপ লোকের আড্ডাখানা।

এফজিডিঃ ২, স্থানঃ চাঁচড়া, রায়পাড়া, যশোর, তারিখঃ ২৫- ০২-২০১৬

- ২০০৩ সালে চাঁচড়া রায়পাড়া কালীতলা স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণ করা হয়। প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। প্রকল্পটি নির্মাণের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে বলে আমি মনে করি না। কারণ শুধু একটা স্মৃতিস্তম্ভ দিয়ে স্মৃতি ধরে রাখা সম্ভব নয়। এর জন্য আরও জমি অধিগ্রহণ করে সেখানে প্রাচীর দিয়ে স্থাপন করতে হবে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত জাদুঘর ও লাইব্রেরি। পাশে থাকবে ফুলের বাগান ও বসার জায়গা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিদ্যুতের ব্যবস্থা এবং প্রাচীরসহ গেটের ব্যবস্থা। এছাড়া সার্বক্ষণিক লোক নিযুক্ত রাখতে হবে স্মৃতিস্তম্ভটি নিরাপত্তা প্রদান ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য।

- আসলে প্রকল্পটি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কালে আমাদেরকে জানানো হয়নি। প্রকল্পটির বর্তমান অবস্থা বলতে গেলে খুব ভালো না। খুবই সংকীর্ণ স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে। একজন নিরাপত্তাকর্মী নিযুক্ত করা হলেও নাই কোন পরিচ্ছন্নতা কর্মী এবং কোনধরনের রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। পাশে থাকা হিন্দুদের কালী মন্দিরের কারণে হয়ত তারা পরিষ্কার করে রাখেন। প্রকল্পটি নির্মাণকালে মালামাল ও ঠিকাদার নির্বাচনের মানদণ্ড ঠিক ছিল না। যে ধরনের কংক্রিট ও মালামাল প্রয়োজন ছিল তা ঠিক ছিল কিন্তু ভালো ছিল না। দলীয় ঠিকাদার অনেক সময় ভাল কাজ করে না। উপকরণের মান খুব একটা ভালো ছিল না। স্মৃতিস্তম্ভটিতে প্রয়োজন ছিল ফ্লোরে টাইলস লাগানো, দেয়ালে মুর্যাল তৈরি করা; কিন্তু তা করা হয়নি। ইট দিয়ে দেওয়াল তৈরি হয়েছে এবং ফ্লোরে শুধুমাত্র সিমেন্ট লাগানো।
- স্মৃতিস্তম্ভটি ১৯৭১ সালে গণহত্যার শিকার শহীদদের স্মৃতি ধরে রাখতে সক্ষম। কিন্তু শুধু স্মৃতিস্তম্ভটি দিয়ে সম্ভব নয়। ওখানে প্রয়োজন এমন কিছু নিদর্শন যা যুদ্ধকে নির্দেশ করবে। স্মৃতিস্তম্ভটিতে ফলক থাকবে, দেয়ালে মুর্যাল তৈরি করতে হবে, পার্ক ও পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, যেখানে মানুষ বেড়াতে আসবে, এ স্মৃতিস্তম্ভটির সম্পর্কে জানতে চাইবে এবং তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হবে।

এফজিডিঃ ৩, দানাপাটলি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ, তারিখঃ ২৪- ০২-২০১৬

- প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি তাজুল ইসলাম। তিনি বলেন যুদ্ধের সময় পাঞ্জাবীদের ভয়াবহতা এ দেশের মানুষ যাতে ভুলে না যায় তার জন্য এ স্মৃতিস্তম্ভটির প্রয়োজনীয়তা আছে।
- প্রকল্পটি যে উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছে তার ১% ও সফল হয়নি বলে মনে করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছফর উদ্দিন। তিনি বলেন স্তম্ভটি বানালেই কাজ শেষ নয়। চাই যথাযথ মূল্যায়ন। স্তম্ভটির বর্তমান অবস্থা তুলে ধরতে গিয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা ছফির উদ্দিন বলেন, এটি নির্মাণ করার চেয়ে না করাই ভালো ছিল। এটির বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত নাজুক, নোংরা, ভাঙা, মল-মুত্র, টয়লেটের ট্যাঙ্কি থেকে অবিরত নোংরা পানি চুইয়ে পড়ছে। যারা পাক বাহিনীর হাতে নিষ্ঠুরভাবে হত্যার শিকার হয়েছিল, আজ তাদের এভাবেই সম্মান জানানো হচ্ছে। এটি অত্যন্ত দুঃখের।
- স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি আমির হোসেন বলেন স্তম্ভটির পূর্বাংশে টয়লেটের ট্যাঙ্কি থাকলে এ প্রকল্পটি কতটুকু সফলতা পেয়েছে তা আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। তিনি বলেন সন্ধ্যাবেলা তো দূরের কথা দিনের বেলায়ও কেউ যাতায়াত করে না এত বিশ্রী অবস্থা থাকার কারণে।
- এদিকে শিক্ষিকা আফরোজা আক্তার বলেন, যে উদ্দেশ্যে স্তম্ভটি নির্মাণ করা হয়েছে তা কখনো সফল হবে না যদি না এর সংস্কার ও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।
- এ ক্ষেত্রে উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার জনাব কবিরুল ইসলাম তার বক্তব্যে বলেন, যে উদ্দেশ্যে এটি নির্মাণ করা হয়েছে তা একটুও সফলতার মুখ দেখেছে বলে আমি মনে করি না। কারণ এর পারিপার্শ্বিক অবস্থা অত্যন্ত নোংরা যা বলে শেষ করা যাবে না। স্মৃতিস্তম্ভটিতে ময়লা পানি এসে জমা হয়ে থাকে।
- জনাব রুকন মিয়া বলেন, প্রকৃতপক্ষে যে স্থানটিতে স্তম্ভটি নির্মাণ করা হয়েছে, সেখানে কোন বধ্যভূমিই নেই। তবে এটির ২০০ গজ পশ্চিমে রেলব্রিজের উপর থেকে মরা লাশ ফেলা হতো বলে জানেন। তার কথাকে সমর্থন করেন আসাদ, স্থানীয় মেম্বার আলিমুর রমজান। এখানে স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণের সময় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা হয়নি। যার ফলে কেউ এর সম্পর্কে ভালো ধারনা ব্যক্ত করতে পারছেনা বলে মত প্রকাশ করেন তিনি।
- তার কথাকে সমর্থন দিয়ে প্রধান শিক্ষিকা ছামসুন্নাহার বেগম বলেন, এটির অবস্থা খুবই খারপ। ওখানে যাওয়াই যায় না।
- এ প্রকল্পটিতে যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ ছিল কিন্তু কাজ হয়েছে নিম্নমানের উপকরণ দিয়ে। কেননা মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানেই এর নিচের টাইলস গুলো উঠে গেছে বলে দাবি করেন মুজিবর রহমান।

- শিক্ষার্থী সোহাগ মিয়া বলেন, এ প্রকল্পটির মাধ্যমে নিশ্চিতভাবেই যুব সমাজ ও পরবর্তী প্রজন্ম মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক বাহিনীর বর্বরতা সম্পর্কে জানতে পারবে। তবে স্মৃতিস্তম্ভটির সংস্কারের প্রয়োজন।
- প্রকল্পটির পরিচ্ছন্নতা নিয়ে শিক্ষার্থী আফরোজা আক্তার বলেন এ স্মৃতিস্তম্ভটি কোন শহীদদের স্মরণে নির্মাণ করা হয়নি। যদি তাই হত তাহলে এটির পরিচর্যা থাকত। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরা স্তম্ভের উপর বসে বা দাড়িয়ে প্রসাব করত না। বর্তমানে স্তম্ভের যা অবস্থা তা দেখে মনে হয়, এটি ময়লার স্তুপের উপর দাড়িয়ে থাকা কোন স্তম্ভ।

এফজিডিঃ ৪ স্থানঃ নগরকান্দা, ফরিদপুর, তারিখঃ ২৯- ০২-২০১৬

- ১৯৭১ সালের ১লা জুন ফরিদপুরের নগরকান্দায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও এ দেশীয় কিছু রাজাকার আলবদরদের সহযোগিতায় মহিলা ও শিশুসহ ৩৮ জনকে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। বধ্যভূমিটি ৭১ এ শহীদদের স্মৃতি রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।
- প্রকল্পটির উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। কিন্তু স্মৃতিস্তম্ভটি তখনই পরিপূর্ণ রূপ নেবে যখন সেখানে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে, থাকবে পরিচ্ছন্নতা কর্মী, থাকবে বিদ্যুতের ব্যবস্থা, আশেপাশে পার্ক ফুলের বাগান, পর্যটন কেন্দ্র, মুক্তমঞ্চ, লাইব্রেরি, লোকসমাগম। তখনই এর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হবে। অন্যথায় মনে হবে স্মৃতিস্তম্ভটি শুধু একটা ইট পাথরের তৈরি স্তম্ভ। সেজন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং ব্যাপকভাবে প্রচার চালাতে হবে।
- প্রকল্পটির বর্তমান অবস্থা খুবই শোচনীয়। এটা শুধু নির্মাণ হয়েছে নেই কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা, নেই কোন তদারকি, ওখানকার পরিবেশ মনোরম হলেও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অবহেলিত হয়ে আছে। বাইরের প্রাচীরে যে রড ব্যবহার করা হয়েছে তা খসে খসে পড়ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সময় আমাদের জানানো হয়নি। পরবর্তীতে জানা যায় গণপূর্ত বিভাগকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু তারা লোকালভাবে ঠিকাদার ঠিক করে নিম্নমানের ও স্বল্প খরচে কাজ করায়। সেখানে স্থানীয় জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অংশগ্রহণ এর প্রয়োজনীয়তা ছিল বলে আমি মনে করি। মালামাল ও ঠিকাদার নির্বাচনের মানদন্ড ঠিক ছিল না। যদি থাকত তবে সুন্দরভাবে ও মজবুতভাবে কাজটি সম্পূর্ণ করা থাকত। স্থাপনাগুলোতে ফাটল ধরেছে, পাশের দেয়ালে ব্যবহৃত রডগুলো দেওয়াল থেকে খসে খসে পড়ছে। ভালো কোন গেট তৈরি করা হয়নি। ভাস্কর্য ও মুর্যাল তৈরি করতে হবে।

এফজিডিঃ ৫, স্থানঃ জোলগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইগাতী, শেরপুর, তারিখঃ ২১- ০২-২০১৬

- শেরপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার এ, এস, এম, নুরুল ইসলাম হিরো বলেন যে, প্রকল্পটি সম্পর্কে তিনি কিছুটা জানতেন তবে পুরোপুরি নয়। তিনি আরও বলেন পরিকল্পনা আর বাস্তবায়নের মাঝে বিস্তর পার্থক্য থাকায় এমন সৌধ সম্পর্কে আশে-পাশের মানুষের ভালো ধারণা নেই।
- প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব তুলে ধরে শিক্ষিকা উম্মে কুলসুম নিপা বলেন, এটির গুরুত্ব অনেক, তবে সরকার যথাযথ রক্ষনাবেক্ষণের পদক্ষেপ না নিলে এ প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা বলে কিছুই থাকবেনা। এদিকে কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থী সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, তার মত অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানে না। এমন কি অত্র এলাকার অনেক শিক্ষার্থীই বধ্যভূমিতে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভটির নির্মাণের কারন সম্পর্কে জানে না। তেমনিভাবে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসও কেউ সঠিকভাবে জানে না।
- প্রকল্পটির সফলতা নিয়ে সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি মোয়াজ্জেম হোসেন। তিনি বলেন, এ প্রকল্প যে উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছে তা পুরোপুরি সফল হয়নি। কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন এ স্মৃতিসৌধটি অযত্ন আর অবহেলায় পড়ে থাকার নানান দিক। তার কথাকে সমর্থন দিয়ে অনার্স পড়ুয়া শিক্ষার্থী রাশেদুল ইসলাম তার অভিমত ব্যক্ত করেন, যথাযথ সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দাবি জানান।

- প্রকল্পটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকল আলোচক এ সিদ্ধান্তে একমত হয়েছেন যে, উক্ত প্রকল্পটির বর্তমান অবস্থা খুবই নাজুক। কারণ হিসেবে তারা দাবি করেন এ স্মৃতিসৌধের চারপাশের বেহাল অবস্থার কথা। প্রকল্পটির পূর্বদিকের জায়গা বেদখল হয়ে শাঁক সবজির চাষ চলছে। প্রকল্পটির পিছনে যত্রতত্র মলমুত্র, আবর্জনা পড়ে আছে। এমনকি বেদীর নিচের অংশ আশপাশের লোকজন নিজের কাজে ব্যবহার করে আসছে বলে সকলের অভিমত।
- সিকান্দার আলী বলেন, আজকাল স্মৃতিসৌধ হওয়া মানেই আবর্জনার স্তুপ তৈরি করা। গরু ছাগল আর মানুষের মল-মুত্র ছাড়া আর কি হতে পারে? এ দিকে এ প্রশ্নের আলোকে বীর মুক্তিযোদ্ধা সহিদুল ইসলাম বলেন, যুদ্ধের সময় যেখানে শত শত মানুষ কে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে সেখানে আজ আবর্জনার স্তুপ ! ভাবতেও অবাক লাগে। আর এ জন্যই কি যুদ্ধ করেছিলাম ?

এফজিডিঃ ৬, স্থানঃ ইউএনও অফিস, বরিশাল, তারিখঃ ২২- ০২-২০১৬

- বধ্যভূমি বলতে শুধুমাত্র বরিশালের ত্রিশ গোডাউন নদীর পাড়ের বধ্যভূমি বোঝায় না। এছাড়া পুটিয়াতে একসাথে অনেকজনকে হত্যা করা হয়। সেখানেও একটা স্মৃতিস্তম্ভ হওয়া দরকার। কারণ ওটা ও একটা বধ্যভূমি। আমানতগঞ্জ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড অফিসে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প ছিল। সেখানে খালের উপর জেটিতে গণহত্যা করত। আমানতগঞ্জ মাহমুদিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে খালের উপর কাঠের ব্রিজের উপর রাজাকার বাহিনী গণহত্যা করত। ২০০৩ সালে বধ্যভূমি সম্পর্কে মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রণী ভূমিকা থাকা দরকার ছিল। মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে কোন কিছু জানানো হয়নি।
- আমিও একমত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আমাদের ও জানানো উচিত ছিল। স্মৃতিস্তম্ভটি প্রথম গণপূর্ত বিভাগ ২০০৩ সালে বাস্তবায়ন করে। যেখানে অর্থ বরাদ্ধ ছিল ১৬ লক্ষ ৪১ হাজার ৬২৮ টাকা। আমার মনে হয় না এত টাকা ওখানে ব্যয় করা হয়েছে। অর্থ বরাদ্দ ঠিক থাকলেও কাজ করা হয়নি। ওখানকার মালামাল/ঠিকাদার নিযুক্ত ঠিক ছিল বলে মনে হয়না। কিছু ব্যক্তি প্রতারণার মাধ্যমে স্মৃতিস্তম্ভটিকে অগোছালো করে রেখেছে। তারা আমাদের স্বপ্নের স্মৃতিস্তম্ভটিকে বাস্তবে রূপ ধারন করতে দেয়নি।
- প্রকল্পটির বর্তমান অবস্থা খুবই খারাপ। স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণের জন্য যে ইট পাথর সিমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে তা অতি সামান্য যা বাইরে থেকে দেখলে বোঝা যায়। যদি ওখানে ভালো কংক্রিট ব্যবহার করা হতো তাহলে পাশের তৈরি প্রাচীরগুলো সহজে ভেঙ্গে পড়ে থাকত না। আসলে ওখানে যে কি চুক্তি হয়েছিল তা আমাদের জানানো হয়নি। আমরা স্মৃতিস্তম্ভটি সম্পর্কে জানতাম না।
- স্মৃতিস্তম্ভটি ওখানে তৈরি করা হয়েছে, নেই কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা, নেই কোন প্রহরী, নেই কোন পরিচ্ছন্নতা কর্মী নাই। প্রাকৃতিক পরিবেশ ভালো কিন্তু ময়লা আবর্জনার জন্য নোংরা থাকে সবসময়। একজন লোক রাখা প্রয়োজন যে সবসময় পরিষ্কার করে রাখবে। আর নিরাপত্তা বাহিনীর অভাবে এখানে গড়ে উঠছে জুয়ার আড্ডাখানা, ছেলে-মেয়েদের অবৈধ মেলামেশা, মাদক সেবন, গাঁজাসহ নানাবিধ খারাপ কাজসমূহ। সেটি দৃশ্যমান করতে হবে দেখে যেন বোঝা যায় যুদ্ধ হয়েছে, মনে প্রশ্ন জাগে।
- মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের চিত্র আঁকতে হবে ফলক আকারে এবং ফলকে উল্লেখ থাকবে ব্যক্তির জন্ম, মৃত্যু সাল, পরিচয়। পাশের দেয়ালটি মুক্তিযুদ্ধের চিত্র দিয়ে মোড়ানো থাকতে হবে। ওয়াপদা ওয়ালে মুর‍্যাল করতে হবে। এমন কিছু স্মৃতিফলক তৈরি করতে হবে যা দেখলেই চোখে ভেসে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের চিত্র।

এফজিডিঃ ৭, স্থানঃ ইউএনও অফিস, বোতলগারী, সৈয়দপুর, নীলফামারী, তারিখঃ ২৪- ০২-২০১৬

- ইউ, এন, ও বলেন, এ প্রকল্পটি সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। আপনাদের মাধ্যমে প্রথম জানতে পারলাম।
- বধ্যভূমিটি সম্পর্কে উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেদ বলেন, বোতলগাড়ী যে একটি বধ্যভূমি এলাকা, নতুন প্রজন্ম সবাই জানেনা এ বিষয়টা। নতুন প্রজন্মকে তুলে ধরার জন্য এ ধরনের প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি।

- সাংবাদিক তার বক্তব্যের মধ্যে বলেন যে আমাদের এখানে বধ্যভূমির উপর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের জন্য সরকারি কোন প্রকল্প আসে নি। আমরা এম, পি, মহোদয়ের কাছ থেকে কিছুটা অনুদান নিয়ে স্মৃতিস্তম্ভটি করেছি। তবে এখনও সম্পূর্ণ করতে পারি নাই।

এফজিডিঃ ৮, স্থানঃ ইউএনও অফিস, ফুল বাগান, নাটোর সদর, নাটোর, তারিখঃ ০৩- ০৩-২০১৬

- ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে এখানে অনেক লোককে হত্যা করা হয়েছিল। সে স্মৃতি ধরে রাখার জন্য এ স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে অনেক হিন্দু মানুষকে ধরে নিয়ে আসা হয়। তাদের দ্বারা উপজেলা পরিষদের ভিতরে মসজিদটি তৈরি করিয়ে নেওয়া হয়। তারপর তাঁদের হত্যা করা হয়। স্মৃতিস্তম্ভটির প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি। কারণ এ স্মৃতিস্তম্ভটি তৈরির ফলে সবাই মোটামুটি বধ্যভূমি সম্পর্কে জানতে পারছে।
- এ স্মৃতিস্তম্ভটি আরও আগে হওয়া উচিত ছিল। ছাত্র-ছাত্রীরা এখন এ স্মৃতিসৌধ সম্পর্ক জিজ্ঞাসা করে। তারা এখন এ স্মৃতিস্তম্ভটির সম্পর্কে জানতে অনেক আগ্রহী। এ থেকে বোঝা যায় এ স্মৃতিস্তম্ভটির প্রয়োজনীয়তা অনেক। প্রকল্পটির বর্তমান অবস্থা খুব ভালো বলা যায় না। কারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করার পর এ স্মৃতিস্তম্ভটি সংরক্ষণের একটা ব্যবস্থা করা দরকার ছিল, কিন্তু সেটা হয়নি।
- প্রত্যেক বছর একটা বাজেট দেওয়া দরকার। যার দ্বারা এটাকে রং করা, মেরামত করা, নিরাপত্তাকর্মী দেওয়া যায়।
- মালামাল ও ঠিকাদার নির্বাচনের মানদণ্ড ঠিক ছিল না, ঠিক থাকলে কাজটি আরও ভালো হতো ও মানসম্মত হতো। টাকা খেয়ে ঠিকাদার নিয়োগ দিয়েছে ইঞ্জিনিয়ার। স্মৃতিস্তম্ভটি দেখে মনে হয় যে, এর নির্মাণের উপকরণগুলোর গুনগতমান ভাল ছিল না।

এফজিডিঃ ৯, স্থানঃ ইউএনও অফিস, গৃরিধারীপুর, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা, তারিখঃ ২৪- ০২-২০১৬

- এখানে একসাথে প্রায় ১৫০ জন লোককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। স্বাধীনতার পর ১০-১৫ বছর মানুষ ভয়ে ওই দিকে যেত না। এটা ভয়ংকর জায়গা নামেই পরিচিত। প্রকল্পটির উদ্দেশ্য এখনো পরিপূর্ণভাবে সফল হয়নি। কারণ মানুষ এখনো মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় পরিপূর্ণভাবে উজ্জীবিত হয়নি।
- আমাদের মনে হয় প্রকল্পটির অর্থ বরাদ্দ যথেষ্ট ছিল না। কারণ এর সাথে যদি পার্ক করার জন্য কিছু টাকা দিত তাহলে প্রকল্পটির অর্থ বরাদ্দ ঠিক হতো। মালামাল ও ঠিকাদার নির্বাচনের মানদণ্ড ঠিক ছিল না, ঠিক থাকলে কাজটি আরও ভালো ও মানসম্মত ও হতো। স্মৃতিস্তম্ভটি দেখে মনে হয় এর নির্মাণের উপকরণগুলোর গুনগতমান ভালো ছিল না। স্মৃতিস্তম্ভগুলো সমাজের উপর অনেক প্রভাব ফেলেছে। অনেকে জানত না এই জায়গায় আসলে কি হয়েছিল। এ স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করায় সবাই জানতে পারছে যে, এখানে যুদ্ধের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছিল।
- তবে এখানকার সার্বিক পরিবেশ ভালো না। ঝোপঝাড়, জঙ্গালে ভরপুর। আমি শুনেছি সন্ধার পর অনেকে এখানে নেশা করে। অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানদেরকে এ স্মৃতিসৌধে আসতে দেয় না। এর জন্য সার্বিক পরিবেশ দায়ী। স্মৃতিস্তম্ভের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। এর চারদিকে গ্রিল দেওয়া হয়েছিল। তা নেশাখোর ছেলেরা ভেঙে নিয়ে গেছে।
- যারা যুদ্ধ করেছেন ও শহীদ হয়েছেন তাদের তথ্য নামফলকে উল্লেখ করলে বিষয়টি আরও ভালো ও তথ্য সমৃদ্ধ হতো। এখানে গণহত্যাটি কবে হয়েছিল, কিভাবে হয়েছিল, কাদেরকে মারা হয়েছিল ইত্যাদি বিষয়গুলো এখানে লিখিত আকারে রাখতে হবে।

এফজিডিঃ ১০, স্থানঃ ইউএনও অফিস, বগুড়া সদর, বগুড়া, তারিখঃ ০৮- ০৩-২০১৬

- বধ্যভূমির উপর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বধ্যভূমি সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্পটি সরকারের একটা মহান উদ্যোগ। এ উদ্যোগটা আরও আগে নিলে ভাল হতো। তবে প্রকল্পটির উদ্দেশ্য এখনো পরিপূর্ণভাবে সফল হয়নি। কারণ মানুষ এখনো মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয় নি।
- সরকারের অর্থ বরাদ্দ ঠিক ছিল। মালামাল ও ঠিকাদার নির্বাচনের মানদণ্ড ঠিক ছিল না। ঠিক থাকলে কাজটি আরও ভাল ও মানসম্মতঅহতে পারত। স্মৃতিস্তম্ভটির নির্মাণ সামগ্রীর গুণগতমান ভাল ছিল না। উপরে একটি টাইলস খসে পড়েছে। এর রং কালো এবং খয়েরি হওয়ার কথা কিন্তু রং করা হয়েছে ধুসর।
- এর জন্য কোন নিরাপত্তা কর্মী নেই। কোন পরিচ্ছন্নতা কর্মী নেই। আমি যতটুকু জানি এখানে প্রতিনিয়ত মদ, জুয়া, গাঁজা, তাস ইত্যাদি অপ্রীতিকর কার্যকলাপ হয়। মুক্তিযুদ্ধের মহান এ স্মৃতিস্তম্ভে যদি এ রকম ঘটনা ঘটে, এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। সন্ধ্যা হলে এখানে মাদকের নেশায় ছেলেরা মেতে থাকে, এটা খুবই পরিতাপের বিষয় এ মহান স্মৃতিস্তম্ভের এ কি অবস্থা? এখানে রিক্সা রাখা হয়। স্মৃতিস্তম্ভটি এখন রিক্সার গ্যারেজ হয়ে গেছে। এখানকার স্থানীয় লোকেরা এ স্মৃতিস্তম্ভকে ইচ্ছামত ব্যবহার করে। স্মৃতিস্তম্ভটিকে সম্মান করতে হবে তারা তা বোঝেনা। এ স্মৃতিস্তম্ভ রক্ষণাবেক্ষণ এবং পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব প্রশাসনকে দেওয়া উচিত।
- যে স্মৃতিস্তম্ভটা এখানে করা হয়েছে এর পাশে নামফলক লাগালে বিষয়টা আরও কার্যকরী হবে। এখানে একটি বড় গেট করে দিলে ভাল হয়। একটা জাদুঘর ও লাইব্রেরি করলে এ স্মৃতিস্তম্ভটা আরও তথ্য সমৃদ্ধ হবে।

এফজিডিঃ ১১, স্থানঃ মিরপুর উদয়ন স্কুল, ঢাকা, তারিখঃ ০১- ০৩-২০১৬

- প্রকল্পটি যে উদ্দেশ্যে এখানে নির্মাণ করা হয়েছে তা শতভাগ সফল নয়। তবে স্মৃতিস্তম্ভটি দেখতে দূর দুরান্ত থেকেও মানুষ আসে। আকলিমা খাতুন তার বক্তব্যে বলেন প্রকল্পটি যে উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়েছে তা আজ সফল। প্রধান শিক্ষক এস, এম নজরুল ইসলাম এই স্মৃতিস্তম্ভটির বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন। স্মৃতিস্তম্ভটি সুন্দর একটি পরিবেশে অবস্থিত এটি দেখতে দূর-দূরান্ত থেকেও লোকজন এখানে আসে । স্মৃতিস্তম্ভটি নিম্ন এলাকায় হওয়ায় বর্ষাকালে এর মধ্যে পানি থাকে, তখন কেউ সেখানে যেতে পারে না।
- তার কথাকে সমর্থন দিয়ে রবিউল ইসলাম বলেন যে, স্মৃতিস্তম্ভটি আগের চেয়ে এখন অনেক ভালো তবে এটি যেন আরও ভালো করা যায় সে ব্যাপারে সরকারি সুনজর আশা করেন।
- বীর মুক্তিযোদ্ধা আইজুল্লাহ পাটোয়ারী বলেন যে, এটি এখানে হওয়ার ফলে আজ দেশ বিদেশ থেকেও এখানে লোকজন আসে এটি দেখার জন্যে, এটিই বা কম কিসের। আমাদের সমাজে এ বধ্যভূমির উপর নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। এ বধ্যভূমির চারদিকেই অনেকটা দখল হয়ে এর ছোট আকার হয়ে গেছে। তাই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সরকারের প্রতি দাবি জানান তিনি। তার কথাকে সমর্থন দেন সবাই, সবাই চান যে এ স্মৃতিস্তম্ভটির আয়তন আরো বড় করা হউক।
- রবিউল ইসলাম বলেন যে, স্মৃতিস্তম্ভটির একজন নিরাপত্তা কর্মী ও একজন কেয়ারটেকার আছেন। তারা সার্বক্ষণিক এর দেখভাল করেন। তাই এটিকে আরও আকর্ষণীয় স্থানে রূপান্তর করা হোক। নিরাপত্তা কর্মী এবং কেয়ারটেকার থাকার কারণে এখানে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে না।

এফজিডিঃ ১২, স্থানঃ রসুলপুর, কুমিল্লা, তারিখঃ ০৫- ০৩-২০১৬

- ১৯৭১ সালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী আমড়াতলী ইউনিয়নের রসুলপুর রেলস্টেশনের পাশে অনেক লোককে গণহত্যা করে। এছাড়াও টমছম ব্রিজের পাশে এক লাইনে দাড় করিয়ে অনেক লোককে গণহত্যা করে। প্রকল্পটি নির্মাণের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কিন্তু নির্মাণ কাজে ফাঁকি দেওয়া হয়েছে । যেটা দেখলে মনে হয় এটা একটা ১০০ বছরের পুরনো ইটের স্তম্ভ। দেখলে মনে হয়না এটা শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভ। এ গুলোতে খুবই নিম্নমানের কংক্রিট ব্যবহার করা হয়েছে। স্মৃতিস্তম্ভটি অবহেলিত, কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই, নেই কোন পরিচ্ছন্নতা কর্মী। যারা আমাদের দেশের জন্য জীবন দিল তাদের স্মরণের জন্য তৈরি স্মৃতিস্তম্ভের আজ এ কি

হাল। তৈরি হয়েছে মাত্র কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের কেউ নেই। অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে। নির্মাণ প্রকল্পটি আজ দুর্দশাগ্রস্থ। তাহলে আজ আমরা কেমন সম্মান করলাম। প্রকল্পটির বর্তমান অবস্থা খুবই শোচনীয়। বধ্যভূমিতে গাছপালা জন্মেছে, প্রাচীরের আরও খারাপ অবস্থা, ভেঙ্গে মাটিতে পড়ে রয়েছে। নির্মাণকৃত মিনারে লাগানো হয়নি কোন টাইলস। যে সব কংক্রিট ব্যবহার করা হয়েছে তা খুবই নিম্ন মানের। সিমেন্টের ব্যবহার অতি সামান্য ও নিম্ন মানের। খুব সহজেই গরু ছাগল প্রবেশ করে।

- আমরা ১৫ জনের একটি টিম স্মৃতিস্তম্ভটি দেখতে গিয়েছিলাম এবং জানতে পেরেছি যে, আঃ রশিদ নামের একজন সাবকন্ট্রাকটার এটা নির্মাণের দায়িত্বে ছিল। পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের মধ্যে ব্যবধান ছিল অনেক। এখানকার মিনারটিতে দেওয়ার কথা ছিল টাইলস কিন্তু তা দেওয়া হয়নি। বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণকে জানানো হয়নি। স্থানীয় জনগণের কোন ভূমিকা ছিল না। এমনকি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সংসদ ও মহানগর কমান্ডারকে ও জানানো হয়নি। স্মৃতিস্তম্ভগুলোর উপকরণের গুণগতমান ছিল খুবই নিম্নমানের। আজ ওখানে গেলে বোঝা যায় কি ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। মিনারে হাত দিলে সিমেন্ট খসে পড়ে। প্রাচীরের অবস্থা আরও খারাপ। ভাঙ্গা কয়েকটা পিলার পড়ে আছে মাত্র।
- চুক্তি অনুযায়ী কোন কাজই হয়নি। যে চুক্তিতে প্রাচীর দেওয়া, টাইলস লাগানো গেট থাকার কথা তার কোন অস্তিত্বই নেই স্মৃতিস্তম্ভের ভিতর। দেখলে মনে হয় ইট পাথরের স্তম্ভ। এখানে প্রতিদিনই ছিনতাই, ডাকাতি হয়। সন্ধ্যার পর অবাধ মেলামেশা লক্ষ্য করা যায় আর মদ, গাঁজা সেবন তো প্রতিদিনের ব্যাপার। দেওয়ালই তো ভাঙ্গা, তার নিরাপত্তা আর কি থাকবে।

মুখ্য ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য

৪.২ মুখ্য ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলঃ

মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকারঃ ০১

যুগ্ম-প্রধান, পরিকল্পনা কমিশন, বলেনঃ তরুণ প্রজন্মের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প এটি। কিন্তু PWD এর দায়িত্বে অবহেলায়, সঠিক নজরদারির অভাবে ও দুর্নীতির জন্য শতভাগ সফল হয়নি প্রকল্পটি। প্রকল্পটির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মধ্যে ব্যবধান আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, LGED, PWD, স্থানীয় পর্যায়ে ঠিকাদাররা, কেউই ভালভাবে কাজ করেনি। তাঁর মতে বরাদ্দ ঠিকই ছিল কিন্তু প্রকল্প বিলম্বিত হওয়ায় খরচ বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর মতে প্রকল্পটির বাস্তবায়নে বেশ কিছু দুর্বল দিক রয়েছে যেমন অদক্ষ, অনভিজ্ঞ ঠিকাদার নিয়োগ, নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মানের ঘাটতি, দুর্নীতি, পর্যাপ্ত ও কার্যকরী সভার ঘাটতি, আলোচনা ও পরিকল্পনার ঘাটতি, দায়িত্বে অবহেলা ইত্যাদি। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে জমি অধিগ্রহণে কিছু সমস্যা ছিল বলে জানান তিনি। বেশিরভাগ মানুষই জানে না প্রকল্পটি, বধ্যভূমি বা স্মৃতিস্তম্ভগুলো সম্পর্কে। পর্যাপ্ত প্রচার নেই, যোগাযোগ ব্যবস্থার বেহাল দশা, লোকালয় থেকে দূরে, অরক্ষিত ও অবহেলায় প্রায় পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তিনি মনে করেণ যে গণহত্যা ও বধ্যভূমিসমূহ সম্পর্কে ওয়েবসাইট ডেভেলপ করা উচিত। পর্যাপ্ত প্রচারের মাধ্যমেই কেবল সবার কাছে মেসেজটা দেওয়া সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকারঃ ০২

নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর এর কাছে প্রকল্পটির নীতিমালা ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে প্রকল্পটির গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বধ্যভূমিগুলোর স্মৃতি সংরক্ষণ করা ও তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া, গণহত্যাগুলোর সাথে নতুন প্রজন্মকে পরিচিত করানোর জন্য এ প্রকল্পটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে প্রকল্পটি সফল হয়েছে তবে রক্ষণাবেক্ষণে মাঠপর্যায়ে আরও গুরুত্ব দেয়া উচিত ছিল বলে তিনি মনে করেন। প্রকল্পটির বর্তমান অবস্থা নিয়ে তিনি বলেন যে, অধিকাংশই সমাপ্ত কিন্তু নিচু জায়গা, ব্যয়বৃদ্ধি, নকশায় জটিলতা (যেমন সীমানা প্রাচীর ছিলনা নকশায়) ইত্যাদি কারণে কিছু কিছু অংশ এখনো বাকি আছে। বরাদ্দ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বরাদ্দ পর্যাপ্ত ছিল। পণ্য ও ঠিকাদার নির্বাচনের মানদন্ড সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তখনকার (২০০২) এর পিপিআর (২০০৩) অনুযায়ী দরপত্র আহ্বান করে ঠিকাদার নেওয়া হয়েছিল। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কোন সমস্যা হয়েছিল কি না এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, ঘনঘন পিডি পরিবর্তন একটি সমস্যা ছিল। প্রকল্পটির প্রভাব আছে তবে তা নিয়মিত না, দিবসভিত্তিক। স্মৃতিস্তম্ভের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বলেনঃ *এটা মোটেও সন্তোষজনক না। স্থানীয় প্রশাসনের এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত।* তিনি আরও বলেন যে, প্রকল্পের উদ্দেশ্য, ইতিহাস সম্পর্কে সভা, সেমিনার, চলচিত্রের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে জানানো উচিত। এটা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব।

মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকারঃ ০৩

পরিচালক, আইএমইডি, বলেনঃ *বধ্যভূমিসমূহকে সংরক্ষণ এবং যুবসমাজকে ৭১ এর চেতনায় উদ্বুদ্ধ করায় ছিল এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।* প্রকল্পটি তাঁর দৃষ্টিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে প্রকল্পটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফল তবে কিছু ব্যর্থতাও আছে যেমন রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি, স্থানীয় জনগণকে ও পর্যটন খাত কে প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত না করা ইত্যাদি। প্রকল্পের বরাদ্দ পর্যাপ্ত ছিল বলে তিনি মনে করেন। তাছাড়া পণ্য ও ঠিকাদার নির্বাচন সম্পর্কে তিনি বলেন যে, পিপিআর অনুসরণ করা হয়েছিল। প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সমস্যার বিষয়ে তিনি বলেন যে কিছু স্থান ব্যক্তি মালিকানাধীন হওয়ায় জমি অধিগ্রহণে হয়ত সমস্যা হয়ে থাকতে পারে, আর এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে এ স্মৃতিস্তম্ভগুলোর কোন কমিটি নেই, দেখা শোনার কেউ নেই। প্রকল্পটির বিভিন্ন প্রভাব সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তরুণ প্রজন্মকে ৭১ এর চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে নিঃসন্দেহে এটি একটি দারুণ পদক্ষেপ। তিনি বলেছেন যে, আমাদের ৭১ এর চেতনা ও সংস্কৃতি বিকাশে ও চর্চায় এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। স্মৃতিস্তম্ভের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বলেন *যেহেতু একটাও সরেজমিনে দেখিনি এখনো তাই এ বিষয়ে কিছু বলতে পারব না।* তবে তাঁর ধারণা স্মৃতিস্তম্ভগুলোর নিরাপত্তা খুব একটা ভালো না।

মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকারঃ ০৪

উপ প্রধান, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কে প্রকল্পটির নীতিমালা ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি শুরুতেই বলেন যে, এ প্রকল্প অনেক আগে শেষ হয়েছে (২০০৬/২০০৮) আর তিনি এ প্রকল্পের সাথে সে সময় যুক্ত ছিলেন না তাই তিনি কিছুই বলতে পারবেন না। তিনি বলেন যে, প্রকল্পটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এর বেশি আর কিছু তিনি জানেন না। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোকপাত করতে অনুরোধ করা হলে তিনি বলেন যে, এটা সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণা নেই, PWD বলতে পারবে। প্রকল্পটির সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন *আমি কখনও দেখতে যায়নি তাই ধারণা নেই।* এ স্মৃতিস্তম্ভগুলো ১৯৭১ এ গণহত্যার শিকার সমস্ত শহীদের স্মৃতি ধরে রাখতে সক্ষম হবে বলে তিনি মনে করেন। স্মৃতিস্তম্ভের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বলেনঃ *আমি যাইনি তাই বলতেও পারব না।*

স্থানীয় কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত তথ্য

৪.৩ স্থানীয় কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল

গত ১৭ই এপ্রিল ২০১৬ তারিখে "১৯৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা এর অংশ হিসেবে কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে একটি স্থানীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব লুৎফুন নাহার। উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আল মামুন, পরিচালক (যুগ্ম সচিব), বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মূল্যায়ন সেক্টরের প্রোগ্রামার জনাব মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং মূল্যায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ হেলাল খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে আরোও উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব আমিনুল ইসলাম টুটুল, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জনাব হোসনে আরা বকুল এবং উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জনাব মোঃ সাজাহান সাজু।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও এ সমীক্ষার ব্যক্তি পরামর্শক ড. এ এস এম আমানুল্লাহ। অত্যন্ত প্রাণবন্ত এ স্থানীয় কর্মশালায় আরও অংশগ্রহণ করেন স্থানীয় বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, মিডিয়ার প্রতিনিধি, শিক্ষকমন্ডলী, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং ছাত্র-ছাত্রীসহ ৪০ জন সদস্য। আলোচনার শুরুতেই স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ও মিডিয়া কর্মীরা ছাড়া অংশগ্রহণকারীদের প্রায় ৯০ শতাংশ সদস্যই বলেন কুমিল্লার রসুলপুরে অবস্থিত স্থানীয় বধ্যভূমির স্মৃতিস্তম্ভের কথা জানেন না ও কখনো সেখানে যান নি। ইসরাত জাহান, সহকারী শিক্ষিকা কুমিল্লা, তিনি বলেছিলেন- এ সভাতে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি জানতেন না বধ্যভূমিটি কোথায় কি অবস্থায় আছে। তিনি ইন্টারনেট থেকে খুঁজে দেখে এসেছেন কুমিল্লার কোথায় এটি অবস্থিত। সুদীপ্ত পাল, মৎস্য সম্প্রসারণ অফিসার; তিনিও বলেছিলেন কুমিল্লায় যে কোন বধ্যভূমি আছে এটাই তাঁর জানা ছিলনা। তাঁর মতে তাহলে সাধারণ জনগণের অবস্থা কি আপনারাই বুঝে নেন। উপস্থিত সকলে এ কথার সাথে একমত পোষণ করেন।

অংশগ্রহণকারীদের মতে, এ স্মৃতিস্তম্ভটি স্থানীয় জনগণ ও যুবসমাজের ভিতরে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা উজ্জীবিতকরণে কোন ধরনের ভূমিকা পালন করেনি। অধিকাংশের মতে কাউকে বিশেষ করে জনসাধারণকে জানানোর জন্য কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

মোহাম্মদ ওমর ফারুক (সমবায় বিভাগ) বলেন, যুব সমাজকে জানানোর জন্য কোন পর্যায় থেকে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, যদিও তিনি যাননি তবে তাঁর মনে হয় যে, যুব সমাজতো পরের কথা, গণ্যমান্য যারা আছেন তারাই তো যাননি। একজন মুক্তিযোদ্ধা বলেন এ স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণ উপকরণ খুব নিম্নমানের ছিল এবং এটি তৈরি করতে ২/৩ লাখ টাকার বেশি খরচ হওয়ার কথা নয়। অন্য একজন মুক্তিযোদ্ধা বলেন, এটি বানাতে বড়জোর ৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, বাকি টাকা ঠিকাদারেরা লোপাট করে দিয়েছে। উপস্থিত অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারাও এ বিষয়ে একমত হয়েছেন। গিয়াসউদ্দিন খান (ডেপুটি কমান্ডার) বলেছিলেন যে, এর নির্মাণ প্রকল্প দলীয়ভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে করানো হয়েছে যা কোনভাবেই কাম্য নয় এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকেও অবহিত করা হয়নি, যার জন্য অবকাঠামো এত দুর্বল হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। অংশগ্রহণকারী অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারগণ এ স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণ প্রক্রিয়ার বিষয়ে ব্যাপক অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। অংশগ্রহণকারীদের প্রায় সবাই বলেছেন যে, এ স্মৃতিস্তম্ভের কোন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অথবা সংরক্ষণের জন্য কোন লোক নেই। নিরাপত্তার অভাবে কেউ সেখানে বিকেলে বা সন্ধ্যার পরে যেতে চান না। সবাই বলেছেন যে, সন্ধ্যার পরে এ স্মৃতিস্তম্ভের বেদীতে এসে স্থানীয় বখাটেরা আড্ডা দেয় এবং বিভিন্ন অপ্রীতিকর কর্মকান্ডে লিপ্ত হয় এবং এগুলো দেখার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ অথবা জেলা প্রশাসন থেকে কোন ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এ বধ্যভূমির প্রতি মানুষের কোন আগ্রহ নেই।

অধিকাংশ সদস্য মনে করেন যে, এ বধ্যভূমিটি নির্মাণের সময় কাজের মানসহ সব কিছুই খুব নিম্নমানের ছিল। এর প্রধান কারণ দলীয় ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত স্থানীয় ঠিকাদারকে দিয়ে কাজ করানো এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কাউকে এর নির্মাণ অথবা ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত না করা। সভায় অংশগ্রহণকারীরা আরো মত প্রকাশ করেছেন যে, কুমিল্লাতে অবস্থিত আরো বেশ কয়েকটি বধ্যভূমি রয়েছে যেখানে শত শত মুক্তিযোদ্ধাদের ধরে এনে হত্যা করা হয়, কাউকে কাউকে জীবন্ত কবরও দেওয়া হয়। এ সমস্ত বধ্যভূমি গুলোতে নতুন করে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য সভা থেকে অনুরোধ জানানো হয়।

সভায় উপস্থিত বিভিন্ন টেলিভিশন এবং পত্রিকার সাংবাদিকরাও মনে করেন যে, রসুলপুরের বধ্যভূমিতে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভটি বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চলে শুধুমাত্র পরিকল্পনার অভাবে স্থানীয় জনগণ কিংবা তরুন সমাজকে ৭১ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়নি কিংবা এর কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক কিংবা মনস্তাত্বিক প্রভাব এ অঞ্চলে নেই বললেই চলে। এ স্মৃতিসৌধকে কেন্দ্র করে কোন পর্যটন কর্মকান্ড গড়ে ওঠেনি।

উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বলেন যে; “১৯৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ“ প্রকল্পটি তাঁর এলাকায় বলার মত কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

কেস স্টাডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য

৪.৪ কেস স্টাডির ফলাফল

<u>কেস স্টাডি ০১</u>

জনাব মোঃ সাজাহান সাজু, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার

তরুণ এবং যুব সমাজকে স্মৃতিস্তম্ভের বিষয়ে জানানোর জন্য কেউ পদক্ষেপ নেয়নি। স্থানীয় ব্যক্তিরাও এখানে যান নি। স্মৃতিস্তম্ভের বিষয়ে সরকারও সিরিয়াস না। তাঁর মতে এ স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণ উপকরণ খুবই নিম্ন মানের ছিল এবং এটি বানাতে ৩/৪ লাখ টাকা লেগেছে। অবশিষ্ট টাকা ঠিকাদারেরা এবং ইঞ্জিনিয়াররা লোপাট করে দিয়েছে। তার মতে নির্মাণ কাজ দলীয় নিয়োগপ্রাপ্ত ঠিকাদারের মাধ্যমে করানো হয়েছে এবং তাদের কিংবা এলাকার ব্যক্তিবর্গকেও অবহিত করা হয়নি ফলে অবকাঠামো বা অন্যান্য কাঠামো দুর্বল হয়েছে। জেলার মুক্তিযোদ্ধাদের ভিতর এ স্মৃতিস্তম্ভের নিয়ে অসন্তোষ আছে। তার মতে এ স্মৃতিস্তম্ভ সংরক্ষণের জন্য কেউ নেই বা নিরাপত্তার কারণে পরিবার নিয়ে কেউ সেখানে বিকেলে বা সন্ধ্যায় যেতে চান না। সন্ধ্যার পরে এ স্মৃতিস্তম্ভের বেদীতে এসে স্থানীয় বখাটে ও রংবাজরা সমস্যা করে এবং বিভিন্ন কর্মকান্ডে লিপ্ত হয় এবং এগুলো দেখার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ অথবা জেলা প্রশাসন থেকে কোন ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি ফলে এ বধ্যভূমি ব্যাপারে এলাকার মানুষের কোন আগ্রহ নেই।

জনাব সাজুর মতে কুমিল্লাতে আরও অনেক বধ্যভূমি রয়েছে, সেগুলোকেও উন্নয়নের আওতায় আনা দরকার। তিনি বলেন যে, যেহেতু রসূলপুরে অবস্থিত এ বধ্যভূমিটির সাথে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা সাংসদের কাউকে সংযুক্ত করা হয়নি, সেহেতু স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা আগ বাড়িয়ে এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিতে চায় না। তার মতে এ স্মৃতিস্তম্ভটি বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চলের তরুণ ও যুব সমাজের উপরে কোন প্রভাব ফেলেনি। বর্তমানে এটি যে অবস্থায় আছে তাতে ভবিষ্যতে এ স্মৃতিস্তম্ভটি মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কোনধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং তরুণ সমাজের মানসপটে প্রভাব ফেলতে পারবে না।

<u>কেস স্টাডি ০২</u>

গিয়াসউদ্দিন খান, ডেপুটি কমান্ডার কুমিল্লা জেলা কমান্ড

জনাব গিয়াসউদ্দিন খান বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার একজন সুপরিচিত মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার। অত্যন্ত দুঃখের সাথে তিনি বলেন যে, কুমিল্লার বিভিন্ন স্থানেই অসংখ্য বধ্যভূমি রয়েছে যেখানে হাজার হাজার মানুষকে গণকবর দেওয়া হয় কিন্তু স্বাধীনতার ৪৫ বছর পরেও সেগুলো অবহেলায় অরক্ষিত অবস্থায় আছে।

কুমিল্লার রসুলপুরে অবস্থিত বধ্যভূমিটির স্থান আমাদের জিজ্ঞেস না করে নির্বাচন করা হয়। কে বা কারা এ স্থান নির্বাচন বা এটি প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত ছিল আমার জানা নেই। শুধুমাত্র পরিকল্পনার অভাবে সরকারের এমন সুন্দর একটি প্রকল্প সমাজে কোন ধরনের অবদান রাখতে পারছে বলে আমি মনে করি না। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি এভাবে সংরক্ষিত হয় না। এ বধ্যভূমিতে এমন কোন আকর্ষণীয় কিছু নাই যাতে তরুণ সমাজ আকৃষ্ট হতে পারে। নোংরা পরিবেশ, নিরাপত্তার অভাব, স্থানীয় বখাটেদের আনাগোনা এবং আশেপাশে কোন ধরনের নাগরিক সুযোগসুবিধার অভাবে বৃহত্তর কুমিল্লা অঞ্চলের সাধারণ মানুষ এবং দর্শনার্থীরা কোন ধরনের আগ্রহ প্রকাশ করে না। প্রায় পরিত্যাক্ত এ বধ্যভূমিতে সন্ধ্যার পরে বিভিন্ন অপ্রীতিকর কার্যকলাপ ও মাদকের জমজমাট আসর বসে বলে শুনেছি, যা এরকম একটি স্থানে কখনই কাম্য নয়।

সরকারের প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা বাজেটে এরকম একটি প্রকল্প ২০০৪ সালে আরও বড় পরিসরে ও নান্দনিকভাবে করা যেত। আমার ধারণা এ প্রকল্পে শুধুমাত্র বিএনপি-জামায়াত সরকারের দলীয় ঠিকাদার নিয়োগের কারণে ৩/৪ লাখ টাকার বেশি খরচ হয়েছে। স্থানীয় ইউনিয়ন ও উপজেলা পরিশোধ এবং জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মুক্তিযুদ্ধ অথবা বধ্যভূমি সম্পর্কে কোন আগ্রহ নেই, তারা যেটুকু করেন তা শুধুমাত্র লোক দেখান অথবা রাষ্ট্রীয় বাধ্যবাধকতার কারণে দায়সারা গোছের।

রসূলপুর বধ্যভূমিটি স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটির মাধ্যমে সংস্কার করে জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। বঙ্গবন্ধুর কন্যা দেশনেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় থাকাকালীন মুক্তিযুদ্ধের বধ্যভূমিগুলোর সংরক্ষণের জন্য জাতীয় সংসদে একটি আইন পাশ করা দরকার। সব শিশুদের স্কুলের মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে এ বধ্যভূমিগুলো পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা উচিত।

<u>কেস স্টাডি ০৩</u>

বীরাঙ্গনাদের কথা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে পাকবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের পরিচালিত নৃশংসতার শিকার হয়ে চরম দুঃখ-কষ্ট-গ্লানির অতলে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন লক্ষ নারী। যদিও এ সমীক্ষার উদ্দেশ্য ছিলনা, তবুও স্টিয়ারিং কমিটির অনুরোধে আমরা কয়েকজন বীরাঙ্গনার সাথে তাদের বর্তমান জীবন ও এলাকায় অবস্থিত বধ্যভূমি সম্পর্কে কথা বলার চেষ্টা করেছি। প্রথমত তাঁরা বিভিন্ন ব্যক্তিগত কারণে তাদের পরিচিতি প্রকাশ করতে চাননি এবং কোন ধরনের ছবি এবং রেকর্ডকৃত বক্তব্য দিতে চাননি।

হবিগঞ্জের রাখামনি তেমনি একজন বীরাঙ্গনা। চা বাগানে বেড়ে ওঠা রাখামনির বয়স ৬০ বছর। স্থানীয় রাজাকাররা রাখামনিকে ১৯৭১ সালের জুন মাসের দিকে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগ পর্যন্ত ঐ ক্যাম্পে প্রায় ১০-১২ জন পাকিস্তান হানাদার সৈন্য ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকাররা নির্মম নির্যাতন চালায়। তাদের নির্যাতনে রাখামনি গর্ভবতী হন এবং পরবর্তীতে তার কোলে এক যুদ্ধশিশু জন্ম নেয়। সামাজিক বঞ্চনার শিকার হয়ে যুদ্ধশিশু তার ঐ ছেলেটি ৩/4 বছর বয়সে মারা যায়। যুদ্ধের পর রাখামনির একটি বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু বিয়েটি টেকেনি বরং পাঞ্জাবিরা যুদ্ধকালীন সময়ে রাখামনিকে খেতে দিত, পড়তে দিত কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের সমাজে রাখামনির কোন স্থান হয়নি। স্বাধীনতার পরে রাখামনি স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারদের সাথে যোগাযোগ করেছেন কিন্তু কেউ রাখামনিকে কোন সাহায্য করেন নি।

তিনি বলেন যে, *আওয়ামীলীগ সরকারের সময় শুধুমাত্র মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নেতারা একটি ভাতার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন কিন্তু তা দিয়ে আমার চিকিৎসা বা সংসার চলেনা। সাংবাদিকরা আসে, সাক্ষাৎকার নেয়, গবেষকরা আসে কথা বলতে, কিন্তু আমার ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়না। এ সমাজ আমাদেরকে গ্রহণ করেনি। আমার পরিবারও আমাকে গ্রহণ করেনি।*

শুনেছি আমাদের এলাকার আশেপাশে প্রতিটি চা বাগানেই অনেক মানুষকে মেরে ফেলা হয়েছিল সেসময়। কিন্তু সরকার সেখানে কিছু করেছে কিনা তা সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই। আমাকে কেউ কখনও কোন অনুষ্ঠান বা কোথাও দাওয়াতও দেয় না, আমি কিছুই জানি না, কিছুই বলতে পারব না। সরকার যদি কিছু করে তাহলে তো ভালোয় তবে তার আগে আমাদের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেই ভালো হয়।

<u>কেস স্টাডি ০৪</u>

চম্পা রানী এর বাড়ি বাহুবল, হবিগঞ্জ। তাঁর বর্তমান বয়স ৬৫ বছর। যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল ২০ বছর। তিনি ঠিক মনে করে বলতে পারেননি, তবে আনুমানিকভাবে ১৯৭১ এ মাঝামঝি সময়ে, স্থানীয় রাজাকাররা তাকে ধরে নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ঘাটিতে রেখে আসে। সেখানে তাকে অকথ্য ও নির্মম অত্যাচারের মধ্যে প্রতিটি দিন কাটাতে হতো। যুদ্ধের শেষদিকে তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়লেও পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর নির্যাতনে তাঁর গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। যুদ্ধ শেষে আরও অনেক নারীর সাথে তাঁরা হানাদার বাহিনীর ঘাটি থেকে উদ্ধার করা হয়।

চম্পা রানী বলেন যে, *“প্রচন্ড অসুস্থ ছিলাম তবু বাবা-মা বাড়িতে উঠতে দেয়নি, কোন আত্মীয়ও স্থান দেয়নি বাড়িতে। তাই বাধ্য হয়ে রেলওয়ে স্টেশনে থাকা শুরু করি, এছাড়া আর কোথায় থাকতাম ? কোথায় যেতাম অসুস্থ শরীরে ? তখন আমাকে ভিক্ষা করে খেতে হতো। এভাবে ঠিক কত বছর গেছে মনে করে বলতে পারব না আমি । তারপর একদিন শুনলাম যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের নাকি কি সব ভাতা-টাতা দিবে, গ্রামের এক মেম্বার পরিচিত ছিল, কি কি যেন কার্ড করে দিল, বেশ কিছু টাকা পাইতাম প্রতি মাসে, একলা মানুষ চলে যাইত ভালই। তবে তখনো ভিক্ষা করতাম আমি। পরে, অনেক পরে, পূর্বপরিচিত এক রিক্সাওয়ালার সাথে বিয়ের পর ভিক্ষা করা ছেড়ে দেই। তার ঘরে ২ ছেলে আমার। ২ জনই ছোট থাকতে মারা গেছে। এসব বীরাঙ্গনা ফিরঙ্গানা বলে সাংবাদিক আসে, ঐ ঢাকা থেকে লোক আসে কথা বলতে, কি লাভ কথা বলে ? টাকা দিবে না খাইতে দিবে ?”*

চম্পা রানী বেশি আর কিছু বলতে না চাওয়ায় তার সাক্ষাৎকার এখানেই শেষ করতে হয়।

অধ্যায়ঃ ৫

স্মৃতিস্তম্ভসমূহ পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য

৫.১ স্মৃতিস্তম্ভসমূহ পরিদর্শনে প্রাপ্ত তথ্য

সবগুলো বধ্যভূমিই জুলাই ২০০২ হতে জুন ২০০৮ এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

স্মৃতিস্তম্ভ নামঃ বরিশাল বধ্যভূমি, উপজেলাঃ বরিশাল সদর, জেলা: বরিশাল, বিভাগঃ বরিশাল

জমির পরিমাণ	মুলস্তম্ভ	সীমানা প্রাচীর	পতাকা বেদি	বেদিমুল	কেন্দ্রীয় চত্বর	টয়লটে/ পানির ব্যবস্থা	বর্তমান অবস্থা	পরিবেশ	বিদ্যুৎ ব্যবস্থা	বিশ্রামাগার	পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা কর্মীর সংখ্যা	মূল প্রবেশ পথ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৫ শতাংশ বা ০.০৩ একর	দৈর্ঘ্য ৭ ফুট ৪ ইঞ্চি প্রস্থ ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতা ২২ ফুট	নেই	দৈর্ঘ্য ৫.৫ ফুট প্রস্থ ৪ ফুট উচ্চতা ৩ ফুট ২ ইঞ্চি	দৈর্ঘ্য ২৪ ফুট প্রস্থ ২৪ ফুট উচ্চতা ১৫ ফুট	দৈর্ঘ্য ২২ ফুট ৪ ইঞ্চি প্রস্থ ২ ফুট ৪ ইঞ্চি	নেই	জরাজীর্ণ		নেই	নেই	নেই	পাকা রাস্তা মাপ ঠিক নেই

এ বধ্যভূমিতে খুব ভাল মানের কংক্রিট ব্যবহার করা হয় নি। এখানে কোন বাউন্ডারি ওয়ালের কাজ করা হয় নি। এ বধ্যভূমির স্মৃতিস্তম্ভটি টাইলস দ্বারা বেষ্টিত। কিন্তু ম্যাসোনারী (Masonry) কাজ ভাল করা হয়নি। টাইলসগুলো স্তম্ভ থেকে খুলে পড়ছে। এ বধ্যভূমিতে ভাল মানের ইট, বালি, সিমেন্ট ব্যবহার করা হয়নি। এ বধ্যভূমির দরপত্রে অনেক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যায়। এ বধ্যভূমির বর্তমান অবস্থা জরাজীর্ণ। এ বধ্যভূমির নির্মাণ কাজে তেমন কোন রড ব্যবহার করা হয়নি।

স্মৃতিস্তম্ভের নামঃ ফরিদপুর বধ্যভূমি, উপজেলাঃ নগরকান্দা, জেলা: ফরিদপুর, বিভাগঃ ঢাকা

জমির পরিমাণ	মুলস্তম্ভ	সীমানা প্রাচীর	পতাকা বেদি	বেদিমুল	কেন্দ্রীয় চত্বর	টয়লটে/পানির ব্যবস্থা	বর্তমান অবস্থা	পরিবেশ	বিদ্যুৎ ব্যবস্থা	বিশ্রামাগার	পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা কর্মীর সংখ্যা	মূল প্রবেশ পথ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১২ শতাংশ	দৈর্ঘ্য ৭ ফুট প্রস্থ ৬ ফুট উচ্চতা	দৈর্ঘ্য ৮০ ফুট প্রস্থ৮০ফুট উচ্চতা ৫ ফুট	দৈর্ঘ্য ৫ ফুট প্রস্থ ৫ ফুট ১ ইঞ্চি	দৈর্ঘ্য ২৩ ফুট প্রস্থ ২৩ ফুট উচ্চতা৩	দৈর্ঘ্য ৩২ ফুট৬ ইঞ্চি প্রস্থ ২২	নাই	মোটামুটি		নেই	নেই	নেই	পাকা রাস্তা মাপ ঠিক নেই

এ স্মৃতিস্তম্ভের মূল স্তম্ভের দৈর্ঘ্য ৭ ফুট প্রস্থ ৬ ফুট ও উচ্চতা ২০ ফুট। এ বধ্যভূমির জায়গা মোটামুটি ভাল রয়েছে। এ বধ্যভূমির সীমানা প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ৮০ ফুট ও প্রস্থ ৮০ ফুট যা মোটামুটি ঠিক আছে। পতাকাবেদীর দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ১ ইঞ্চি, প্রস্থ ৪ ফুট ২ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ৫ ফুট। পক্ষান্তরে, মূল বেদীর দৈর্ঘ্য ২৩ ফুট, প্রস্থ ২৩ ফুট ও উচ্চতা ৩ ফুট। আবার মূল কেন্দ্রীয় চত্বরের দৈর্ঘ্য ৩২ ফুট ৬ ইঞ্চি, প্রস্থ ২২ ফুট ৮ ইঞ্চি। এখানে মিনারটি টাইলস দ্বারা বেষ্টিত। কিন্তু বধ্যভূমিটির অবকাঠামো দুর্বল হওয়ায় টাইলসগুলো খুলে পড়ছে। ইট, বালি, সিমেন্ট দুর্বল হওয়াতে অবকাঠামোর অবনতি ঘটছে। এখানে কংক্রিট খুলে পড়ছে।

স্মৃতিস্তম্ভের নামঃ যশোর বধ্যভূমি (চাঁচড়া রায়পাড়া, কালিতলা, সদর), জেলা: যশোর, বিভাগঃ খুলনা

জমির পরিমাণ	মুল স্তম্ভ	সীমানা প্রাচীর	পতাকা বেদি	বেদিমুল	কেন্দ্রীয় চত্বর	টয়লটে/পানির ব্যবস্থা	বর্তমান অবস্থা	পরিবেশ	বিদ্যুৎ ব্যবস্থা	বিশ্রামাগার	পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা কর্মীর সংখ্যা	মূল প্রবেশ পথ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৫.৫ শতাংশ	দৈর্ঘ্য ৭ ফুট প্রস্থ ৬ ফুট উচ্চতা ১২ফুট	নেই	নেই	দৈর্ঘ্য ৭ ফুট প্রস্থ ৬ ফুট উচ্চতা ২ফুট	দৈর্ঘ্য ৭৭ ফুট প্রস্থ ৫৫ ফুট	নেই	মোটামুটি	মোটামুটি	নেই	নেই	নেই	পাকা রাস্তা মাপ ঠিক নেই

এ স্মৃতিস্তম্ভের মোট জায়গার পরিমান হলঃ ৫.৫ শতাংশ। মূলস্তম্ভের দৈর্ঘ্য হল ৭ ফুট, প্রস্থ ৬ ফুট এবং উচ্চতা ১২ ফুট। এ বধ্যভূমির জায়গা খুবই সংকীর্ণ। এখানে প্রস্তাবিত নকশা অনুযায়ী স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে ওঠে নি। এখানে কোন পতাকা বেদী স্থাপন করা হয়নি। মূল বেদীর দৈর্ঘ্য ৭ ফুট, প্রস্থ ৬ ফুট এবং উচ্চতা ২ ফুট। তারপর পুরো জায়গার মাপ নিয়ে দৈর্ঘ্য পাওয়া গেছে ৯৭ ফুট এবং প্রস্থ ৫৫ ফুট। এখানে ইট, বালি ও সিমেন্ট খুব ভাল মানের ব্যবহার করা হয়নি। তেমন অবকাঠামোগত কাজ করা হয়নি বললেই চলে। এ স্মৃতিস্তম্ভটি নামে মাত্র স্মৃতিস্তম্ভ।

স্মৃতিস্তম্ভের নামঃ গাইবান্ধা বধ্যভূমি, উপজেলাঃ পলাশবাড়ি, জেলাঃ গাইবান্ধা, বিভাগঃ রংপুর

জমির পরিমাণ	মুল স্তম্ভ	সীমানা প্রাচীর	পতাকা বেদি	বেদিমুল	কেন্দ্রীয় চত্বর	টয়লটে/পানির ব্যবস্থা	বর্তমান অবস্থা	পরিবেশ	বিদ্যুৎ ব্যবস্থা	বিশ্রা মাগার	পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা কর্মীর সংখ্যা	মূল প্রবেশ পথ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১০ শতাংশ	দৈর্ঘ্য ৭ ফুট প্রস্থ ১ ফুট ৭ ইঞ্চি উচ্চতা ২০ফুট	দৈর্ঘ্য ৮৪ফুট প্রস্থ ৭১ ফুট উচ্চতা ৫ফুট	দৈর্ঘ্য ৫ফুট প্রস্থ ৪ফুট উচ্চতা ২.৫ ফুট	দৈর্ঘ্য ২৩ ফুট ৮ ইঞ্চি প্রস্থ ২৩ ফুট ৮ ইঞ্চি উচ্চতা ১২ফুট	দৈর্ঘ্য ২৯ফুট ৬ ইঞ্চি প্রস্থ ২৩ ফুট	নেই	খারাপ	ভাল	নেই	নেই	নেই	কাঁচা

এ বধ্যভূমি গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলায় অবস্থিত। এ বধ্যভূমিতে ইট, বালি ও সিমেন্ট তেমন ভাল ব্যবহার করা হয়নি। এখনও বাউন্ডারি ওয়ালের কাজ বাকি আছে। তবে এর মূলস্তম্ভের নীচের দিকে দুর্বল হয়ে পড়ছে। এ স্তম্ভের বর্তমান অবস্থা খুবই নাজুক। এ স্তম্ভের দেয়াল ধীরে ধীরে ধসে পড়ছে। মূলত এ বধ্যভূমিতে কোন ফলক নেই। এখানে সীমানা প্রাচীরের উচ্চতার মাপ ঠিক আছে।

স্মৃতিস্তম্ভের নামঃ বগুড়া বধ্যভূমি, উপজেলাঃ বগুড়া সদর, জেলাঃ বগুড়া, বিভাগঃ রাজশাহী

জমির পরিমাণ	মুল স্তম্ভ	সীমানা প্রাচীর	পতাকা বেদি	বেদিমুল	কেন্দ্রীয় চত্বর	টয়লটে/পানির ব্যবস্থা	বর্তমান অবস্থা	পরিবেশ	বিদ্যুৎ ব্যবস্থা	বিশ্রামাগার	পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা কর্মীর সংখ্যা	মূল প্রবেশ পথ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৫ শতাংশ	দৈর্ঘ্য ৭ ফুট প্রস্থ ১ ফুট ৮ ইঞ্চি উচ্চতা ২১ফুট ৮ ইঞ্চি	নেই	দৈর্ঘ্য ৪ফুট ৬ ইঞ্চি প্রস্থ ২৪ ফুট উচ্চতা ১৬ ফুট	দৈর্ঘ্য ৪৬ ফুট প্রস্থ ৪৬ ফুট উচ্চতা ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি	দৈর্ঘ্য ২৭ফুট ৬ ইঞ্চি প্রস্থ ২২ ফুট ৬ ইঞ্চি	নেই	খারাপ	মোটামুটি	নেই	নেই	নেই	কাঁচা

এ বধ্যভূমিটি বগুড়া শহরের সবচেয়ে বড় বধ্যভূমি। এ বধ্যভূমি ৫ শতাংশ জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ স্মৃতিস্তম্ভের মিনার জরাজীর্ণ অবস্থায় অবস্থান করছে। মূলস্তম্ভের দৈর্ঘ্য ৭ ফুট প্রস্থ ১ ফুট ৮ ইঞ্চি এবং উচ্চতা হল ২১ ফুট ৮ ইঞ্চি। এ স্তম্ভের কোন প্রকার সীমানা প্রাচীর নেই। পতাকা বেদীর দৈর্ঘ্য ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি, প্রস্থ ২ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতা ১ ফুট ৬ ইঞ্চি। মূল বেদীর দৈর্ঘ্য ৪৬ ফুট, প্রস্থ ৪৬ ফুট এবং উচ্চতা ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি। মূল গঠনের দৈর্ঘ্য ২৭ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ২২ ফুট ৬ ইঞ্চি। এ বধ্যভূমির তেমন কোন কাজ করা হয়নি। এটির বর্তমান অবস্থা খুবই খারাপ। এখানে, ইট, বালি ও সিমেন্ট তেমন ভালভাবে ব্যবহার করা হয়নি। এটির চারপাশের পরিবেশ খুবই খারাপ। মিনার যদিও টাইলস দ্বারা বেষ্টিত তার পরও টাইলস গুলো খসে খসে পড়ে যাচ্ছে। এখানে ময়লা আবর্জনার স্তুপ পড়ে আছে।

স্মৃতিস্তম্ভের নামঃ কুমিল্লা বধ্যভূমি, উপজেলাঃ কুমিল্লা সদর, জেলাঃ কুমিল্লা, বিভাগঃ চট্টগ্রাম

জমির পরিমাণ	মুলস্তম্ভ	সীমানা প্রাচীর	পতাকা বেদি	বেদিমুল	কেন্দ্রীয় চত্বর	টয়লটে/ পানির ব্যবস্থা	বর্তমান অবস্থা	পরিবেশ	বিদ্যুৎ ব্যবস্থা	বিশ্রামাগার	পরিচ্ছন্নতা /নিরাপত্তা কর্মীর সংখ্যা	মূল প্রবেশ পথ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৫ শতাংশ	দৈর্ঘ্য ৭ ফুট ১ ইঞ্চি প্রস্থ ১ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতা ২১ ফুট ৮ ইঞ্চি	দৈর্ঘ্য ৪৩ ফুট ২ ইঞ্চি প্রস্থ ৬০ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতা ২ ফুট ৪ ইঞ্চি	দৈর্ঘ্য ৪ ফুট প্রস্থ ৪ ফুট উচ্চতা ৩ ফুট	দৈর্ঘ্য ৪৭ ফুট ৮ ইঞ্চি প্রস্থ ২৬ ফুট ৭ ইঞ্চি উচ্চতা ৪ ফুট	দৈর্ঘ্য ১০৩ ফুট ৮ ইঞ্চি প্রস্থ ২২ফুট	নেই	ভাল	নেই	নেই	নেই	নেই	পাকা রাস্তা মাপ ঠিক নেই

এ বধ্যভূমিটি কুমিল্লা শহরের রসুলপুর গ্রামে অবস্থিত। এ বধ্যভূমির জমির পরিমাণ ১৫ শতাংশ। এটির মূল স্তম্ভের দৈর্ঘ্য ৭ ফুট ১ ইঞ্চি প্রস্থ ১ ফুট ৪ ইঞ্চি এবং উচ্চতা হল ২১ ফুট ৮ইঞ্চি। এ স্মৃতিস্তম্ভের সীমানা প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ৪৩ ফুট ২ ইঞ্চি প্রস্থ ৬০ ফুট ৩ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ২ ফুট ৪ ইঞ্চি। এখানে সীমানা প্রাচীরের মাপ ঠিক নেই। এর পতাকা বেদীর দৈর্ঘ্য ৪ ফুট প্রস্থ ৪ ফুট এবং উচ্চতা ৩ ফুট। আবার মূল বেদীর দৈর্ঘ্য ৪৭ ফুট ৮ ইঞ্চি, প্রস্থ ২৬ ফুট ৭ ইঞ্চি উচ্চতা ৪ ফুট। মূল উঠানের দৈর্ঘ্য ১০৩ ফুট ৮ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ২২ ফুট। রাস্তা পাকা। তবে এ স্মৃতিস্তম্ভের টাইলস ভেঙ্গে পড়ছে। সীমানা প্রাচীরও ভেঙ্গে পড়ে আছে।

স্মৃতিস্তম্ভের নামঃ কিশোরগঞ্জ বধ্যভূমি, উপজেলাঃ কিশোরগঞ্জ সদর, জেলাঃ কিশোরগঞ্জ, বিভাগঃ ঢাকা

জমির পরিমাণ	মুলস্তম্ভ	সীমানা প্রাচীর	পতাকা বেদি	বেদিমুল	কেন্দ্রীয় চত্বর	টয়লটে/ পানির ব্যবস্থা	বর্তমান অবস্থা	পরিবেশ	বিদ্যুৎ ব্যবস্থা	বিশ্রামাগার	পরিচ্ছন্নতা /নিরাপত্তা কর্মীর সংখ্যা	মূল প্রবেশ পথ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৪ শতাংশ	দৈর্ঘ্য ৭ ফুট ১০ ইঞ্চি প্রস্থ ১ ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চতা ২৪ ফুট	নেই	নেই	দৈর্ঘ্য ১১ ফুট ৭ ইঞ্চি প্রস্থ ১০ ফুট ১ ইঞ্চি উচ্চতা ২ ফুট	নেই	নেই	নেই	ভাল নয়	নেই	নেই	নেই	নেই

এ বধ্যভূমির জমির পরিমাণ ৪ শতাংশ। এ মূলস্তম্ভের দৈর্ঘ্য ৭ ফুট ১০ ইঞ্চি, প্রস্থ ১ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং উচ্চতা হল ২৪ ফুট। এটি মূলত কিশোরগঞ্জ শহরের দানাপাটুলি গ্রামে অবস্থিত। তবে এর কোন প্রতিষ্ঠা সাল জানা সম্ভব হয়নি। এ বধ্যভূমির কোন সীমানা প্রাচীর নেই। এর মিনার ও নির্মাণ করা হয়নি। এ বধ্যভূমিতে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভের অবস্থা ভালো নয়। অযত্ম, অবহেলা ও নোংরা অবস্থায় পর্যবসিত এ বধ্যভূমিটি। এ বধ্যভূমির মূল বেদীর দৈর্ঘ্য ১১ ফুট ৭ ইঞ্চি, প্রস্থ ১০ ফুট ১ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ২ ফুট। এর উঠান নেই। এ বধ্যভূমিতে আসা যাওয়ার জন্য কোন প্রকার রাস্তা নেই।

স্মৃতিস্তম্ভের নামঃ শেরপুর বধ্যভূমি, উপজেলাঃ ঝিনাইগাতি, জেলাঃ শেরপুর, বিভাগঃ ঢাকা

জমির পরিমাণ	মুল স্তম্ভ	সীমানা প্রাচীর	পতাকা বেদি	বেদিমুল	কেন্দ্রীয় চত্বর	টয়লটে/ পানির ব্যবস্থা	বর্তমান অবস্থা	পরিবেশ	বিদ্যুৎ ব্যবস্থা	বিশ্রামাগার	পরিচ্ছন্নতা /নিরাপত্তা কর্মীর সংখ্যা	মূল প্রবেশ পথ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৯ শতাংশ	দৈর্ঘ্য ৭ ফুট প্রস্থ ১ ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চতা ২২ ফুট ৮ ইঞ্চি	দৈর্ঘ্য ১৬ ফুট প্রস্থ ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চতা ২ ফুট ৭ ইঞ্চি	দৈর্ঘ্য ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি প্রস্থ ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতা ২ ফুট ৭	দৈর্ঘ্য ৪৬ ফুট ৩ ইঞ্চি প্রস্থ ২৬ ফুট ৯ ইঞ্চি উচ্চতা ৭ ফুট	দৈর্ঘ্য ৬৫ ফুট প্রস্থ ২২ ফুট ৭ ইঞ্চি	নেই	খারাপ	ভাল	নেই	নেই	নেই	কাঁচা রাস্তা

এ বধ্যভূমি শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতি রোডে অবস্থিত। এ বধ্যভূমি মোট ১৯ শতাংশ জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত। এর মূলস্তম্ভের দৈর্ঘ্য ৭ ফুট, প্রস্থ ১ ফুট ৬ ইঞ্চি, এবং উচ্চতা হল ২২ ফুট, প্রস্থ ১ ফুট ৬ ইঞ্চি। সীমানা প্রাচীর এর দৈর্ঘ্য ১৬ ফুট প্রস্থ ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ২ ফুট ৭ ইঞ্চি। উচ্চতার মাপ ঠিক আছে। পতাকা বেদীর দৈর্ঘ্য ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি প্রস্থ ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ২ ফুট ৭ ইঞ্চি। মূল বেদীর দৈর্ঘ্য ৪৬ ফুট ৩ ইঞ্চি প্রস্থ ২৬ ফুট ৯ ইঞ্চি এবং উচ্চতা হল ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত। আবার মূল উঠানের দৈর্ঘ্য ৬৫ ফুট এবং প্রস্থ হল ২২ ফুট ৭ ইঞ্চি। এ স্মৃতিস্তম্ভে যাওয়া আসার জন্য কোন প্রকার রাস্তাঘাট নেই । এর পরিবেশ খুব একটা ভাল নয়।

স্মৃতিস্তম্ভের নামঃ নীলফামারী বধ্যভূমি, উপজেলাঃ সৈয়দপুর, জেলাঃ নীলফামারী, বিভাগঃ রংপুর

জমির পরিমাণ	মুলস্তম্ভ	সীমানা প্রাচীর	পতাকা বেদি	বেদিমুল	কেন্দ্রীয় চত্বর	টয়লটে/পানির ব্যবস্থা	বর্তমান অবস্থা	পরিবেশ	বিদ্যুৎ ব্যবস্থা	বিশ্রামাগার	পরিচ্ছন্নতা /নিরাপত্তা কর্মীর সংখ্যা	মূল প্রবেশ পথ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৪০ শতাংশ	দৈর্ঘ্য ১ ফুট প্রস্থ ১ ফুট উচ্চতা ২২ ফুট	দৈর্ঘ্য ২৮ ফুট প্রস্থ ২৫ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতা ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি	দৈর্ঘ্য ২ ফুট ৩ ইঞ্চি প্রস্থ ২ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতা ৩.৫ ফুট	দৈর্ঘ্য ২৮ফুট প্রস্থ ২৫ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতা ১৮ ফুট	নেই	নেই	খুব খারাপ	মোটামুটি	নেই	নেই	নেই	কাঁচা রাস্তা

এ বধ্যভূমি নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলায় অবস্থিত। এ বধ্যভূমির তেমন কোন কাজ করা হয়নি। বর্তমানে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভটি নির্ধারিত নকশা অনুযায়ী হয়নি, স্থানীয় লোকেরা এটি নিজেদের মত করে নির্মাণ করেছেন। এ বধ্যভূমির জায়গার পরিমান ৪০ শতাংশ। তবে জায়গাটি লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত। এর কোন সীমানা প্রাচীর নেই। এ বধ্যভূমির বর্তমান অবস্থা খুব খারাপ। এটা কোন স্মৃতিস্তম্ভ হিসাবে এলাকাবাসীর কাছে তেমন মূল্যায়ন পায়নি। নির্ধারিত নকশার কোন কিছুই এখানে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

স্মৃতিস্তম্ভের নামঃ নাটোর বধ্যভূমি, ফুল বাগান, উপজেলাঃ নাটোর সদর, জেলাঃ নাটোর, বিভাগঃ রাজশাহী

জমির পরিমাণ	মুলস্তম্ভ	সীমানা প্রাচীর	পতাকা বেদি	বেদিমুল	কেন্দ্রীয় চত্বর	টয়লটে /পানির ব্যবস্থা	বর্তমান অবস্থা	পরিবেশ	বিদ্যুৎ ব্যবস্থা	বিশ্রামাগার	পরিচ্ছন্নতা /নিরাপত্তা কর্মীর সংখ্যা	মূল প্রবেশ পথ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১২ শতাংশ	দৈর্ঘ্য ৭ ফুট প্রস্থ ১ ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চতা ২২ ফুট	দৈর্ঘ্য ৫৫ ফুট প্রস্থ ৫৫ ফুট উচ্চতা ৫ ফুট	দৈর্ঘ্য ৬ ফুট প্রস্থ ৫ ফুট উচ্চতা ৩ ফুট	দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট, প্রস্থ ৪০ ফুট, উচ্চতা ১ ফুট	দৈর্ঘ্য ২২ ফুট ৮ ইঞ্চি প্রস্থ ২২ ফুট	নেই	মোটামুটি	ভাল	নেই	নেই	নেই	পাকা রাস্তা মাপ ঠিক

এটি নাটোর শহরের সবচেয়ে বড় বধ্যভূমি। এর স্মৃতিস্তম্ভটি মোট ১২ শতাংশ জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি দেখতে সুন্দর হলেও অবকাঠামোগতভাবে অনেক দুর্বল। এটি দেখতে বেশ চোখে পড়ার মতো। কারণ, এটি শহরের মেইন রোডের পাশেই অবস্থিত। সীমানা প্রাচীরের দৈর্ঘ্য হল ৫৫ ফুট এবং প্রস্থ ৫৫ ফুট এবং উচ্চতা হল ৫ ফুট। পতাকা বেদীর পরিমাপ নিয়ে দেখা গেল এর দৈর্ঘ্য ৬ ফুট এবং প্রস্থ ৫ ফুট এবং উচ্চতা ৩ ফুট ১ ইঞ্চি। মূলস্তম্ভের দৈর্ঘ্য ৭ ফুট ১ ইঞ্চি, প্রস্থ ১ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ২২ ফুট। উঠানের দৈর্ঘ্য ২২ ফুট ৮ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ১২২ ফুট। ইট, বালি ও সিমেন্ট খুব ভাল মানের ব্যবহার করা হয়নি।

স্মৃতিস্তম্ভের নামঃ হবিগঞ্জ বধ্যভূমি, উপজেলাঃ বাহুবল, জেলাঃ হবিগঞ্জ, বিভাগঃ সিলেট

জমির পরিমাণ	মুলস্তম্ভ	সীমানা প্রাচীর	পতাকা বেদি	বেদিমুল	কেন্দ্রীয় চত্বর	টয়লটে /পানির ব্যবস্থা	বর্তমান অবস্থা	পরিবেশ	বিদ্যুৎ ব্যবস্থা	বিশ্রামাগার	পরিচ্ছন্নতা /নিরাপত্তা কর্মীর সংখ্যা	মূল প্রবেশ পথ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
২০ শতাংশ	দৈর্ঘ্য ৫ ফুট প্রস্থ ৫ ফুট উচ্চতা ৩৫ ফুট	দৈর্ঘ্য ৫৫ ফুট প্রস্থ ৫৫ ফুট উচ্চতা ৫ ফুট	দৈর্ঘ্য ৬ ফুট প্রস্থ ৫ ফুট উচ্চতা ৩ ফুট ১ ইঞ্চি	দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট প্রস্থ ৪০ ফুট উচ্চতা ২ ফুট	দৈর্ঘ্য ৮০ ফুট প্রস্থ ৮০	নেই	মোটামুটি	খারাপ	নেই	নেই	নেই	নেই

এ স্মৃতিস্তম্ভটিতে খুব ভাল মানের কংক্রিট ব্যবহার করা হয়নি। এ বধ্যভূমির স্মৃতিস্তম্ভটি টাইলস দ্বারা বেষ্টিত। কিন্তু ম্যাসোনারী (Masonary) কাজ ভাল করা হয়নি। টাইলসগুলো মিনার স্তম্ভ থেকে খুলে পড়ছে। এটি নির্মাণে ভাল মানের ইট, বালি, সিমেন্ট ব্যবহার করা হয়নি এবং এর দরপত্রে অনেক অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে স্থানীয়দের কাছে। এ স্মৃতিস্তম্ভটির বর্তমান অবস্থা খুব জরাজীর্ণ।

স্মৃতিস্তম্ভের নামঃ জল্লাদখানা বধ্যভূমি, মিরপুর, ঢাকা

জমির পরিমাণ	মুলস্তম্ভ	সীমানা প্রাচীর	পতাকা বেদি	বেদিমুল	কেন্দ্রীয় চত্বর	টয়লটে/পানির ব্যবস্থা	বর্তমান অবস্থা	পরিবেশ	বিদ্যুৎ ব্যবস্থা	বিশ্রামাগার	পরিচ্ছন্নতা নিরাপত্তা কর্মীর	মূল প্রবেশ পথ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৫ শতাংশ	দৈর্ঘ্য ৪ ফুট প্রস্থ ৪ ফুট উচ্চতা ২৫ ফুট	দৈর্ঘ্য ৯০ ফুট প্রস্থ ৮২ ফুট উচ্চতা ১২ ফুট	দৈর্ঘ্য ৫.৫ ফুট প্রস্থ ৪ ফুট উচ্চতা ৩ ফুট ২ইঞ্চি	দৈর্ঘ্য ৭ ফুট প্রস্থ ৭ ফুট উচ্চতা ৩ ফুট	নেই	নেই	ভালো	ভালো	ভালো	ভালো	ভালো	পাকা রাস্তা মাপ ঠিক নেই

এ বধ্যভূমিতে খুব ভাল মানের কংক্রিট ব্যবহার করা হয়েছে। এ বধ্যভূমির স্মৃতিস্তম্ভটি টাইলস দ্বারা বেষ্টিত। ম্যাসোনারী (Masonary) কাজ ভাল করা হয়েছে। তবে জায়গার অভাবে, এটি অন্যান্য বধ্যভূমির মতো একই ডিজাইনে নির্মাণ করা হয়নি।

৫.২ স্মৃতিস্তম্ভসমূহ পরিদর্শনে প্রাপ্ত বিচ্যুতিসমুহ

ক্রমিক নং	ডিপিপির অঙ্গসমূহ	পরিমাপ	ঠিক আছে	বিচ্যুতি
০১	মূল স্তম্ভ	৩৫ ফুট উঁচু	২ টি	১০ টি
০২	চারপাশের দেয়াল	৫ ফুট উঁচু	২ টি	১০ টি
০৩	পতাকা রাখার স্থান	দৈর্ঘ্য ৫ ফুট, প্রস্থ ৫ ফুট উচ্চতা ৩ ফুট	৭ টি	৫ টি
০৪	বেদীমূল	**ডিপিপিতে মাপ নেই**	এক এক জায়গায় এক এক রকম	এক এক জায়গায় এক এক রকম
০৫	কেন্দ্রীয় চত্বর	দৈর্ঘ্য ৮০ ফুট ও প্রস্থ ৮০ ফুট	১ টি	১১ টি
০৬	মূল প্রবেশ পথ	৬০ ফুট X ৩০ ফুট	০০	১২ টি
০৭	অভিবাদন গ্রহণের স্থান	**ডিপিপিতে মাপ নেই**	কোথায়ও আছে	কোথায়ও নাই
০৮	জমির পরিমাণ	**ডিপিপিতে উল্লেখ নেই**	এক এক জায়গায় এক এক রকম (এ স্মৃতিস্তম্ভসমূহ highest ৪০ শতাংশ ও lowest 8 শতাংশ জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত)।	এক এক জায়গায় এক এক রকম

অধ্যায়ঃ ৬
প্রকল্পের সবল (Strength), দুর্বল (Weakness), সুযোগ (Opportunity) ও ঝুঁকির (Threat) পর্যালোচনা

৬.১ প্রকল্পের সবল দিকসমূহ (Strengths)

- প্রকল্পটি একটি রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প।
- প্রকল্পটির কারণে সীমিত আকারে হলেও কোন কোন প্রকল্প এলাকায় তরুণ এবং যুবসমাজ ৭১ এর চেতনায় উজ্জীবিত হয়েছে ।
- সীমিত আকারে হলেও এ প্রকল্পটি মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মৃতি স্থানীয় পর্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে।

৬.২ প্রকল্পের দুর্বল দিকসমূহ (Weaknesses)

- অনেক ক্ষেত্রেই স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির জন্য বধ্যভূমির উপযুক্ত স্থান চিহ্নিত হয়নি ।
- স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত করা হয়নি ।
- প্রকল্পটির বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের অসঙ্গতি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে অবহেলা পরিলক্ষিত হয়েছে ।
- উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকল্পটি হস্তান্তর করা হয়নি ।
- প্রকল্প পরবর্তী সময়ে স্মৃতিস্তম্ভগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়নি ।
- নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান নিশ্চিত করা হয়নি এবং প্রকল্প কাজের পর্যাপ্ত তদারকি ও নজরদারির অভাব ছিল ।
- বেশিরভাগ বধ্যভূমিতে কোন নাম ফলক নেই এবং প্রকল্প অঞ্চলকে পর্যটন খাতের সাথে সংযুক্ত করা হয়নি ।
- প্রকল্প এলাকায় কোন ধরনের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক পাঠাগার, যাদুঘর কিংবা কোন নান্দনিক মুর‌্যাল বা স্থাপনা তৈরি করা হয়নি।

৬.৩ প্রকল্পের সুযোগসমূহ (Opportunities)

- এ প্রকল্পটির আরও উন্নয়নসাধন করে সমগ্র দেশের কোটি কোটি তরুণ ও যুবসমাজকে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব ।
- সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা বধ্যভূমিসমূহে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে প্রত্যেকটি স্থানকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব ।
- এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটা জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বছরে একবার বধ্যভূমি পরিদর্শনে নিয়ে আসা সম্ভব ।
- এ প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ, মুক্তিযোদ্ধা, সুশীল সমাজ, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় প্রশাসন ও সরকারের মধ্যে সমন্বয়সাধন সম্ভব।
- বধ্যভূমিসমূহে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভগুলোকে পর্যটন খাতের সাথে যুক্ত করে পর্যটন খাতকে শক্তিশালী করা সম্ভব ।
- নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভগুলোর সাথে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক পাঠাগার, যাদুঘর, মুক্তমঞ্চ ও মিলনায়তন তৈরি করে বধ্যভূমিসমূহকে একটি “মুক্তিযুদ্ধ চর্চা কেন্দ্র” হিসেবে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

৬.৪ প্রকল্পের ঝুঁকিসমূহ (Threats)

- স্থাপনাগুলো অনেকটা অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে এবং বেশিরভাগ বধ্যভূমিতে নিরাপত্তা বেষ্টনী বা সীমানা প্রাচীর নেই ।
- বেশিরভাগ বধ্যভূমিই প্রচন্ড নোংরা ও ময়লা আবর্জনা পরিপূর্ণ এবং দেখতে অনেকটা পরিত্যক্ত স্থানের মত।
- স্থানীয় অধিবাসীরা বধ্যভূমিতে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভগুলোর ব্যাপারে নির্বিকার।

অধ্যায়ঃ ৭
সুপারিশ ও উপসংহার

৭.১ ভূমিকাঃ

প্রকল্পটি বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের জাতীয় আত্মত্যাগের স্মৃতি সংরক্ষণ ও তরুণ প্রজন্মকে ৭১-এর চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্ব বহন করে। সে পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত এ প্রকল্পটি প্রাসঙ্গিক ছিল।

৭.২ বধ্যভূমিতে অবস্থিত স্মৃতিস্তম্ভসমূহের বর্তমান অবস্থাঃ

এ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ফলাফল এবং প্রতিটি নমুনা বধ্যভূমি পরিদর্শনে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়েছে যে, বধ্যভূমিগুলো অনেকটা অরক্ষিত অবস্থায় আছে, বেশীরভাগ বধ্যভূমিতে কোন নাম ফলক নেই, বেশিরভাগ বধ্যভূমিতে নিরাপত্তা বেষ্টনী বা সীমানা প্রাচীর নেই, প্রচণ্ড নোংরা ও ময়লা আবর্জনা পরিপূর্ণ এবং অনেকটা পরিত্যক্ত স্থানের মত অবহেলায় পড়ে আছে। বেশিরভাগ বধ্যভূমিই সন্ধ্যার পরে মাদকসেবীদের আড্ডায় পরিণত হয়। কিশোরগঞ্জে অবস্থিত বধ্যভূমিটিতে ল্যাট্রিনের সুয়ারেজ লাইন সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। বগুড়ার বধ্যভূমিতে স্মৃতিস্তম্ভ এলাকাটি বর্তমানে রিকশা এবং টেম্পোর গ্যারেজ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। স্থানীয় অধিবাসীরা বধ্যভূমিতে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভগুলোর ব্যাপারে নির্বিকার। শুধুমাত্র দুই-একটি স্থানে স্থানীয় প্রশাসন ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন করা হয়।

৭.৩ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন

প্রকল্পটির বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষত বধ্যভূমির উপযুক্ত স্থান নির্বাচন না করা, দলীয় ঠিকাদার নির্বাচন, নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান নিশ্চিত না করা, প্রকল্প কাজের পর্যাপ্ত তদারকি ও নজরদারির অভাব, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত না করা, প্রকল্পের ত্রুটিপূর্ণ নকশা প্রণয়ন, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকল্পটি বুঝে না দেওয়া, প্রকল্প পরবর্তী সময়ে স্মৃতিস্তম্ভগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা, প্রকল্প অঞ্চলকে পর্যটন খাতের সাথে সংযুক্ত না করতে পারা, প্রকল্প এলাকায় কোন ধরনের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক পাঠাগার, যাদুঘর কিংবা কোন নান্দনিক মুর‍্যাল বা স্থাপনা তৈরি না করা ইত্যাদি বিষয়গুলো এ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের ত্রুটিসমূহ হিসেবে উঠে এসেছে। প্রকল্পের মাধ্যমে বধ্যভূমিতে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ কি কারণে কারো কাছে হস্তান্তর করা হয়নি - এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে থেকে পাওয়া যায়নি।

৭.৪ প্রকল্পের প্রভাব

সামাজিক প্রভাব

এ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্য (FGD, KII, Case Study) বিশ্লেষণ করে স্পষ্টতই বলা যায় যে, এ প্রকল্পটি যে উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়েছিল তা সফল হয়নি। কারণ অধিকাংশ উত্তরদাতাদের মাঝেই মুক্তিযুদ্ধ, আমাদের জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ দিবস, ঐ এলাকায় অবস্থিত বধ্যভূমি বা স্মৃতিস্তম্ভ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা ও পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত কোন সামাজিক প্রভাব এ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় উঠে আসেনি।

সাংস্কৃতিক প্রভাব

উত্তরদাতাদের সাথে নিবিড় আলোচনা করেও এ প্রকল্পের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। মূলত স্মৃতিস্তম্ভগুলোকে সমাজের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের সাথে সংযুক্ত করা হয়নি। যার ফলে ৭১-এর চেতনা বিকাশে এ প্রকল্পটি প্রভাব রাখছে না।

প্রকল্পের সামগ্রিক সাফল্যঃ

সামগ্রিক দিক বিবেচনা করলে এ প্রকল্পটি সমাজে তেমন কোন প্রভাব রাখতে পারেনি এবং যে সমস্ত উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি গৃহীত হয়েছিল তার অধিকাংশই সফল হয়নি। ফলে এ প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে কাজ শুরু করার আগে ১ম পর্যায়ের কাজের সমস্ত ব্যর্থতার উপরে ব্যাপক ও বিস্তারিত পর্যালোচনা ও সমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

৭.৫ প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রমঃ

সার্বিক দিক বিবেচনা করলে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান যে এ প্রকল্পের প্রকিউওরমেনট প্রক্রিয়া যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। যদিও সমীক্ষার শুরুতে এ প্রকল্পের প্রকিউওরমেনট সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র পাওয়া যায়নি। তবে পরবর্তীতে এ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী ও কর্মকর্তারা প্রকিউওরমেনট সংক্রান্ত কাগজপত্র সরবরাহ করেছেন। এ সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকিউওরমেনট প্রক্রিয়া যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় পর্যায়ে ঠিকাদারদের অসহযোগিতা ও অনিয়মের কারণে প্রকল্পটির আশাব্যঞ্জক ফলাফল অর্জিত হয়নি।

৭.৬ চ্যালেঞ্জঃ

বর্তমানে বধ্যভূমিসমূহে স্মৃতিস্তম্ভগুলো যে পর্যায়ে রয়েছে তার সংস্কার সাধন করে একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ভিতরে না নিয়ে আসলে এ স্থাপনাগুলো অবহেলায় অচিরেই কালের গহ্বরে হারিয়ে যাবে। এছাড়া ২য় পর্যায়ে গৃহীত প্রকল্পসমূহ এ সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাস্তবায়িত করাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

৭.৭ সুপারিশসমূহ

নির্মাণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সুপারিশসমূহঃ

১. বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্পটিকে সমন্বিত ব্যবস্থাপনার ভিতরে আনা যেতে পারে যেখানে স্থানীয় প্রশাসন, সুশীল সমাজের সদস্য ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। জেলার মাসিক উন্নয়ন সভায় এজেন্ডা এনে বধ্যভূমিসমূহে অবস্থিত স্মৃতিস্তম্ভসমূহ সূচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য আলোচনা করা এবং একটি বাৎসরিক বাজেটের সংস্থান করা যেতে পারে।
২. স্থানীয় প্রশাসন, শিল্পকলা একাডেমি বা মুক্তিযুদ্ধ ট্রাস্ট জাদুঘরের আয়োজনে মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা বিভিন্ন স্তরের (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক) শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাগুলো শোনান যেতে পারে।
৩. বধ্যভূমিসমূহে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভগুলোর সাথে মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগার, যাদুঘর, মুক্তমঞ্চ/মিলনায়তন তৈরি করে বধ্যভূমিসমূহকে একটি “মুক্তিযুদ্ধ চর্চা কেন্দ্র” হিসেবে রূপান্তরিত করা সম্ভব; স্মৃতিস্তম্ভসমূহের আশে পাশে পর্যটন কেন্দ্র/পিকনিক স্পট ইত্যাদি দর্শনীয় স্থাপনা গড়ে তোলা যেতে পারে।
৪. স্মৃতিস্তম্ভসমূহে ন্যূনতম একজন পরিচ্ছন্নতা কর্মী ও একজন নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ করা যেতে পারে।
৫. নকশা অনুযায়ী ভাল করে সীমানা প্রাচীর ও দর্শনার্থীদের জন্য খাবারের কেন্টিন ও টয়লেটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
৬. স্থাপনাগুলোতে নাম ফলক লাগানো ও নিরাপত্তার জন্য নিয়মিত পুলিশ টহলের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৭. বধ্যভূমিসমূহে বাস্তবায়িত এবং নতুন বাস্তবায়ন হতে যাওয়া স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ ও সংরক্ষণ প্রকল্পটিকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (যেমন জেলা/উপজেলা পরিষদ) এর নিকট হস্তান্তর করা যেতে পারে।
৮. জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে (উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে) "বধ্যভূমি স্মৃতিস্তম্ভসমূহ ব্যবস্থাপনা কমিটি" গড়ে তোলা যেতে পারে। নিহত শহীদদের পরিবারকে ব্যবস্থাপনার কাজে সংযুক্ত করা যেতে পারে।
৯. প্রকল্পের নতুন ডিপিপির প্রয়োজনীয় সংশোধন করা যেতে পারে। এ সমীক্ষার ফলাফল নতুন ডিপিপিতে সংযোজন করা যেতে পারে।
১০. প্রকল্পের সব অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন করা দরকার এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বাড়ানো যেতে পারে।
১১. নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে বধ্যভূমির এলাকা নির্ধারণকল্পে নতুন সমীক্ষা এবং স্থানীয় অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রয়োজন।

<u>প্রকল্প প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত সুপারিশসমূহঃ</u>

১২. ভবিষ্যতে যেকোনো প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত নীতিমালা সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ করা দরকার।

<u>অন্যান্য সুপারিশসমূহঃ</u>

১৩. বধ্যভূমিসমূহে নিহত প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার নাম আলাদা আলাদা করে খোদাই করে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।
১৪. শহীদ বীরশ্রেষ্ঠদের ম্যুরাল এবং এপিটাফ স্মৃতিস্তম্ভের পাশে স্থাপন করা যেতে পারে।
১৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ১৪ই ডিসেম্বর স্মৃতিস্তম্ভসমূহ পরিদর্শনে নেওয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে জেলার প্রতিটি স্কুল, মাদরাসা, কলেজ থেকে প্রতি বছর একবার করে হলেও স্মৃতিস্তম্ভসমূহ পরিদর্শন করার জন্য বলা যেতে পারে।
১৬. স্থানীয় প্রশাসন, শিল্পকলা একাডেমি বা মুক্তিযুদ্ধ ট্রাস্ট জাদুঘরের আয়োজনে মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা বিভিন্ন স্তরের (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক) শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাগুলো শোনান যেতে পারে।
১৭. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের বধ্যভূমিসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকতে পারে।
১৮. পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের ভিত্তিতে স্মৃতিস্তম্ভগুলো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে প্রবাসী এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জড়িত করা যেতে পারে।
১৯. বধ্যভূমি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে স্থানীয় পর্যায়ে ধর্মীয় ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দেবার বিষয়টি চিন্তা করা যেতে পারে।
২০. স্মৃতিস্তম্ভসমূহের পবিত্রতা ও ভাবগাম্ভীর্য বজায় রাখার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং দেশের স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস এবং অন্যান্য দিবসসমূহ বাইরে উদযাপন না করে বধ্যভূমিসমূহে আয়োজন করা যেতে পারে।
২১. মুক্তিযুদ্ধের বধ্যভূমিগুলোর সংরক্ষণের জন্য জাতীয় সংসদে একটি আইন পাশ করা দরকার।

৭.৮ উপসংহারঃ

সমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত সংখ্যাগত ও গুণগত তথ্যাদির উপরে ভিত্তি করে বলা যায় যে, যে সমস্ত উদ্দেশ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল তা অনেকাংশেই পূরণ হয়নি। এমতাবস্থায় এ প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে কাজ শুরুর পূর্বে এ সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপরে ভিত্তি করে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করলে এবং এ সমীক্ষার দ্বারা প্রণীত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করলে প্রকল্পটির পরবর্তী পর্যায়ের উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ হবে বলে আশা করা যায়।

সংযুক্তি ০১ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট

স্মৃতিস্তম্ভের নামঃ
উপজেলাঃ জেলাঃ বিভাগঃ প্রতিষ্ঠার সালঃ

জমির পরিমাণ	মুলস্তম্ভ	সীমানা প্রাচীর	পতাকা বেদি	বেদিমুল	কেন্দ্রীয় চত্বর	টয়লট/ পানির ব্যবস্থা	বর্তমান অবস্থা	পরিবেশ	বিদ্যুৎ ব্যবস্থা	বিশ্রামাগার	পরিচ্ছন্নতা নিরাপত্তা কর্মীর সংখ্যা	মূল প্রবেশ পথ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
	দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা	দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা	দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা	দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা	দৈর্ঘ্য প্রস্থ							

<u>সংযুক্তি ০২ সমীক্ষা প্রশ্নমালা</u>

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্য ভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

সমীক্ষার জন্য প্রশ্নাবলি

সম্মতি পত্র

আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের "বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ" থেকে এসেছি। আমরা একটা সমীক্ষার কাজ করছি যার বিষয় হচ্ছে-১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন। আমরা এখানে এসেছি আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য। আপনাদের দেওয়া মূল্যবান তথ্য ও মতামত আমাদের সাহায্য করবে ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নে। আপনার দেওয়া তথ্য ও মতামত সম্পূর্ণ গোপন থাকবে এবং শুধুমাত্র সমীক্ষার কাজে ব্যবহার করা হবে। সুতরাং আপনি নির্দ্বিধায় ও খোলামেলাভাবে আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন। এখানে আপনার অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক। আপনার কাছে অপ্রীতিকর মনে হলে বা যেকোন জরুরি কারণে আপনি সাক্ষাৎকারটি বন্ধ করতে পারেন। আপনি অনুমতি দিলে আমরা শুরু করতে পারি।

হ্যাঁ ( ) **না ( )**

উত্তরদাতার কোড নং ( )

নামঃ

মোবাইলঃ

স্থানঃ

তারিখঃ

ক্রমিক	প্রশ্ন	উত্তর এর ধরন	কোড	স্কিপ
সেকশন ০১: উত্তরদাতার আর্থ-সামাজিক পটভূমি (সবার জন্য প্রযোজ্য)				
১০১	পূর্ণবয়স			
১০২	লিঙ্গ	নারী	১	
		পুরুষ	২	
১০৩	শিক্ষাগত যোগ্যতা			
১০৪	পেশা			
১০৫	পরিবারের মাসিক আয়			
১০৬	বৈবাহিক অবস্থা			
সেকশন ০২: মহান মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত ধারণা (সবার জন্য প্রযোজ্য)				
২০১	আপনি মহান মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনেছেন কি ?	হ্যাঁ	১	উত্তর “না” হলে ধন্যবাদ জানিয়ে সাক্ষাৎকারটি বন্ধ করুন
		না	২	
২০২	মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার বয়স কত ছিল ?			
২০৩	আপনি কোথা হতে মহান মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনেছেন ?			
২০৪	১৯৭১ এর ৭ই মার্চ কি হয়েছিল ?			
২০৫	১৯৭১ এর ২৫ ই মার্চ কি হয়েছিল ?			
২০৬	১৯৭১ এর ১৪ই ডিসেম্বর কি হয়েছিল ?			
২০৭	আমাদের স্বাধীনতা দিবস কবে ?			
২০৮	আমাদের বিজয় দিবস কবে ?			
২০৯	মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বীরশ্রেষ্ঠদের সম্পর্কে জানেন কি? কেন তাঁদেরকে বীরশ্রেষ্ঠ বলা হয় ?			
২১০	কয়েকজন শহীদ বীরশ্রেষ্ঠের নাম বলুন			
সেকশন ০৩: উত্তরদাতার নিজ এলাকায় সংগঠিত গণহত্যা সংক্রান্ত ধারণা (সবার জন্য প্রযোজ্য)				
৩০১	১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার এলাকায় পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক কোন গণহত্যা হয়েছিল ?	হ্যাঁ	১	উত্তর “না/জানিনা” হলে ৪০১ এ যান
		না	২	
		জানিনা	৯৯	
৩০২	গণহত্যাটি বা গণহত্যাগুলো যেখানে সংগঠিত হয়েছিল সেই স্থানসমূহের নাম কি ?			
৩০৩	গণহত্যার শিকার সেসমস্ত শহীদদের লাশ কোথায় রাখা হয়েছিল আপনি জানেন ?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানিনা	৯৯	
সেকশন ০৪: উত্তরদাতার নিজ এলাকায় অবস্থিত বধ্যভূমি সংক্রান্ত ধারণা (সবার জন্য প্রযোজ্য)				
৪০১	বধ্যভূমি বলতে কি বোঝায় ?			
৪০২	আপনাদের এলাকায় কোন বধ্যভূমি আছে ?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানিনা	৯৯	
সেকশন ০৫: উত্তরদাতার নিজ এলাকায় বধ্যভূমিতে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ সংক্রান্ত ধারণা (সবার জন্য প্রযোজ্য)				
৫০১	আপনাদের এলাকায় বধ্যভূমিতে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মরণে কোন স্মৃতিস্তম্ভ আছে ?	হ্যাঁ	১	উত্তর “না/ জানিনা” হলে ধন্যবাদ জানিয়ে সাক্ষাৎকারটি বন্ধ করুন
		না	২	
		জানিনা	৯৯	
৫০২	এই স্মৃতিস্তম্ভের নাম জানা আছে আপনার ?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
৫০৩	এই স্মৃতিস্তম্ভ এখানে কেন নির্মাণ করা হয়েছে আপনি জানেন ?			
৫০৪	আপনি স্মৃতিস্তম্ভটিতে কখনও গিয়েছেন ?	হ্যাঁ	১	উত্তর “না/ জানিনা” হলে ৬০১ এ যান
		না	২	
৫০৫	কাদের সাথে গিয়েছেন ?			
৫০৬	স্থানটির মালিক কে বা কারা বলে আপনার ধারণা ?			
সেকশন ০৬ : স্মৃতিস্তম্ভের প্রভাবসমূহ				
সামাজিক প্রভাবসমূহ				
৬০১	স্মৃতিস্তম্ভটি দেখতে এখানে লোকজন আসে কি?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানিনা	৯৯	
		হ্যাঁ	১	

৬০২	এটি সম্পর্কে স্থানীয় জনগণ কি সচেতন বলে আপনি মনে করেন ?	না	২	
		জানিনা	৯৯	
৬০৩	আপনি কি মনে করেন এই স্মৃতিস্তম্ভটি জনগণের মনে মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি করেছে ?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানিনা	৯৯	
	সাংস্কৃতিক প্রভাবসমূহ			
৬০৪	এই স্মৃতিস্তম্ভটি কি এইস্থানে ১৯৭১ এ গণহত্যার শিকার আপনার এলাকার সমস্ত শহীদের স্মৃতি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে বলে আপনি মনে করেন ?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানিনা	৯৯	
৬০৫	আপনি কি মনে করেন এই স্মৃতিস্তম্ভটি তরুণদের ৭১ এর চেতনায় উজ্জীবিত করতে সক্ষম ?	হ্যাঁ	১	উত্তর "না/জানিনা" হলে ৬০৭ এ যান
		না	২	
		জানিনা	৯৯	
৬০৬	উত্তর হ্যাঁ হলে, কিভাবে?			
৬০৭	আপনি কি মনে করেন এই স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণের ফলে এই এলাকার জনগণের মধ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে ?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানিনা	৯৯	
৬০৮	উত্তর হ্যাঁ হলে কিভাবে এবং কাদের মধ্যে ?			
৬০৯	এই স্মৃতিস্তম্ভটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য আর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত?			
	অর্থনৈতিক প্রভাবসমূহ			
৬১০	এই স্মৃতিস্তম্ভটিকে কেন্দ্র করে কি এখানে নতুন দোকানপাট বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
৬১১	এই স্মৃতিস্তম্ভটির কারণে কি এই এলাকার সাথে জনগণের যোগাযোগ বা যাতায়াত বৃদ্ধি পেয়েছে?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
	ঐতিহাসিক প্রভাবসমূহ			
৬১২	এই স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণের ফলে এখানকার জনগণের মাঝে মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে জানার আগ্রহ বেড়েছে বলে আপনি মনে করেন ?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানিনা	৯৯	
৬১৩	আপনার মতে মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য আপনার এলাকায় আর কি কি পদক্ষেপ নেয়া দরকার?			

	সেকশন ০৭ : স্মৃতিস্তম্ভের রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ধারণা (সবার জন্য প্রযোজ্য)			
৭০১	এই স্মৃতিস্তম্ভটির অবস্থা দেখার জন্য সরকারিভাবে কেউ কি পরিদর্শনে আসে ?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
৭০২	এই স্মৃতিস্তম্ভটির নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় কি?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
৭০৩	এই স্মৃতিস্তম্ভটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কার বলে আপনি মনে করেন ?			
৭০৪	এই স্মৃতিস্তম্ভটির কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে কি?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
		জানিনা	৯৯	
	সেকশন ০৮ : স্মৃতিস্তম্ভের পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত ধারণা (সবার জন্য প্রযোজ্য)			
৮০১	স্মৃতিস্তম্ভটির সার্বিক পরিবেশ আপনার কাছে কেমন বলে মনে হয়?	ভালো	১	
		খারাপ	২	
		মোটামুটি	৩	
৮০২	স্মৃতিস্তম্ভটি ও এর আশেপাশের স্থানগুলোকে কি আপনার কাছে পরিচ্ছন্ন বলে মনে হয় ? **(পযবেক্ষণ করুন)**	হ্যাঁ	১	
		না	২	
৮০৩	স্মৃতিস্তম্ভটির সাথে কি কোন বাগান, পার্ক, পুকুর, লেক, মঞ্চ বা রিসোর্ট আছে ?			
৮০৪	এই বধ্যভূমি কে কেন্দ্র করে এখানে কি কোনধরনের অপ্রীতিকর কার্যকলাপ হয় ?	হ্যাঁ	১	"না/জানিনা" হলে ৯০১ এ যান
		না	২	
		জানিনা	৯৯	
৮০৫	কি ধরনের কার্যকলাপ সাধারণত এখানে হয়ে থাকে ?			

সেকশন ০৯: শুধুমাত্র ৬০ বছরের অধিক জনগোষ্ঠীর জন্য				
৯০১	আপনি মহান মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন ?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
৯০২	আপনি মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন ?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
৯০৩	১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এই এলাকায় কোন যুদ্ধ হয়েছিল ?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
৯০৪	আপনার পরিচিত কেউ কি মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন ?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
৯০৫	মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এই এলাকায় কি কি ক্ষতি হয়েছিল?			
৯০৬	মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার পরিবারে কি ধরনের ক্ষতি হয়েছিল?			
৯০৭	মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া কোন বীর মুক্তিযোদ্ধার সাথে আপনার পরিচয় আছে ?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
৯০৮	মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া আপনার এলাকার কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম বলতে পারবেন ?			
৯০৯	আপনার এলাকায় তরুণ প্রজন্ম মহান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে অবগত কি?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
৯১০	আপনার এলাকায় তরুণ প্রজন্ম মহান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছে কি?	হ্যাঁ	১	
		না	২	
৯১১	যদি না হয়, তাহলে তরুণ প্রজন্মকে মহান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে অবগত বা উদ্বুদ্ধ করার জন্য কি কি করা দরকার?			

এই সমীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ

তথ্য সংগ্রহকারীর নামঃ
মোবাইল নং:
স্বাক্ষরঃ
তারিখঃ

<u>সংযুক্তি ০৩ মুখ্য ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রশ্নাবলি</u>

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্য ভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

মুখ্য ব্যক্তিবর্গের জন্য প্রশ্নাবলি

মুখ্য ব্যক্তিবর্গের ধরনঃ

ক. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি
খ. পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি
গ. প্রকল্প পরিচালক
ঙ. গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি

সম্মতি পত্র

আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের “বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ” থেকে এসেছি। আমরা একটা সমীক্ষার কাজ করছি যার বিষয় হচ্ছে- ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন। আমরা এখানে এসেছি আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য। আপনাদের দেওয়া মূল্যবান তথ্য ও মতামত আমাদের সাহায্য করবে ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নে। আপনার দেওয়া তথ্য ও মতামত সম্পূর্ণ গোপন থাকবে এবং শুধুমাত্র সমীক্ষার কাজে ব্যবহার করা হবে। সুতরাং আপনি নির্দ্বিধায় ও খোলামেলাভাবে আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন। এখানে আপনার অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক। আপনার কাছে অপ্রীতিকর মনে হলে বা যেকোন জরুরি কারণে আপনি সাক্ষাৎকারটি বন্ধ করতে পারেন। আপনি অনুমতি দিলে আমরা শুরু করতে পারি।

হ্যাঁ ( ) **না ( )**

মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাধারন তথ্যাবলী

নাম	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা	মোবাইল

ক. প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ধারণা
ক (১) আপনি কি দয়া করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্পটি সম্পর্কে আমাদের কে বলবেন ? ক (২) আপনার মতেপ্রকল্পটির গুরুত্ব কতখানি ? ক (৩) প্রকল্পটি যে উদ্দেশ্য করা হয়েছে সেটি সফল হয়েছ বলে কি আপনি মনে করেন ? ক (৪) প্রকল্পটির বর্তমান অবস্থা কেমন বলে আপনার ধারণা ? ক (৫) আপনারজানামতে প্রকল্পটির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্বে কারা ছিলেন ? ক (৬) আপনাদের জানামতে প্রকল্পটির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মধ্যে কি কোন ব্যবধান আছে ?
খ. প্রকল্পটিড় বাস্তবায়নে সবল, দুর্বল, ঝুঁকি ওঁ সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত
খ (১) আপনি কি মনে করেন প্রকল্পটির বরাদ্দ পর্যাপ্ত ছিল ? খ (২) পণ্য ও ঠিকাদার নির্বাচনের মানদন্ড কি ঠিক ছিল ? খ (৩) প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কোন ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছেন ? খ (৪) ঝুকি ও প্রতিকূলতা মোকাবেলায় গৃহীত কৌশলসমূহ কি কি ছিল বলে আপনার ধারণা ? খ (৫) প্রকল্পটি বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণ অংশগ্রহণ করেছিল কি ? খ (৬) স্মৃতিস্তম্ভগুলো নির্মাণের উপকরণের গুণগতমান কেমন ছিল ? খ (৭) প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কোন সমস্যা হয়েছিল কি না? খ (৮) চুক্তি অনুযায়ী সব কাজ করা সম্ভব হয়েছিল কি ?
প্রকল্পটির প্রভাবসমূহ
গ . সামাজিক প্রভাবঃ
গ (০১) আপনি কি মনে করেন এই স্মৃতিস্তম্ভগুলো সমাজের উপর কোন প্রভাব রাখতে পেরেছে ? গ (০২) আপনি কি মনে করেন এই স্মৃতিস্তম্ভগুলো জনগণের বিশেষ করে যুবসমাজের মনে মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি করেছে ?
ঘ. সাংস্কৃতিক প্রভাবঃ
ঘ (১) আপনি কি মনে করেন এই স্মৃতিস্তম্ভগুলো ১৯৭১ এ গণহত্যার শিকার সমস্ত শহীদের স্মৃতি ধরে রাখতে সক্ষম হবে ?
ঙ. অর্থনৈতিক প্রভাবঃ
ঙ (১) আপনার জানামতে এই স্মৃতিস্তম্ভগুলোকে কেন্দ্রকরে কি কোন অর্থনৈতিক অবকাঠামো (বাজার, দোকানপাট) গড়ে উঠেছে ? ঙ   (২) স্মৃতিস্তম্ভগুলো নির্মাণের ফলে কি সেই স্থানগুলোতে লোকজনের যাতায়াত বৃদ্ধি পেয়েছে ?
চ. স্মৃতিস্তম্ভের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ধারণাঃ
চ (১) স্মৃতিস্তম্ভগুলোর সার্বিক পরিবেশ আপনার কাছে কেমন বলে মনে হয়? (স্মৃতিস্তম্ভগুলোর পরিছন্নতার জন্য কি পর্যাপ্ত পরিমাণ পরিছন্নতাকর্মী আছে, কোনধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ হয় কিনা) চ (২) স্মৃতিস্তম্ভগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি আপনার কাছে পর্যাপ্ত মনে হয় **?** (পর্যাপ্ত পরিমাণ নিরাপত্তাকর্মী, চারপাশে নিরাপত্তা দেয়াল)
ছ.স্মৃতিস্তম্ভগুলো রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতকরণের জন্য কৌশলগত সুপারিশ ও নীতিমালাঃ
ছ (১) স্মৃতিস্তম্ভগুলো কিভাবে আরও তথ্যসমৃদ্ধ করা যায় ? ছ (২) স্মৃতিস্তম্ভগুলো কিভাবে ভালভাবে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা যায় যেন তারা ইতিহাস সম্পর্কে জানতে উজ্জীবিত হয় ? ছ (৩) স্মৃতিস্তম্ভগুলোর রক্ষনাবেক্ষন ও উন্নতকরণের জন্য কি কি নীতিমালা ও আইনগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে ? ছ (৪) স্মৃতিস্তম্ভগুলো পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব কিভাবে গ্রহণ করা উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

অংশগ্রহণের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ

তথ্য সংগ্রহকারীর নামঃ

মোবাইল নং: **স্বাক্ষরঃ** **তারিখঃ**

সংযুক্তি ০৪ দলীয় আলোচনার জন্য প্রশ্নাবলি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

দলীয় আলোচনার জন্য প্রশ্নাবলি

দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহনকারীদের ধরনঃ

ক. বীর মুক্তিযোদ্ধা; খ. শিক্ষক; গ. শিক্ষার্থী; ঘ. স্থানীয় প্রশাসন; ঙ. স্থানীয় জনপ্রতিনিধি; চ. স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ

সম্মতি পত্র

আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের "বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ" থেকে এসেছি। আমরা একটা সমীক্ষার কাজ করছি যার বিষয় হচ্ছে - ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন। আমরা এখানে এসেছি আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য। আপনাদের দেওয়া মূল্যবান তথ্য ও মতামত আমাদের সাহায্য করবে ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নে। আপনার দেওয়া তথ্য ও মতামত সম্পূর্ণ গোপন থাকবে এবং শুধুমাত্র সমীক্ষার কাজে ব্যবহার করা হবে। সুতরাং আপনি নির্দ্বিধায় ও খোলামেলাভাবে আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন। এখানে আপনার অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক। আপনার কাছে অপ্রীতিকর মনে হলে বা যেকোন জরুরি কারণে আপনি সাক্ষাৎকারটি বন্ধ করতে পারেন। আপনারা অনুমতি দিলে আমরা আলোচনাটি শুরু করতে পারি।

হ্যাঁ ( ) **না ( )**

স্থানঃ **তারিখঃ**

দলীয় আলোচনার জন্য উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সাধারন তথ্যাবলী

ক্রমিক নং	নাম	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী	পেশা	মোবাইল
১						
২						
৩						
৪						
৫						
৬						
৭						
৮						
৯						
১০						

ক . ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্প সম্পর্কিত ধারণা

ক (১) ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্পটি সম্পর্কে আপনাদের ধারণা আছে?

ক (২) আপনারদের মতে প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা কতখানি ?

ক (৩) প্রকল্পটি যে উদ্দেশে করা হয়েছে সেটি সফল হয়েছে বলে কি আপনি মনে করেন ?

খ.প্রকল্পটির নীতিমালা ও বাস্তবায়নসম্পর্কিত ধারণা

খ (১) আপনি কি দয়া করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্পটি সম্পর্কে বলবেন ?

খ (২) প্রকল্পটির বর্তমান অবস্থা কেমন ?

খ (৩) আপনাদের জানামতে প্রকল্পটির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্বে কারা ছিলেন ?

খ (৪) আপনাদের জানামতে প্রকল্পটি সংরক্ষণে কি কি আইনগত পদক্ষেপ রয়েছে ?

খ (৫) আপনাদের জানামতে প্রকল্পটির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মধ্যে কি কোন ব্যবধান আছে?

গ. প্রকল্পটির বাস্তবায়নে সবল, দুর্বল,ঝুকি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত

গ (১) আপনারা কি মনে করেন প্রকল্পটির অর্থ বরাদ্দ পর্যাপ্ত ছিল ?

গ (২) মালামাল ও ঠিকাদার নির্বাচনের মানদন্ড কি ছিল ?

গ (৩) প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কোন ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছেন ?
গ (৪) ঝুঁকি ও প্রতিকূলতা মোকাবেলায় গৃহীত কৌশলসমূহ ?
গ (৫) প্রকল্পটি বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণ অংশগ্রহণ করেছিল কি ?
গ (৬) স্মৃতিস্তম্ভগুলো নির্মাণের উপকরণের গুণগতমান কেমন ছিল ?
গ (৭) প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত কোন সমস্যা হয়েছিল কি না?
গ (৮) চুক্তি অনুযায়ী সব কাজ করা সম্ভব হয়েছিল কি ?

প্রকল্পটির প্রভাবসমূহ

ঘ .সামাজিক প্রভাবঃ

ঘ (১) আপনারা কি মনে করেন এই স্মৃতিস্তম্ভগুলোর সমাজের উপর কোন প্রভাব রয়েছে ?
ঘ (২) আপনারা কি মনে করেন এই স্মৃতিস্তম্ভগুলো জনগণের বিশেষ করে যুবসমাজের মনে মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি করেছে ?
ঘ (৩) এই স্মৃতিস্তম্ভগুলকি এইস্থানে ১৯৭১ এ গণহত্যার শিকার সমস্ত শহীদের স্মৃতি ধরে রাখতে সক্ষম ?

ঙ.সাংস্কৃতিক প্রভাবঃ

ঙ (১) আপনারা কি মনে করেন এই স্মৃতিস্তম্ভগুলো ১৯৭১ এ গণহত্যার শিকার সমস্ত শহীদের স্মৃতি ধরে রাখতে সক্ষম হবে ?
ঙ (২) যুবসমাজকে ৭১ এর চেতনায় উজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছে হচ্ছে/?

চ. অর্থনৈতিক প্রভাবঃ

চ (১) আপনার জানামতে এই স্মৃতিস্তম্ভগুলোকে কেন্দ্রকরে কি কোন অর্থনৈতিক অবকাঠামো (বাজার, দোকানপাট) গড়ে উঠেছে ?
চ (২) এই স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণের ফলে কি এখানে জনগণের যাতায়াত বৃদ্ধি পেয়েছে ?

ছ. স্মৃতিস্তম্ভের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত ধারণা

ছ (১) স্মৃতিস্তম্ভগুলোর সার্বিক পরিবেশ আপনাদের কাছে কেমন বলে মনে হয়?
(স্মৃতিস্তম্ভগুলোর পরিছন্নতার জন্য কি পর্যাপ্ত পরিমাণ পরিছন্নতাকর্মী আছে, কোনধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ হয় কিনা)
ছ (২) স্মৃতিস্তম্ভগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি আপনাদের কাছে পর্যাপ্ত মনে হয় ?
(পর্যাপ্ত পরিমাণ নিরাপত্তাকর্মী, চারপাশে নিরাপত্তা দেয়াল)

ছ.স্মৃতিস্তম্ভগুলো রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতকরণের জন্য কৌশলগত সুপারিশ ও নীতিমালাঃ

ছ (১) স্মৃতিস্তম্ভগুলো কিভাবে আরও তথ্যসমৃদ্ধ করা যায় ?
ছ (২) স্মৃতিস্তম্ভগুলো কিভাবে আরও ভালভাবে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা যায় যেন তারা ইতিহাস সম্পর্কে জানতে উজ্জীবিত হয় ?
ছ (৩) স্মৃতিস্তম্ভগুলোর রক্ষনাবেক্ষন ও উন্নতকরণের জন্য কি কি নীতিমালা ও আইনগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে ?
ছ (৪) স্মৃতিস্তম্ভগুলো পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব কিভাবে গ্রহণ করা উচিত বলে আপনারা মনে করেন ?

অংশগ্রহণের জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ

তথ্য সংগ্রহকারীর নামঃ

মোবাইল নং: **স্বাক্ষরঃ** **তারিখঃ**

__সংযুক্তি ০৫ কেস স্টাডির জন্য প্রশ্নাবলি__

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

কেস স্টাডির জন্য চেকলিস্ট

সম্মতি পত্র

আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের "বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ" থেকে এসেছি। আমরা একটা সমীক্ষার কাজ করছি যার বিষয় হচ্ছে- ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন। আমরা এখানে এসেছি আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য। আপনাদের দেওয়া মূল্যবান তথ্য ও মতামত আমাদের সাহায্য করবে ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার জন্য ব্যবহৃত বধ্যভূমিসমূহ সংরক্ষণ ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নে। আপনার দেওয়া তথ্য ও মতামত সম্পূর্ণ গোপন থাকবে এবং শুধুমাত্র সমীক্ষার কাজে ব্যবহার করা হবে। সুতরাং আপনি নির্দ্বিধায় ও খোলামেলাভাবে আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন। এখানে আপনার অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক। আপনার কাছে অপ্রীতিকর মনে হলে বা যেকোন জরুরি কারণে আপনি সাক্ষাৎকারটি বন্ধ করতে পারেন। আপনি অনুমতি দিলে আমরা শুরু করতে পারি।

হ্যাঁ ( ) **না ( )**

উত্তরদাতার কোড নং ( )নামঃ বয়সঃ পেশাঃ মোবাইলঃ বর্তমান ঠিকানাঃ

ক. উত্তরদাতার নিজ এলাকায় সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধের চিত্রঃ
ক ১.মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার বয়স কত ছিল ? ক ২. যুদ্ধে যাওয়ার প্রেরনা কে ছিল ? ক ৩. ১৯৭১ এ মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এই এলাকায় সংগঠিত যুদ্ধটি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলুন? ক ৪. কেমন বয়সী লোকজন মুক্তিযুদ্ধে বেশী অংশগ্রহণ করেছিলেন? ক ৫. আপনার পরিবারের কোন সদস্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল ? ক ৬.আপনাদের এলাকাতে কতজন লোক মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন? ক ৭. আপনার এলাকায় কোথায় কোথায় যুদ্ধ হয়েছিল ? ক ৮. যুদ্ধের সময় আপনার জীবন কেমন ছিল ? ক ৯. মুক্তিযুদ্ধের সময় কি ধরনের সহিংসতা হয়েছিল ? ক ১০. মুক্তিযুদ্ধে আপনাদের এলাকায় কি কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল ? ক ১১. মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাকে ও আপনার পরিবারের কাউকে কি কোন সহিংসতার শিকার হতে হয়েছিল ?
খ .এলাকায় সংগঠিত গণহত্যাঃ
খ ১. ১৯৭১এ মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আপনার এলাকায় হানাদার বাহিনী কর্তৃক কোন গণহত্যা হয়েছিল ? খ ২.গণহত্যাগুলো কোথায় সংগঠিত হয়েছিল ? গণহত্যাগুলো যেখানে সংগঠিত হয়েছিল সেই জায়গাগুলোর নাম বলবেন কি? খ ৩. সেই গণহত্যাগুলোয় আনুমানিক কতজন শহীদ হয়েছিলেন ? গণহত্যার শিকার শহীদদের লাশ কোথায় রাখা হয়েছিল? *খ ৪* আপনাদের এলাকায় কতগুলো বধ্যভূমি আছে ? খ ৫. বধ্যভূমির উপর যে স্মৃতিস্তম্ভটি নির্মাণ করা হয়েছে সেটি সম্পর্কে জানেন ? আপনি স্মৃতিস্তম্ভটিতে কখনও গেছেন ? প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তা কতখানি ?
গ .স্মৃতিস্তম্ভটির প্রভাবসমূহ
গ ১. এই স্মৃতিস্তম্ভটির কি এখানকার সমাজের উপর কোন প্রভাব রয়েছে ? গ ২. এই স্মৃতিস্তম্ভটি কি তরুণদের ৭১ এর চেতনায় অনুপ্রাণিত করতে সক্ষম ? গ ৩. এই স্মৃতিস্তম্ভটির জন্য পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা আছে বলে মনে হয় কি আপনার ? গ ৪. এই স্মৃতিস্তম্ভটির সার্বিক পরিবেশ আপনার কাছে কেমন বলে মনে হয় ? গ ৫. এই স্মৃতিস্তম্ভটির রক্ষণাবেক্ষণে কোন ধরনের ত্রুটি আপনার চোখে পড়েছে কি ? গ ৬. এই স্মৃতিস্তম্ভটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা কি আপনার কাছে পর্যাপ্ত মনে হয় ?
ঘ.স্মৃতিস্তম্ভটির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতকরণের জন্য কৌশলগত সুপারিশ
ঘ ১.স্মৃতিস্তম্ভটির রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতকরণের জন্য কৌশলগত সুপারিশসমূহ কি কি ? ঘ ২.স্মৃতিস্তম্ভটি কিভাবে আরও তথ্যসমৃদ্ধ করা যায় ? ঘ ৩.স্মৃতিস্তম্ভটি কিভাবে আরও ভালভাবে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা যায় যেন তারা ইতিহাস সম্পর্কে জানতে উজ্জীবিত হয়? ঘ ৪.স্মৃতিস্তম্ভটি রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতকরণের জন্য কি কি নীতিমালা ও আইনগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন ? ঘ ৫.স্মৃতিস্তম্ভগুলো পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব কিভাবে গ্রহণ করা উচিত ?

অংশগ্রহণের জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ

তথ্য সংগ্রহকারীর নামঃ

মোবাইল নং: **স্বাক্ষরঃ** **তারিখঃ**

সংযুক্তি ০৬ ফটো গ্যালারিঃ

কুমিল্লা রসুলপুর বধ্যভূমি

বরিশাল বধ্যভূমি

বগুড়া বধ্যভূমি

ফরিদপুর বধ্যভূমি

হবিগঞ্জ বধ্যভূমি **গাইবান্ধা বধ্যভূমি**

নীলফামারী বধ্যভূমি **যশোর বধ্যভূমি**

কিশোরগঞ্জ বধ্যভূমি

মিরপুর বধ্যভূমি

নাটোর বধ্যভূমি

শেরপুর বধ্যভূমি

ড. এ এস এম আমানুল্লাহ
অধ্যাপক
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়